চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 221 Tuesday, 11 July, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২২১ সংখ্যা ❋ ২৫ আষাঢ়, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ১১ জুলাই, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

'ওরা সমাজবিরোধী। গুন্ডা। ওদের দিয়ে এরা ভোট করাত। এবার পারেনি।' প্রাতঃভ্রমণের সময় এই ভাষাতেই তৃণমূল কর্মীদের চিহ্নিত করলেন দিলীপ ঘোষ। ...বিস্তারিত পাতা ৩

দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল এলাকা। সোমবার ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় বসে প্রতিবাদ করেন সুকান্ত মজুমদার। ...বিস্তারিত পাতা ৫

আতঙ্কের নাম রক্তচোষা! আমেরিকার হ্রদে ত্রাস হয়ে উঠছে ভ্যাম্পায়ার। ফের রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার মাছের দেখা মিলল আমেরিকায়! ছড়িয়েছে আতঙ্ক। ...বিস্তারিত পাতা ৬

কানাডা ওপেন চ্যাম্পিয়ন হলেন লক্ষ্য সেন। লি শি ফেংকে হারিয়ে জিতলেন খেতাব। চলতি বছরে এটাই লক্ষ্যের প্রথম টাইটেল জয়। ...বিস্তারিত পাতা ৮

## সুপ্রিম ধাক্কা অভিষেকের

# নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেরা করতে পারবে ইডি

**নয়াদিল্লি, ১০ জুলাইঃ** সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তদন্ত চালাতে পারবে ইডি। শীর্ষ আদালতের তরফে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোনও রক্ষাকবচ দেওয়া হল না। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের এই নির্দেশ। কলকাতা হাইকোর্ট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জরিমানা নির্দেশ দিয়েছিল। তা অবশ্য খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে কুন্তলের চিঠি সংক্রান্ত অভিষেকের মামলার শুনানি ছিল। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চলে সওয়াল জবাব। অভিষেকের পক্ষে সওয়াল করে আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। প্রসঙ্গত, নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় ধৃত তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা কুন্তল ঘোষের চিঠি মামলায় ইডি ও সিবিআই তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেরা করতে পারবে বলে নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চ। (যদিও এই মামলায় প্রথমে এই একই নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। যদিও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সেই মামলা চলে যায় বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে।) কুন্তল ঘোষের মামলায় তাঁকে ইডি-সিবিআই-এর

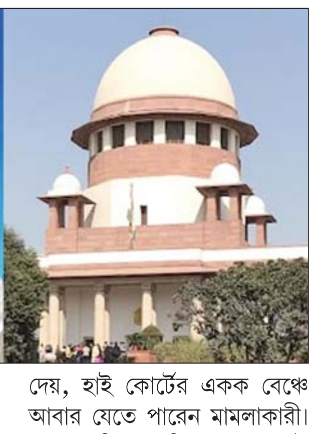

জেরা করার নির্দেশ পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক। প্রথমে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী এবং বিচারপতি পিএস নরসিমহার অবকাশকালীন বেঞ্চে মামলাটি ওঠে। বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ ছিল, অবকাশকালীন বেঞ্চ একক বেঞ্চের রায়ে হস্তক্ষেপ করবে না। এরপর সোমবার মামলাটি ওঠে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। এদিনের সওয়াল জবাবের পর দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়ে দেয়, নিয়োগ মামলায় অভিষেককে জেরা করতে পারবে সিবিআই এবং ইডি। সোমবার শীর্ষ আদালত জানিয়ে দেয়, হাই কোর্টের একক বেঞ্চে আবার যেতে পারেন মামলাকারী। পুনরায় সিদ্ধান্ত নিতে পারে হাই কোর্ট। প্রসঙ্গত গত ৩০ মার্চ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত কুন্তল ঘোষ দাবি করেন, তাঁকে নিয়ে তদন্তকারীরা জোর করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলানোর চেষ্টা করছেন। এদিকে, ঠিক তার আগের দিনই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শহিদ মিনার থেকে বলেছিলেন, জেলে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মুখে থেকে তাঁর নাম জোর করে বলানোর চেষ্টা করেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। কাকতালীয় দুটি ঘটনা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়। এর মধ্যেই আলিপুর আদালতের বিচারককে চিঠি লেখেন কুন্তল। বিষয়টি নিয়ে জল ঘোলা হয়। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ ছিল, ইডি-সিবিআই প্রয়োজনে অভিষেককে জেরা করতে পারেন। সেই বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করে মামলা যায় সুপ্রিম কোর্টে। আবার তা হাইকোর্টে ফিরে আসে। বদলায় বেঞ্চ। আবার সেই একই নির্দেশ। তারপর আবারও মামলাটি যায় সুপ্রিম কোর্টে। এদিন আদালতে আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি সওয়াল করেন, বার বার অভিষেককে ডেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করার নামে হেনস্থা করা হচ্ছে। তিনি এ-ও বলেছিলেন, অভিষেক আশঙ্কা করছেন, পরের বার তাঁকে গ্রেফতার করা হবে। গোটা বিষয়টি শোনে সুপ্রিম কোর্টে। তারপরও সেই একই নির্দেশ বহাল থাকে।

## 'অভিষেক জ্ঞানত কোনও অপরাধ করেননি', দলের সেনাপতি 'সুপ্রিম ধাক্কা' খাওয়ায় বললেন কুণাল

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাইঃ** 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জ্ঞানত কোনও অপরাধ করেননি।' বলছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে অভিষেক মামলার শুনানি ছিল। এর আগে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর যে জরিমানা ধার্য্য করা হয়েছিল, তা এদিন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ। তবে নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেক্ষেত্রে কোনও রক্ষাকবচ দেয়নি শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টে এদিন অভিষেক মামলার অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে। শীর্ষ আদালতের নির্দেশের প্রেক্ষিতে আজ বিশেষ

কিছু মন্তব্য করতে চাননি তিনি। বললেন, ''সুপ্রিম কোর্টের বিষয়টি নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। এটা আদালতের রায়। অভিষেক জ্ঞানত কোনও অপরাধ করেননি। সুপ্রিম কোর্টের কোনও নির্দেশের উপর দাঁড়িয়ে আমি এখন কোনও মন্তব্য করব না।'' উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার কুন্তল ঘোষের চিঠি প্রসঙ্গে অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কুন্তল ঘোষ অভিযোগ তুলেছিলেন, তদন্তকারী অফিসাররা নেতাদের নাম বলানোর জন্য তাঁর উপর চাপ তৈরি করছে। সেই মামলা প্রথমে গিয়েছিল হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে। পরবর্তীতে হাইকোর্টের বেঞ্চ বদল হওয়ার পর বিচারপতি অমৃতা সিনহার একক বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছিল, ইডি ও সিবিআই চাইলে অভিষেককে এই সংক্রান্ত মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে। যদিও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, তিনি কুন্তলকে কোনওদিন দেখেননি, চেনেনও না। এমনকী ফোনেও কথা হয়নি। শহীদ মিনারে তাঁর যে বক্তব্য ঘিরে এত বিতর্ক, সেখানেও তিনি একবারও কুন্তলের কথা উল্লেখ করেননি, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। অভিষেকের বক্তব্য, তিনি শহীদ মিনারের সভা থেকে কুণাল ঘোষ ও মদন মিত্রের মতো নেতাদের কথা বলতে চেয়েছেন।

## আজ সকাল ৮টা থেকে গণনা

# কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেই চলবে কাউন্টিং

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাইঃ** মঙ্গলবার ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোটের গণনা। কেন্দ্রীয় বাহিনি মোতায়েন রেখেই এই গণনা চলবে। শুরু হবে সকাল ৮টা থেকে। প্রথমে গণনা হবে ইডি (ইলেকশন ডিউটি) ভোটের। এরপর একে একে গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ব্যালট গণনা হবে। গোটা রাজ্যে মোট ৩৩৯টি জায়গায় গণনা হবে। সবচেয়ে বেশি গণনা কেন্দ্র থাকছে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। ২৮টি কেন্দ্রে চলবে ভোট গোনা। গণনা কেন্দ্রগুলিতে থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের নিরাপত্তা। থাকবে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরাও। গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের গণনার সময় থাকবেন একজন কাউন্টিং অফিসার এবং একজন কাউন্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট। সঙ্গে থাকবেন প্রত্যেক প্রার্থী ও একজন করে কাউন্টিং এজেন্ট। স্ট্রং রুমের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছে এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। কড়া নিরাপত্তার বেড়াজালে হবে গণনা। নিয়মমাফিক গণনাকেন্দ্রের বাইরে থাকবে ১৪৪ ধারা। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার বলয়ে চলবে গণনা। অন্যদিকে আজ বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দুর দাবি, ''ভোট গণনা কর্মীদের ট্রেনিংয়ের সময় কোনও কোনও বিডিও বলেছেন, ব্যালট পেপারের পিছনে প্রিসাইডিং অফিসারের সই না থাকলেও গুনে দেওয়ার জন্য।'' জলপাইগুড়ি জেলা থেকেও এমন অভিযোগ উঠে এসেছিল। তা নিয়ে বিতর্কও ছড়িয়েছে অনেক। আর এবার এসবের মধ্যেই এবার নতুন করে নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। কমিশনের ওই নির্দেশিকায় পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আইন, ২০০৬-এর কথা আবারও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত আইনের একটি অংশ উদ্ধৃত করে কমিশন লিখে দিয়েছে, প্রত্যেক ব্যালট পেপার ভোটারদের দেওয়ার আগে ব্যালট পেপারের পিছনের দিকে জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচন অফিসারের নির্দেশ মতো স্ট্যাম্প ও প্রিসাইডিং অফিসারের পুরো সই থাকতে হবে। কমিশনের নির্দেশ, প্রত্যেকটি ব্যালট পেপার খতিয়ে দেখতে হবে গণনার সময়ে। যদি কোনও ব্যালট পেপারের পিছনের দিকে প্রিসাইডিং অফিসারের সই না থাকে, তাহলে তা বৈধ ভোট বলে গণ্য হবে না। এই ধরনের ব্যালট পেপারগুলি ভোট গণনার সময়ে বাতিল করতে হবে। উল্লেখ্য, জলপাইগুড়ি জেলায় যে ধরনের অভিযোগ উঠে এসেছিল, সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে সেখানকার জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা বসুর সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছিল। তিনি জানিয়েছিলেন, ''কমিশনের স্থির করে দেওয়া গাইডলাইনের বাইরে কেউ কিছু বলেছেন, এমন প্রমাণ তাঁর কাছে নেই। রাজ্য নির্বাচন কমিশন যে নির্দেশিকা জারি করেছে, সেটা সকলের কাছে পাঠানো হয়েছে। ফলে এই নিয়ে কারও মনে কোনও সন্দেহ থাকার কারণ নেই।''

## 'ভোরের আগেই থাকে ঘন অন্ধকার, সুড়ঙ্গ শেষে মিলবে আলো'

### শাহি-দরবার থেকে বেরিয়ে আশাবাদী রাজ্যপাল বোস

**নয়াদিল্লি, ১০ জুলাইঃ** বাংলার পঞ্চায়েত ভোটপর্বে দিকে দিকে অশান্তির মাঝেই দিল্লিতে গিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। আজ বিকেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকেও গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে বেরিয়ে বাংলার সাংবিধানিক প্রধানের গলায় শোনা গেল নতুন আশার কথা। বললেন, ''ভোরের আলো ফোটার আগে সবথেকে বেশি অন্ধকার থাকে। অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে আলো অবশ্যই থাকবে।'' আজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে কী কী বিষয়ে কথা হল, সেই বিষয়েও প্রশ্ন করা হয়েছিল রাজ্যপাল বোসকে। জবাবে সরাসরি কিছু না বললেও তিনি বলেন, ''আজ আমি যে বার্তা পেয়েছি, তা হল শীতকাল আসা মানে, বসন্ত খুব বেশি দূরে নয়। আগামী দিনে অবশ্যই ভাল কিছু হবে।'' বাংলায় বিগত কিছুদিনে যেভাবে অশান্তি, রক্তারক্তি হয়েছে, মায়ের কোল খালি হয়েছে সেই প্রেক্ষিতে আজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে বেরিয়ে রাজ্যপালের মুখে এই নতুন আশার বাণী যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। উল্লেখ্য, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি গত কয়েকদিনে যেভাবে মোড় নিয়েছে, তাতে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবনে একটি পিস রুম খুলেছেন তিনি। সেখানে ঘন ঘন ফোন আসছে। আর ফোন আসা মাত্রই তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করা হচ্ছে রাজভবন থেকেও। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে বলা হচ্ছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। রাজ্যপাল নিজেও বিভিন্ন অশান্তি কবলিত এলাকায় ছুটে যাচ্ছে। রাজ্যে নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অশান্তি কবলিত জায়গায় ছুটে গিয়েছেন তিনি। কথা বলেছেন সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে। তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন। ভোটারদের আস্থা ফেরানোর চেষ্টা করেছেন। এমনকী শনিবার পঞ্চায়েত ভোটের দিনও সকাল থেকে ময়দানে নেমে পড়েছিলেন 'গ্রাউন্ড জিরোর' রাজ্যপাল। সকাল ছ'টা থেকে বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেরিয়েছেন। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বার বার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। কড়া বার্তা দিয়েছেন। আর ভোট মিটতেই ছুটে গিয়েছেন দিল্লিতে। বিকেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকেও যান তিনি। আর সেখান থেকে বেরিয়েই এই নতুন আশার কথা শোনালেন রাজ্যপাল।

## অধীরের মামলায় 'বিরাট' নির্দেশ আদালতের

# পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজনৈতিক হিংসা নিয়ে রিপোর্ট দেবে রাজ্য সরকার, বিএসএফ!

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাইঃ** পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক হিংসা নিয়ে বিএসএফের আইজি এবং রাজ্য সরকারের থেকে রিপোর্ট চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের নির্দেশ, আহতদের ভাল চিকিৎসা পরিষেবা দিতে হবে। প্রয়োজনে বড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে রাজ্যকে। ময়নাতদন্তের ভিডিওগ্রাফি করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রিপোর্ট আসার পরেই ক্ষতিপূরণ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে আদালত। সোমবার মামলার সওয়াল করতে এসে অধীর চৌধুরী বলেন, ''নজিরবিহীন সন্ত্রাস হয়েছে এই রাজ্যে। যা হয়েছে তা গণতন্ত্রের উপহাস। সাংবিধানিক কোনও সংস্থাকে সম্মান দেওয়া হয়নি। নির্বাচন কমিশন, রাজ্য প্রশাসন এবং পুলিশ একত্রে মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। সমাজের কোন স্তরই এখন এই রাজনৈতিক হিংসা থেকে বাঁচতে পারছে না। কোনও নিরপেক্ষ সংস্থাকে এত মানুষের মৃত্যুর তদন্তভার দেওয়া হোক এবং সেই তদন্ত যেন এই আদালতের কোনও বর্তমান বিচারপতির নজরদারিতে হয়। নিহত ও আহতদের প্রত্যেকের জন্য আর্থিক সাহায্য, আহতদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক। ময়নাতদন্তের ভিডিওগ্রাফি করা হোক।'' সোমবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞনমের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির দাবি, পঞ্চায়েত নির্বাচনে পর্যাপ্ত বাহিনী না পাঠিয়ে আদালত অবমাননা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। পঞ্চায়েত ভোটে আহত ও নিহতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন তিনি। প্রধান বিচারপতি টি এস শিবাজ্ঞনম বলেন, ''উভয়েই একে অপরের দিকে আঙুল তুলছে। কমিশন অভিযোগ করছে বাহিনীর দিকে। আর বাহিনীর তরফে অভিযোগ করা হচ্ছে কমিশনের দিকে। ৬৯৭-এর বেশি বুথে পুনরায় নির্বাচনের আবেদন আসছে। গণনাকেন্দ্রে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন অন্য একটি মামলার বিচার্য বিষয়। সমস্ত আহতদের

পর্যাপ্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি কোনও হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকে তাহলে তাঁদের অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি মৃত্যুর ঘটনায় এফআইআর দায়ের করতে হবে। ময়না তদন্তের সময় ভিডিওগ্রাফি করতে হবে। পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়ার সবরকম ব্যবস্থা করবে রাজ্য। এই সমস্ত পদক্ষেপ করার পরে আদালতে রিপোর্ট পেশ করবে রাজ্য।'' পাশাপাশি তিনি এও বলেন, ''নির্বাচনের দিন এক ব্যক্তিকে বন্দুক নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। এ ব্যাপারে রাজ্য রিপোর্ট দিয়ে জানাবে। যে জেলায় থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে সেখান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে রাজ্যকে।'' অন্যদিকে সওয়াল করতে এসে রাজ্য নির্বাচন কমিশন জানায়, যেখানে যেখানে পুনরায় নির্বাচন দরকার সেখানে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজকে যে ৬৯৬টি বুথে পুনর্নির্বাচন হচ্ছে, সব জায়গায়ই শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হচ্ছে। সমস্ত গণনাকেন্দ্রে এক কোম্পানি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে তার পাশাপাশি রাজ্য পুলিশে রয়েছে। এরপরেই কমিশনকে আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন প্রধান বিচারপতি। অন্যদিকে অধীর চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, ''আপনার পিটিশন বা আবেদনপত্র স্পষ্ট নয়। এই মর্মে মামলা খারিজ হতে পারে। কিন্তু আমরা সেটা করছি না।'' পাশাপাশি বিএসএফকেও রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ প্রধান বিচারপতির। অধীর চৌধুরির মামলার শুনানিতে মোহনপুরের ঘটনার প্রসঙ্গ ওঠে। রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে, সে দিন পিস্তল হাতে যে ব্যক্তির ছবি দেখা গিয়েছিল তাঁর নাম ধীরজ হেলা। তিনি টিটাগড়ের বাসিন্দা। ঘটনার পরে তাঁকে মোহনপুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে বলেও জানা গিয়েছে। প্রধান বিচারপতি বলেন, ''শুধু গ্রেফতার করেছেন? কোথা থেকে অস্ত্র পেল তার সন্ধান করুন।'' ওই ব্যক্তি 'এক রাতেই ফেমাস হয়ে গিয়েছে' বলেও মন্তব্য করেছেন বিচারপতি। এই ঘটনা সংক্রান্ত রিপোর্ট পরবর্তী শুনানিতে আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যকে।

## রাজ্যসভায় ফের প্রার্থী ডেরেক-দোলা-সুখেন্দু শেখর

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাইঃ** দিন কয়েক বাদেই রাজ্যসভার নির্বাচন। তার আগেই রাজ্য থেকে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেস। এবারের রাজ্যসভার নির্বাচনে প্রার্থী হতে চলেছেন ডেরেক ও'ব্রায়েন, দোলা সেন, সুখেন্দুশেখর রায়। প্রার্থী হিসাবে নতুন তিনটি মুখও আনা হয়েছে রাজ্যের শাসক দলের তরফে। এবারে রাজ্যসভার প্রার্থী হতে চলেছেন তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্র সাকেত গোখলে, প্রকাশ চিক বরাইক ও সমিরুল ইসলাম। সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে রাজ্যসভার প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়। জুলাই ও আগস্ট মাসেই রাজ্যসভার একাধিক পদ ফাঁকা হচ্ছে। গুজরাট, গোয়া ও পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে মোট ১০টি আসন ফাঁকা হবে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই সবথেকে বেশি সংখ্যক আসন ফাঁকা হচ্ছে রাজ্যসভায়। এই আসনগুলিতেই আগামী ২৪ জুলাই নির্বাচন হতে চলেছে। সোমবার সকালে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে রাজ্যসভার প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়। জানানো হয়, রাজ্যসভার নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন ডেরেক ও'ব্রায়েন, দোলা সেন, সুখেন্দুশেখর রায়, সমিরুল ইসলাম, প্রকাশ চিক বরাইক ও সাকেত গোখলে।

## বেতন বাড়ছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাইঃ** মার্চের পরে মহার্ঘ ভাতা (ডিএ বা ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স) বাড়ানো হয়নি। তবে মূল্যবৃদ্ধির মধ্যেই এবার রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাড়াতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেই বেতন বৃদ্ধি অবশ্য প্রতি বছরই হয়ে থাকে। অর্থাৎ নতুন করে বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করা হচ্ছে না। প্রতিবার যে বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি পায়, সেটাই বাড়ানো হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে সরকারিভাবে আপাতত কোনও ঘোষণা করা না হলেও সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা যখন জুলাইয়ের বেতন পাবেন, তখন থেকেই বর্ধিত হারে তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে। তিন শতাংশ বাড়ানো হবে বেতন। অর্থাৎ শেষবার যত শতাংশ ডিএ বেড়েছিল রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের, সেই হারেই বাসরিক বেতন বাড়তে চলেছে। তবে তাতে লাভ হবে না অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারী বা পেনশনভোগীদের।

# রাজ্যে ৩৫৫ ধারা জারি হোক, চান শুভেন্দু

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ও নন্দীগ্রাম, ১০ জুলাইঃ** বাংলার বর্তমানে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে রাষ্ট্রপতি শাসন বা ৩৫৬ ধারা জারি হওয়ার জন্য যথেষ্ট বলেই মনে করছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে তিনি ৩৫৬ ধারা জারির পক্ষপাতী নন। বলছেন, ''বিজেপি ক্ষমতার জন্য লালায়িত নয়। আমরা নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমেই রাজ্যে পরিবর্তন আনতে চাই। তাই ৩৫৬ ধারা লাগানোর মতো পরিস্থিতি থাকলেও আমি ৩৫৬ ধারার কথা বলব না।'' সেক্ষেত্রে ৩৫৫ ধারা জারি করার পক্ষেই মত বিরোধী দলনেতার। আজ বিকেলের সাংবাদিক বৈঠকে দাবি তুললেন, ৩৫৫ ধারা লাগু করে রাজ্যের গ্রামীণ থানাগুলিকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর আওতায় যাতে অন্তত তিন মাস রাখা হয়। উল্লেখ্য, কেন্দ্রের তরফে সরাসরি ৩৫৫ ধারা লাগু করা যায় না। সেক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশের প্রেক্ষিতে, কিংবা রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুরোধের প্রেক্ষিতে অথবা রাজ্যপাল এই বিষয়ে পদক্ষেপ করতে পারেন। সেই কথা উল্লেখ করে, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস যাতে ৩৫৫ ধারা জারি করার কথা বিবেচনা করেন, সেই অনুরোধও করেন শুভেন্দু। রাজ্যপালের কাছে তাঁর আবেদন, ''৩৫৫ ধারা লাগিয়ে মৃত্যু মিছিল বন্ধ করুন।'' রাজ্যপালের গত কয়েকদিনের উদ্যোগের প্রশংসাও করতে দেখা গেল বিরোধী দলনেতাকে। বললেন, ''রাজ্যপাল চেষ্টা করছেন কমিশন ও রাজ্য সরকারের বিবেককে জাগ্রত করতে।'' প্রসঙ্গত, রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট শেষ হওয়ার পর হঠাৎই দিল্লি গিয়েছেন বাংলার সাংবিধানিক প্রধান সিভি আনন্দ বোস। বলেছেন, তিনি 'ফ্রেশ এয়ার' নেওয়ার জন্য দিল্লিতে গিয়েছেন।

ভোটের পরই রাজ্যপালের এই দিল্লিযাত্রা ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে বঙ্গ রাজনীতির অন্দরমহলে। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে তাঁর বৈঠকের সম্ভাবনা ঘিরে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। আর এরই মধ্যে শুভেন্দুর এই দাবি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। অন্যদিকে পুনর্নির্বাচনের দিন নন্দীগ্রামে ভোটারদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ভোটারদের হাতে ভোটের কালি দেখে শুভেন্দুর কটাক্ষ, ভোটের এই কালিতেও কমিশন নেওয়া হয়েছে! আক্রমণ শানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। শুভেন্দুর সংযোজন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, পুকুরে ব্যালট ফেলে দাও। ওরা ফেলে দিয়েছিল। আজ বাধ্য হচ্ছে ভোট করাতে। শুভেন্দু নন্দীগ্রামে সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, ময়নায় বুথ গুলোতে ভোট করার দরকার ছিল না। এই গুলো সঞ্জয় বনসল লিস্টটা দিয়েছে রাজীব সিনহাকে। শুভেন্দু বলেন, ''হাইকোর্ট সিসিটিভি লাগাতে বলেছিল। যে বুথ গুলোতে ছাপ্পা মেরেছিল, সেই বুথ গুলোতে সিসিটিভি ওরা ঘুরিয়ে দিয়েছে।'' নিজের জেলায় দাঁড়িয়ে শুভেন্দু বলেন, ''ওরা বোমা ফাটালে আমাদের লোক পুষ্প বৃষ্টি করবে। পথ দেখাবে মেদিনীপুর। সব দল এক হয়ে কাল তমলুকে প্রতিবাদ করছে।'' তবে, নন্দীগ্রামে সিপিআইএম বিরোধী নয়, বিজেপি বিরোধী বলে দাবি রাজ্যের বিরোধী দলনেতার। শুভেন্দুর সংযোজন, রাজীব সিনহা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন। সঞ্জয় বনসল পত্রবাহকের কাজ করছেন। আগামীকাল কোর্টে কেস আছে। আজ আমাদের লিগ্যাল সেলের সঙ্গে বৈঠক আছে বিকেলে। আমি যাবো বৈঠক করতে। যে বুথে চুরি করেছে, সেই বুথে তো পুনর্নির্বাচন হবেই।

## বেলারুশে রাশিয়ান যোদ্ধাদের তপরতায় পূর্ব সীমান্তে সেনা মোতায়েন পোল্যান্ডের

ওয়ারশ, ১০ জুলাই ঃ প্রতিবেশী দেশ বেলারুশে রাশিয়ার ওয়াগনার যোদ্ধাদের উপস্থিতিতে উদ্বিগ্ন পোল্যান্ড। নিরাপত্তার স্বার্থে দেশের পূর্ব সীমান্তে এক হাজারের বেশি সেনা মোতায়েনের কাজ শুরু করেছে পোল্যান্ড ।পোল্যান্ডের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মারিউজ ব্লাসজাক এক টুইটার পোস্টে লিখেছেন, ১২ ও ১৭ ম্যাকানাইজড ব্রিগেডের এক হাজার সেনা ও প্রায় ২০০ ইউনিট অস্ত্রসস্ত্র দেশের পূর্ব সীমান্তে পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, সীমান্তে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করার যেকোনও প্রচেষ্টা প্রতিহত করার প্রস্তুতি হিসেবে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।পোলিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়াগনার যোদ্ধাদের নাম সরাসরি উল্লেখ না করলেও পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো বেলারুশে তাদের উপস্থিতিকে এই পদক্ষেপের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছে।পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ম্যাতেউজ মোরাউয়িকি গত সপ্তাহে বলেছিলেন, তার দেশে মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোটের পরমাণু অস্ত্র মোতায়েনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। রাশিয়ার পক্ষ থেকে আসা হুমকি মোকাবিলা করতে এ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

## মণিপুরে অব্যাহত গোলাগুলি, হত এক ও আহত কয়েকজন

ইমফল, ১০ জুলাইঃমণিপুরে অব্যাহত বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনা। ফের গোলাগুলির ঘটনায় একজনের মৃত্যু ও কয়েকজন আহত হয়েছেন। ঘটনা ইমফল পশ্চিম ও কাংপোকপি জেলার সীমান্তবর্তী দুটি গ্রামে সংগঠিত হয়েছে।প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গত রবিবার মধ্য রাত থেকে ইমফল পশ্চিম ও কাংপোকপি জেলার সীমান্তবর্তী ফায়েং এবং সিংদা গ্রামে লাগাতার গুলিবর্ষণ শুরু হয়। সংঘর্ষের খবর পেয়ে দুটি গ্রামে পাঠানো হয় আসাম রাইফেলস-এর অতিরিক্ত বাহিনী। আসাম রাইফেলস-এর কড়া পদক্ষেপে আজ সোমবার ভোরের দিকে গুলি বর্ষণ বন্ধ হয়েছে। প্রতিপক্ষ দুই সম্প্রদায়ের উভয় পক্ষের গুলি বিনিময়ের ঘটনায় একজন নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন।তবে স্থানীয় সূত্রের জানা গেছে, আসাম রাইফেলস অবস্থান করলেও আজ ১০ জুলাই সকালের দিকে সিংদা গ্রামের পাহাড়ের দিকে আবারও বিনা প্ররোচনায় গুলিবর্ষণ হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, সিংদা পাহাড়ের দিকে গুলি বর্ষণে আরও হতাহতের খবর পাওয়া যেতে পারে। এদিকে সেনা ও পুলিশ এলাকায় তালাশি অভিযান চালিয়েছে বলে জানা গেছে।

## জাপানে প্রবল বর্ষণে জনজীবন বিপর্যস্ত হতাহত ৪, গঠিত টাস্ক ফোর্স

টোকিও, ১০ জুলাই ঃ জাপানে প্রবল বর্ষণে জনজীবন বিপর্যস্ত। দক্ষিণ-পশ্চিম জাপানে ভূমিধস এবং বৃষ্টিপাত জনিত কারণে অন্তত একজনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ ৬ জন। নিহত এক ৭৭ বছরের বৃদ্ধা ফুকো উৎকার বাসিন্দা। কিউসু দ্বীপের কয়েক হাজার মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।নিচু এলাকার বাসিন্দাদের অবিলম্বে সুরক্ষিত স্থানে সরে যেতে বলেছে আবহাওয়া দফতর। ফুকো উকা এবং ওইটা প্রদেশে অতি প্রবল বর্ষণের সবোর্চ্চ সতর্কতা জারি রয়েছে। বৃষ্টিজনিত ক্ষয়ক্ষতির ওপর নজর রাখতে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর একটি ‘ ফোর্স’ গঠন করেছে।

## জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা ও কিশতওয়ারে জোড়া ভূমিকম্প, ফাটল ধরল কয়েকটি বাড়িতে

শ্রীনগর, ১০ জুলাই ঃ জোড়া ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা ও কিশতওয়ার জেলা। সোমবার সকালে জোড়া ভূমিকম্পের পর দুই জেলায় কয়েকটি বাড়িতে ফাটল ধরে যায়। যদিও, হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ভূমিকম্পের তীব্রতায় বেশ কিছু বাড়িতে হালকা ফাটল ধরেছে।সোমবার সকাল ৫.৩৮ মিনিট নাগাদ কিশতওয়ার থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে ৪.৭ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ওই একই সময়ে ডোডা থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে ৪.৯ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। জোড়া ভূমিকম্পে দুই জেলার মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, কিশতওয়ার এবং এর আশেপাশের এলাকা জুড়ে কম্পন অনুভূত হয়েছে, অনেক বাড়ি-ঘরে প্রভাব দেখা গিয়েছে।

# ভারতের মহাকাশ সংক্রান্ত স্টার্ট-আপ সংস্থাগুলি আন্তর্জাতিক স্তরে বাজারের অনুসন্ধান করছে

নতুন দিল্লি,১০ জুলাইঃভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রের স্টার্ট-আপ সংস্থাগুলি কৃত্রিম উপগ্রহের জ্বালানী সরবরাহ করা অথবা বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতির নজরদারী চালানোর মতো বিভিন্ন কাজে উদ্যোগী হয়েছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার বিষয়ে এই সংস্থাগুলি উদ্যোগী হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজার ধরতে তারা বিভিন্ন দিক বিবেচনা করছে।আর্টেমিস চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে ভারত, মহাকাশ ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তর সহ নানা ধরনের ব্যবসা বাণিজ্যে উদ্যোগী হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক মার্কিন সফর ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থাগুলির জন্য বিপুল সুযোগ নিয়ে এসেছে বলে শিল্প সংস্থাগুলি মনে করে।২০২০ সালে ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করা হয়। রকেট এবং কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি, নভোচারীদের প্রশিক্ষণ এবং মহাকাশ পর্যটনের সম্ভাবনাকে ক্ষতিয়ে দেখতে দেশের ১৫০টি নতুন উদ্যোগ বা স্টার্ট-আপ সংস্থা সচেষ্ট হচ্ছে।মনস্তু স্পেসের সহপ্রতিষ্ঠাতা তুষার যাধব মনে করেন, ১০ থেকে ১৫ বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশ বা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে চাইতো না। এখন আমরা নতুন নতুন ক্ষেত্রগুলিতে তাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করার কথা ভাবছি, যা অত্যন্ত ইতিবাচক। মুম্বাই ভিত্তিক এই সংস্থাটি পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে কৃত্রিম উপগ্রহ পরিচালনা করার কৌশল নিয়ে কাজ করছে। আগামী দিনগুলিতে এরা পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপন চালাবে। কক্ষপথে থাকা কৃত্রিম উপগ্রহের জ্বালানী ভরার জন্য এই সংস্থা একটি জ্বালানী কেন্দ্র গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে। এর ফলে জ্বালানী শেষ হয়ে গেলে কৃত্রিম উপগ্রহের অকেজো হয়ে পড়ার সমস্যা দূর হবে।ভারতীয় মহাকাশ সংগঠনের মহানির্দেশক, লেফটেন্যাঃট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) এ কে ভাট বলেন, মহাকাশ ক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রযুক্তিকে দু-ভাবে কাজে লাগানো যায়। এর মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়াকে আরো সহজ করে তোলার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।গত নভেম্বরে হায়দ্রাবাদ ভিত্তিক স্কাইরুট অ্যারোস্পেস বিক্রম - এস রকেট উৎক্ষেপন করে মহাকাশ জগতে নতুন এক ইতিহাস রচনা করেছে। চার বছর আগে গড়ে ওঠা এই সংস্থা ভারতে প্রথম বেসরকারীভাবে মহাকাশে রকেট পাঠানোর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করলো। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার প্রাক্তন বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়াররা স্কাইরুট সংস্থাকে গড়ে তোলেন। বর্তমানে এখানে তিন রকমের বিক্রম সিরিজের রকেট তৈরি করা হচ্ছে, যার সাহায্যে ছোট আকৃতির কৃত্রিম উপগ্রহকে তার কক্ষপথে স্থাপন করা যাবে।ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্পেস প্রমোশন অ্যান্ড অথোরাইজেশন সেন্টার বা ইন-স্পেস চেয়ারম্যান পবন গোয়েঙ্কা জানান, বেসরকারী সংস্থাগুলি যে কাজ করছে, তা ইসরোর থেকে আলাদা। স্কাইরুট এবং অগ্নিকুল্ত্র উৎক্ষেপন সংক্রান্ত যে ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করেছে, তার মধ্যে নতুনত্ব আছে। কৃত্রিম উপগ্রহ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত আধুনিক।গত বছর চেন্নাই ভিত্তিক অগ্নিকুল কসমস, শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্রে তার নিজস্ব লঞ্চপ্যাড তৈরি করেছে। ইসরো এখান থেকে বিভিন্ন রকেট ও মহাকাশযান উৎক্ষেপন করছে।মহাকাশ প্রযুক্তি এবং মহাকাশ সংক্রান্ত তথ্যের চাহিদা ভারতে খুব কম থাকায় দেশীয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এখন তাদের পণ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে যাচ্ছে। গোয়েঙ্কা বলেন, এই সব সংস্থাগুলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য পাচ্ছে। সরকারী সংস্থাগুলির থেকেও এই সব সংস্থা বিভিন্ন কাজের বরাত পাচ্ছে। গোয়েঙ্কা এই প্রসঙ্গে বেঙ্গালুরু ভিত্তিক পিক্সেলের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস ন্যাশনাল রিকনাইজেন্স অফিসের অত্যুধুনিক প্রযুক্তি সরবরাহের একটি চুক্তির কথা জানান। এর ফলে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পাওয়া অতিবর্ণালী চিত্র মার্কিন সংস্থাটিকে পিক্সেল ৫ বছরের জন্য সরবরাহ করবে।ভারতের মহাকাশ অর্থনীতির পরিমাণ যথেষ্ট কম। ২০২০র হিসেব অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মহাকাশ অর্থনীতির মাত্র ২.১ শতাংশ ভারতের নিয়ন্ত্রণে - যার আর্থিক মূল্য ৯৬০ কোটি মার্কিন ডলার। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাত্র ০.৪ শতাংশ।কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ডা. জিতেন্দ্র সিং মনে করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অতীতের বেড়াজাল ভেঙ্গে মহাকাশ প্রযুক্তিকে বেসরকারী সংস্থার জন্য খুলে দিয়েছেন। মাত্র তিন বছরে ভারতের ১৫০টির বেশি মহাকাশ ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত স্টার্ট-আপ সংস্থা গড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের অবস্থান বর্তমানে স্বীকৃতি পাচ্ছে। মহাকাশ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সহযোগী হিসেবে বিবেচনা করে। অথচ আজ থেকে ৫০ বছর আগে সকল দেশকেই মহাকাশ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য নিতে হত।

## ২০২০ সালের পর সর্বনিম্ন কোভিড-সংক্রমণ ভারতে সক্রিয় রোগী কমে ১,৪৩১, থমকে গিয়েছে মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাইঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ কমতে কমতে একেবারে তলানিতে এসে পৌঁছেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ২৪ জন। যা ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসের পর থেকে সর্বনিম্ন। রবিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৪৩১-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১৩।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬১,২৫৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,০৯০ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৪৩,৯৩৬ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৯ জুলাই সারা দিনে ভারতে ২২,৪৫৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

## আকাশ পরিষ্কার আবহাওয়ার উন্নতি, বালতাল ও পহেলগাম উভয় রুটেই শুরু অমরনাথ যাত্রা

শ্রীনগর, ১০ জুলাই ঃ আকাশ একেবারে পরিষ্কার, উন্নতি হয়েছে আবহাওয়ার, থেমেছে বৃষ্টি। আবহাওয়া অনুকূল হতেই বালতাল ও পহেলগাম উভয় রুট থেকেই শুরু হয়েছে অমরনাথ যাত্রা। আবহাওয়া পরিষ্কার হওয়ার পর সোমবার সকাল ৬টা পর্যন্ত, প্রায় ১১ হাজার অমরনাথ তীর্থযাত্রীকে বালতাল থেকে পবিত্র গুহার উদ্দেশ্যে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে হেলিকপ্টার পরিষেবাও শুরু হয়েছে।খারাপ আবহাওয়ার কারণে বালতাল থেকে ৩-দিন স্থগিত ছিল অমরনাথ যাত্রা। আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ার পর সোমবার সকালে বালতাল থেকে শুরু হয়েছে অমরনাথ যাত্রা, মোট ১০,৭৬৭ জন অমরনাথ তীর্থযাত্রীকে পবিত্র গুহায় যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ১ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে অমরনাথ যাত্রা, ৬২-দিনের এই তীর্থযাত্রার সমাপ্তি ৩১ আগস্ট।এদিকে, কাশ্মীরের স্বাস্থ্য পরিষেবা ডিরেক্টরেট অমরনাথ যাত্রার জন্য একটি কন্ট্রোল রুম খুলেছে। ডিরেক্টর ডাঃ মুস্তাক আহমেদ রাঠের বলেছেন, মসৃণভাবে সমন্বয় করার জন্য আমরা এই কন্ট্রোল রুম খুলেছি। আমাদের ৬টি বেস হাসপাতাল, ১২টি জরুরি সহায়তা কেন্দ্র, ১১টি চিকিৎসা সহায়তা কেন্দ্র এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সুবিধা রয়েছে। রোগীদের চিকিৎসার জন্য সমস্ত সরঞ্জাম উপলব্ধ রয়েছে।

## রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পেশ করলেন এস জয়শঙ্কর, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জানালেন কৃতজ্ঞতা

গান্ধীনগর, ১০ জুলাই ঃ বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর সোমবার গুজরাটের গান্ধীনগর থেকে আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য তাঁর মনোনয়ন পেশ করেছেন। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ও অন্যান্যদের উপস্থিতিতে এদিন রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য তাঁর মনোনয়ন পেশ করেছেন এস জয়শঙ্কর। মনোনয়ন পেশ করার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিজেপি নেতৃত্ব ও গুজরাটের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন জয়শঙ্কর। মনোনয়নপত্র পেশ করার পর এস জয়শঙ্কর বলেছেন, প্রথমেই আমি প্রধানমন্ত্রী মোদী, বিজেপি নেতৃত্ব এবং গুজরাটের জনগণ এবং বিধায়কদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। চার বছর আগে আমি রাজ্যসভায় গুজরাটের প্রতিনিধিত্ব করার সম্মান পেয়েছিলাম। বিগত ৪ বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশে যে পরিবর্তন হয়েছে তার অংশ হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আমি আশা করি আগামী ৪ বছরে যে অগ্রগতি ঘটবে তাতেও অবদান রাখতে সক্ষম হব।উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশন গোয়া, গুজরাট ও পশ্চিমবঙ্গের ১০টি রাজ্যসভা আসনে আগামী ২৪ জুলাই রাজ্যসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছে। এই তিন রাজ্যের রাজ্যসভার ১০ জন সদস্য জুলাই ও আগস্ট মাসে অবসর নিচ্ছেন।

## দ্বীপপুঞ্জে যাওয়ার সময় নিখোঁজ ৩০০ অভিবাসী

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই ঃ সমুদ্রপথে স্পেনের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে যাওয়ার সময় ৩০০ অভিবাসী নিয়ে নিখোঁজ তিনটি নৌকা । অভিবাসী সহায়তা ও তাদের নিয়ে কাজ করা সংস্থা ওয়াকিং বর্ডারস রবিবার এ তথ্য জানিয়েছে। নিখোঁজরা সেনেগাল থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন।সংস্থার পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, নৌকাগুলোর মধ্যে দু'টি স্পেনে পৌঁছানোর চেষ্টায় সেনেগাল ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে ১৫ দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছে। এই দু'টি নৌকার একটিতে প্রায় ৬৫ জন লোক এবং অন্যটিতে ৫০ থেকে ৬০ জন আরোহী ছিলেনআজ.

# মনীশ সিসোদিয়ার জামিন-আর্জি শুনবে সুপ্রিম কোর্ট, ১৪ জুলাই শীর্ষ আদালতে শুনানি

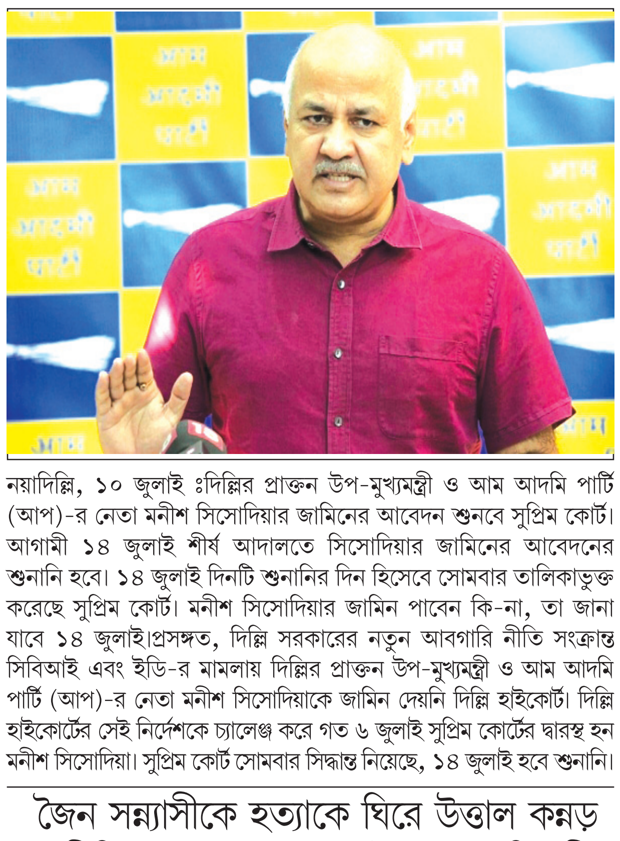

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই ঃদিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টি (আপ)-র নেতা মনীশ সিসোদিয়ার জামিনের আবেদন শুনবে সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ১৪ জুলাই শীর্ষ আদালতে সিসোদিয়ার জামিনের আবেদনের শুনানি হবে। ১৪ জুলাই দিনটি শুনানির দিন হিসেবে সোমবার তালিকাভুক্ত করেছে সুপ্রিম কোর্ট। মনীশ সিসোদিয়ার জামিন পাবেন কি-না, তা জানা যাবে ১৪ জুলাই।প্রসঙ্গত, দিল্লি সরকারের নতুন আবগারি নীতি সংক্রান্ত সিবিআই এবং ইডি-র মামলায় দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টি (আপ)-র নেতা মনীশ সিসোদিয়াকে জামিন দেয়নি দিল্লি হাইকোর্ট। দিল্লি হাইকোর্টের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে গত ৬ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন মনীশ সিসোদিয়া। সুপ্রিম কোর্ট সোমবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ১৪ জুলাই হবে শুনানি।

## জৈন সন্ন্যাসীকে হত্যাকে ঘিরে উত্তাল কন্নড় রাজনীতি, প্রহ্লাদ বললেন এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়

বেঙ্গালুরু, ১০ জুলাই ঃ জৈন সন্ন্যাসীকে হত্যাকে ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠল কন্নড় রাজনীতি। কর্ণাটক সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। আবার কর্ণাটকের মন্ত্রী প্রিয়ঙ্ক খাড়গে বলেছেন, জৈন সম্প্রদায় রাজ্য সরকারের তদন্তে সন্তুষ্ট। প্রসঙ্গত, অর্থ সংক্রান্ত বিরোধের কারণে দিগম্বর জৈন সন্ন্যাসীকে খুন করা হয়েছে কর্ণাটকে। এই ঘটনায় দু'জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বেলাগাভির নিখোঁজ সন্ন্যাসীর অনুসন্ধান শেষ হয় গত শনিবার, ওই দিন রায়বাগ তালুকের কটকাবাভিতে একটি মাঠে সন্ন্যাসীর দেহাংশ উদ্ধার হয়।এই হত্যার ঘটনায় সোমবার হাম্পিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী বলেছেন, এই হত্যার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। অভিযুক্তের নামও প্রাথমিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছিল না। তিনি (মৃত সন্ন্যাসী) কিছু আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে স্থানীয় লোকজনকে বিবৃতি দিতে বাধ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। মানুষ সন্দেহ করছে খুনিদের রক্ষা করা হচ্ছে। আমি মনে করি এটিই তোষণের রাজনীতি। চাপের মুখে সক্রিয় হয়ে ওঠে কর্ণাটক সরকার। এটা ভুল... খুনিদের কঠোরতম শাস্তি দেওয়া উচিত।কর্ণাটকের মন্ত্রী প্রিয়ঙ্ক খাড়গে বলেছেন, জৈন সম্প্রদায় রাজ্য সরকারের তদন্তে সন্তুষ্ট। তাঁর কথায়, স্বরাষ্ট্র দফতর যথেষ্ট সক্ষম, কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। বিজেপি যা খুশি দাবি করতে পারে। তদন্ত রিপোর্ট আসতে দিন, জৈন সম্প্রদায় সরকারের পাশে আছে, তাঁরা জানেন সরকারের কোনও বিদ্বেষপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল না এবং এটি একটি সম্প্রদায়গত সমস্যার পরিবর্তে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ববলে মনে হচ্ছে। যেহেতু বিজেপির কাছে কোনও ইস্যু নেই, তা এই বিষয়টিকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে।কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর বলেছেন, অবিলম্বে অপরাধীদের গ্রেফতার করে আইনি ব্যবস্থা নিতে পুলিশ কাজ করছে। আইনি প্রক্রিয়া একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বৈষম্যের প্রশ্নই আসে না। হুবলিতে জৈন সন্ন্যাসীরা উপবাস করছিলেন, আমি তাঁদের সাথে কথা বলেছিলাম। সিবিআই তদন্তের দাবি শুনে আমরা তাঁদের আশ্বাস দিতে এসেছি। আমাদের পুলিশ বিভাগ দক্ষ। সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার দরকার নেই।

## জলস্তর বেড়েই চলেছে যমুনায়, সতর্কতা জারি বৃষ্টি-বিপর্যস্ত রাজধানীতে

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই ঃ বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দিল্লিবাসীর ভোগান্তি আরও বাড়তে চলেছে, ক্রমেই জলস্তর বাড়ছে যমুনা নদীতে। সোমবার সকাল ৮টা নাগাদ পুরাতন রেলওয়ে সেতুতে (লোহা পুল) যমুনা নদীর জলস্তর ২০৩.৩৩ মিটার রেকর্ড করা হয়েছে। যা বিপদসীমা (২০৪.৫০ মিটার) থেকে খানিকটা কম। যমুনার জল আরও বৃদ্ধি পেলে বানভাসি হতে পারে রাজধানী দিল্লি। ইতিমধ্যেই সতর্কতা জারি করা হয়েছে বৃষ্টি-বিপর্যস্ত রাজধানীতে।সোমবার সকালেই হরিয়ানার হাতনিকুন্ড জলাধার থেকে ২.৭৯ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। দিল্লি প্রশাসন সূত্রে খবর, সাধারণত প্রতি দিন ৩৫২ কিউসেক জল ছাড়া হয় ওই বাঁধ থেকে। সেই জল দিল্লি এসে পৌঁছয় প্রায় দু'তিন দিন পর। কিন্তু গত কয়েক দিনের একটানা বর্ষণে জলাধারগুলিতেও জলের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরনো রেল সেতুর কাছে যমুনার জলস্তর বিপদসীমা ছুঁয়েছে। হরিয়ানা নতুন করে জল ছাড়লে বিপদ আরও বাড়তে পারে।বৃষ্টি পরিস্থিতি সম্পর্কে দিল্লির মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ বলেছেন, আমরা মনে করছি মঙ্গলবারের মধ্যে যমুনা নদীর জলস্তর ২০৪ মিটার ছাপিয়ে যাবে... সরকার সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেবে, যদি যমুনার জলস্তর ২০৫ মিটার অতিক্রম করে, আমরা আশেপাশের মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাব। সমস্ত আধিকারিকদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

## ভোট শেষ হতেই ফের বিমল বেসুরো

বাবুয়া দাসগুপ্ত, শিলিগুড়িঃ জোট নিয়ে ভোটে লড়ার পর অচিরেই ভেঙে গেল সেই জোট। একাকী ফের পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে ময়দানে নামার হুংকার ছাড়লেন গোর্খা জন মুক্তি মোর্চার তথা পাহাড়ের এককালীন বেতাজ বাদশা বিমল গুরুং, যদিও তার এই আন্দোলনের হুমকি পাহাড়বাসীর মনে খুব একটা দাগ না কাটলেও আসন্ন পর্যটন মরসুমে ফের উত্তাল হতে পারে পার্বত্য এলাকা আশঙ্কায় পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদের আতঙ্কিত করে তুলেছে, একসময় বিমলের নেতৃত্বে পাহাড় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। দাবি আদায় হয় নি, প্রচুর ব্যাবসায়িক ক্ষতি গুনতে হয়েছে বাণিজ্যিক মহলকে। এবছর আসন্ন পর্যটন মরসুমকে কেন্দ্র করে পাহাড়ে সর্বত্রই প্রায় বুকিং সম্পন্ন সে সময় মোর্চার হুমকি মানুষকে কিন্তু সিঁদুরে মেঘ দেখাচ্ছে।সদ্য সমাপ্ত ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির সাথে জোট বেঁধেছিল মোর্চা, ভোট পেরিয়ে যাওয়ার পরমুহূর্তেই শনিবার সেই সক্ষতা থেকে বেরিয়ে আসার ইঙ্গিত দিলেন বিমল। তার পরিষ্কার বক্তব্য এবার মূল দাবি গোর্খাল্যান্ড আদায়ের সময় হয়েছে এবং তা নিয়ে এগিয়ে যেতে চান তারা। তার বক্তব্য দার্জিলিংএর সাংসদ রাজু বিস্ট যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের কথা বলেছেন তা যেন দ্রুত হয়। লোকসভা নির্বাচনে ফের জোট নিয়ে ভাবা যাবে মন্তব্য করে তার স্পষ্ট কথা এখন মূল দাবি আদায়ের পথে চলতে হবে। এ বিষয়ে অবশ্য মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন বিজেপির পাহা।রে সভাপতি কল্যাণ দেওয়ান।পৃথক রাজ্য সম্ভব নয.তা কিন্তু অনেক আগে থেকেই বার্তা পেয়েছেন মোর্চা নেতৃত্ব, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা জিটিএ গঠন করে ২০১১ সালে পাহাড়ের উন্নয়নের জোয়ার আনবার প্রচেষ্টা করেছিলেন। সেই জিটিএর প্রধান করা হযেছিল বিমলকে কিন্তু সেই পথে না হেঁটে বিমলরা কয়েক বছরের মধ্যেই আলাদা রাজ্জের দাবি আদায়ের আন্দোলনে নেমে পড়ে। পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মমতা ব্যানার্জি সাফ জানিয়ে দেন কোনভাবেই ও দাবিকে মান্যতা দেওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু সেই বার্তাকে গুরুত্ব না দিয়ে পাহাড়ে রক্তক্ষয়ী আন্দলনে জরিয়ে পরে বিমল ও তার অনুগামীরা। একটানা প্রায় সত্তর দিন বনধের কবলে অবরুদ্ধ হয়ে যায় পাহা।। ঘিসিং জমানাকে ছাপিয়ে হিংসা গ্রাস করে পাহাড়ের আনাচে-কানাচে। আর সেই স্মৃতিকেই স্মরণ করে শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন রাজ্যের পর্যটন সাথে জড়িত সহস্রাধি মানুষ। এক হোটেল ম্যানেজার ঝন্টা দে বলেন পুজোর সময় থেকে প্রায.কালী পূজা অবধি সমস্ত ঘ। বুকিং হয়ে গেছে। এমন আন্দোলনের খবর পেয়ে অনেকেই পরিস্থিতি জানতে চাইছেন, ফের বন্ধ হবে নাতো প্রশ্ন সবার। যদিও বমলের বক্তব্যকে আমল দিতে চান নি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ শান্তা ছেত্রী, তিনি বলেন বিমলরা এসব দাবির কথা বলে আর পাহাড়ের মানুষকে সাথে নিতে পারবে না।

# মুষড়ে অধীর! মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ জয়ের আশা নেই বাম-কংগ্রেসের ! লোকসভা ভোটে অধীরের ‘ ভবিষ্যৎ’নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে !

রাজেন্দ্র নাথ দত্তঃমুর্শিদাবাদঃ সাগরদিঘি উপনির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী বাইরন বিশ্বাসের জয় তামাম বঙ্গ রাজনীতিকে আন্দোলিত করেছিল। ও-টু (অক্সিজেনের রাসায়নিক নাম) নার্সিংহোমের মালিক বাইরনের জয়ে ‘ ঘুরে দাঁড়ানো’র অক্সিজেন পেয়েছিল সিপিএম-কংগ্রেস। তাতে ভর করেই অধীর চৌধুরির জেলায় পঞ্চায়েত ভোটে ঝাঁপিয়েছিল ‘ শনিবার ভোট শেষ হয়েছে। কিন্তু রবিবার জেলার বাম-কংগ্রেস নেতাদের গলায় কোনও ঝাঁজ নেই। বরং ঘরোয়া আলোচনায় তাঁরা স্বীকারই করে নিচ্ছেন, জেলা পরিষদ জয়ের আশা দেখছেন না। এ দিক-ও দিক থেকে জেলা পরিষদের কিছু আসন বেরোতে পারে। তবে ৭৮ আসনের মধ্যে তা নেহাতই হাতেগোনা। মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের এক নেতা যেমন রবিবার বললেন,বেশ কিছু জায়গায় তৃণমূল ভোট করতে দেয়নি। তবে যে সমস্ত জায়গায় ভোট হয়েছে, সেখান থেকেও জেলায় রিপোর্ট আসেনি।'' এর অর্থ কী? ওই কংগ্রেস নেতার কথায়, ‘ স্তরে সংগঠনের যে ন্যূনতম শক্তি দরকার, তা গড়ে তোলা যায়নি।'' তবে পাশাপাশিই তাঁর এ-ও দাবি, অতীতের তুলনায় এ বার অনেক জায়গায় ‘ শাসকের সন্ত্রাস'-এর বিরুদ্ধে ‘ গড়ে তোলা গিয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলা সিপিএমের এক শীর্ষ নেতা আবার ভোটের দিন কংগ্রেসের ‘ নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। ‘ বিরুদ্ধে কিছুটা আক্রমণ শানিয়েই তিনি বলেন, ‘ তো ভোটের দিন ময়দানেই ছিল না! পালিয়ে গিয়েছিল। ওদের যেখানে শক্তি রয়েছে, সেখানে তো ওদের দেখাই যায়নি।'' কিন্তু তাঁরা কী করলেন? জবাবে তিনি বলেন, ‘ জায়গায় আমরা প্রতিরোধ গড়ে তেলার চেষ্টা করেছি। তার ফলও মিলেছে। তবে বেশির ভাগ জায়গাতেই তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।''অর্থাৎ, মুর্শিদাবাদের বাম এবং কংগ্রেস নেতারা কার্যত মেনেই নিচ্ছেন, বুথ স্তরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সমানে সমানে টক্কর দেওয়ার মতো মজবুত সংগঠন এখনও তাঁরা খাড়া করতে পারেননি। তবে প্রকাশ্যে জেলার বাম-কংগ্রেস নেতাদের বক্তব্য, হারার আগে হারবেন না।রাজনীতির কারবারিদের বক্তব্য, শনিবার ভোটপর্ব মেটার পর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরির কথাতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, নিজের জেলায় তিনি সে ভাবে ‘ করাতে' পারেননি। ভোটের পর তিনি সরাসরিই বলেছিলেন, ‘ (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়), আপনাকে অভিনন্দন। এই হিংসাত্মক পঞ্চায়েত ভোট আপনি জিতে গিয়েছেন।'' সেই সূত্রেই অনেকে আগামী লোকসভা ভোটে অধীরের ‘ নিয়েও খানিকটা উদ্বেগে। কারণ, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হলেও আসলে তাঁর ‘ চোখ' নিজের জেলা মুর্শিদাবাদ। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, বহরমপুর।জেলা কংগ্রেসের এক অধীর-ঘনিষ্ঠ নেতার কথায়, ‘ থেকে দাদার মেজাজ ঠিক নেই। কিছুটা মুষড়েই রয়েছেন।'' ২০১৯ সালের ভোটে অধীরকে বহরমপুরে হারাতে কার্যত আদাজল খেযে.নেমেছিল তৃণমূল। শুভেন্দু অধিকারীকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিল কালীঘাট। জেলার বাকি দু'টি লোকসভা কেন্দ্র মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুরে শুভেন্দু জোড়াফুল ফোটাতে পারলেও অধীর নিজের ‘ ধরে রেখেছিলেন। তবে ২০১৪-র তুলনায় তাঁর জয়ের ব্যবধান অনেকটাই কমে গিয়েছিল সে বার। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটেও বহরমপুর লোকসভার অন্তর্গত কয়েকটি বিধানসভায. থাবা বসিয়েছিল বিজেপি। অধীর শিবিরের অনেকের বক্তব্য, এ বার শুভেন্দু তৃণমূলে নেই। কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুরকে ‘ করেছেন। তাই চাপ কিছুটা বেশিই। পঞ্চায়েতে আশানুরূপ ফল না হলে তার অভিঘাত সংগঠনে পড়বে। তার প্রভাব পড়তে পারে লোকসভা ভোটে।বাম-কংগ্রেস নেতাদের কথা এবং গলার স্বরে যতটা হতাশা, তৃণমূল ততটাই উচ্ছ্বসিত। তৃণমূলের বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী শাওনি সিংহ রায় রবিবার বলেন, ‘ পরিষদ জয়ের ব্যাপারে আমরা ২০০ শতাংশ আশাবাদী। আমাদের লড়াইটা সিপিএম, কংগ্রেস বা বিজেপির সঙ্গে নয়। আমরা সাংগঠনিক ভাবে যে ফলাফল আশা করেছি, তা পেলাম কি না সেটাই আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ।''বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার মধ্যে জেলা পরিষদের ৪৭টি আসন রয়েছে। শাওনির দাবি, অন্তত ৪০টি আসন তৃণমূল জিতবে। সাগরদিঘির উপনির্বাচনকেও ‘ হিসেবেই দেখছে শাসক শিবির। জেলা তৃণমূলের এক শীর্ষনেতার কথায়, ‘ একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা। ওখানে বাইরন তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবে জিতেছিলেন। সেটাকে সার্বিক করে দেখা ঠিক হবে না। তবে ঠিক কী হবে, তা স্পষ্ট হতে হতে মঙ্গলবার রাত কাবার হয়ে যেতে পারে!''

## পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১১জুলাইঃমঙ্গলবার, ২৫ আষাঢ় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১১জুলাই ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৫ আষাঢ়মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৫ আষাঢ় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২০ আষাঢ়মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

## আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০৫এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮২শতকরা এবং ৪৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার । জোয়ার-সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে

## রাশিফল

**মেষরাশিঃ**অতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। শুভদিন
**বৃষভ রাশিঃ**আপনি অন্যদের সঙ্গে খুশি মুহূর্তের যেভাবে শেয়ার করেন সেইভাবেই স্বাস্থ্য বিকশিত
**মিথুন রাশিঃ**আপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। অর্থ ব্যয়।
**কর্কট রাশিঃ**ভাগ্যের ওপর নির্ভর করবেন না এবং স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা ভাগ্যের হাতে ছাড়বেন না যে ভাগ্যদেবী অলস বলে তা আপনার কোনোদিন হবে না।।
**সিংহ রাশিঃ**বন্ধুবান্ধবদের সাথে সন্ধ্যাযাপন সুখকর হবে কিন্তু যত্নশীল হোন কারণ অতিরিক্ত খাওয়া আপনার পরের সকালটি খারাপ করতে পারে। অর্থ ব্যয়
**কন্যা রাশিঃ**মেজাজের গোলমাল একটি বিতর্ক এবং বোঝাপড়ার দিকে এগোতে পারে। জীবনের অন্ধকার সময়ে অর্থ আপনাকে চালিয়ে যেতে সহায়তা করবে।।
**তুলা রাশিঃ**নিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু একই সময়ে এটিকে ভয়, ঘৃণা, হিংসা এবং প্রতিশোধের মত নেতিবাচক অনুভূতিগুলি ছাড়তে প্রস্তুত করে।
**বৃশ্চিক রাশিঃ**কিছু মানসিক চাপ থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে।
**ধনু রাশিঃ**যদি আপনি একটি দীর্ঘ যাত্রায় যাবার পরিকল্পনা করেন তাহলে আপনার স্বাস্থ্য এবং শক্তি সংরক্ষণের অভ্যাস অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। অর্থ ব্যয়।
**মকর রাশিঃ** সংসারে শান্তি হবে
**কুম্ভ রাশিঃ**সৃজনশীল কাজও আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে।
**মীন রাশিঃ**নিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু একই সময়ে এটিকে ভয়, ঘৃণা, হিংসা এবং প্রতিশোধের মত নেতিবাচক অনুভূতিগুলি ছাড়তে প্রস্তুত করে। দিকে কোন পুরনো বন্ধু আপনার বাড়িতে সৌজন্যমূলক দেখাসাক্ষা করতে আসবে। ভালোবাসার

# স্ট্রং রুম থেকে ব্যালট বক্স লুট করার জন্যই পাঁচিল ভাঙা হয়েছে, এই অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ হাওড়ার ডোমজুড়ে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ জুলাই ঃ ডোমজুড়ের আজাদ হিন্দ কলেজের গণনা কেন্দ্রের বাউন্ডারি ওয়াল ভাঙাকে ঘিরে রবিবার রাতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিরোধী দলের অভিযোগ সেখানে স্ট্রং রুম থেকে ব্যালট বক্স লুট করার জন্যই পাঁচিল ভাঙা হয়। অভিযোগ পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ এবং র‍্যাফ। রবিবার রাতে ওই কলেজের বাউন্ডারি ওয়ালের ভাঙা অংশ বিরোধী দলের কর্মীদের নজরে এলে গোটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবাদে সিপিএম, বিজেপি এবং নির্দল কর্মীরা রাতেই কলেজের সামনে তুমুল বিক্ষোভ দেখান। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ ও র‍্যাফ। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়। পরে খবর পেয়ে ছুটে আসেন ডোমজুড়ের বিডিও গার্গী দাস নিজেও। তিনি অবশ্য ব্যালট বক্স লুটের অভিযোগ অস্বীকার করেন। এই ঘটনা নিয়ে এদিন বামেদের তরফে মোহন্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে দেখি স্ট্রং রুমের পিছনের পাঁচিল ভাঙা। সেখানে সিসিটিভি কাজ করছে না সেটা খবর পাই। সেই ভিত্তিতে সেখানে ভেতরে ঢুকি। পরে বিডিওর সঙ্গে কথা হয়। ওনার বক্তব্য যেভাবে গণনা ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে এজেন্টদের ঢোকার জন্য পেছনের দিকের পাঁচিলটা ভাঙা হয়েছে। সেখান দিয়ে এজেন্টরা গণনাকেন্দ্রে যাবে। এটা তাঁর নির্দেশ ছিল বলে দাবি করেছেন। আমাদের বক্তব্য সারা দিন গেল, কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা না করে ভাঙা হল যতদিন ভোটের গণনা হয়েছে ততদিন এইভাবে কোনওদিন দেওয়াল ভাঙা হয়নি। আবার সন্ধেবেলায় কেন ভাঙা হল এটাই আমাদের প্রশ্ন। আমরা দাবি মেনে বিডিও ঘেরার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পেছনে আরও একটি গর্ত বন্ধ করা হয়েছে। গণনার দিন যে অংশ বন্ধ করা হয়েছে সেই অংশ খুলে দেওয়া হবে যাতে গণনার সময় এজেন্টরা ঢুকতে পারে। আপাতত অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়েছে পরবর্তীকালে আবার পেছনের অংশ ঘিরে দেওয়া হবে। এরকম আগে ঘটেনি। এর মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র আছে বলে মনে হয়। অন্যদিকে, এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বক্তব্য, তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোটে লুট করতে হয়না। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। সারা বাংলা জুড়ে রাম, বাম, কংগ্রেস, আইএসএফ মিলে সার্বিকভাবে মিথ্যাচার করছে। সেই মিথ্যাচার ডোমজুড়েও করতে চাইছে। বাংলায় যে উন্নয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ডোমজুড়ের মানুষ তৃণমূলে আছে, ছিল এবং থাকবে। আমরা ১১ তারিখ ব্যালট বাক্স খোলার অপেক্ষায়। আসলে বিরোধীদের শুধুই মিথ্যাচার। মানুষকে বিভ্রান্ত করা এবং বিভ্রান্তির ফেলার জন্য এমন কাজ করছে। বিরোধীরা রাজনৈতিক মাঠে নেই। এরা টিভি এবং অপপ্রচার করার জন্য আছে। এদিকে, ডোমজুড়ের ঘটনা নিয়ে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই বলেন, ডোমজুড়ের আজাদ হিন্দ কলেজে যেখানে স্ট্রং রুম করা হয়েছে সেখানে তার দেওয়াল ভেঙে সেখান থেকে ব্যালট বাক্স চুরি করার জন্য তৃণমূল লেগে পড়েছে। বিজেপি এর প্রতিবাদ করেছে। বিজেপি ওই জায়গায় দেখতে চাইছে তখন সেখানে যেতে দিচ্ছে না পুলিশ। এটা গণতন্ত্রের লজ্জা। এদিকে, এই ঘটনা নিয়ে ডোমজুড়ের বিডিও বলেন, স্ট্রং রুম থেকে যে ব্যালট বাক্স বের হয় তা সামনে থেকে। ব্যালট বাক্সের সঙ্গে যাতে কোনও রাজনৈতিক দলের এজেন্টদের ধাক্কা না লাগে সেই কারণে রাজনৈতিক দলের লোকেদের সেখানে আসতে দেওয়া যাবেনা। সেই কারণে সব সময় পেছনের দিক দিয়ে রাজনৈতিক দলের লোকেদের নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে ব্যালট বাক্স রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী আছে। যেখানে ভাঙা হয়েছে সেখান থেকে স্ট্রং রুম ১০০ মিটার দূরে। এটা একটা ভুল বার্তা গিয়েছে। ওখানে সকাল থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী আছে। গণনার সময় ১ কোম্পানি বাহিনী থাকবে। এখানে সকাল থেকে বিনা পরিচয়পত্র ছাড়া একজন শ্রমিককেও ঢুকতে দেওয়া হচ্ছেনা। এখন প্রতিটি রাজনৈতিক নেতাদের উপস্থিতিতে সেই গর্তগুলো সিল করে দেওয়া হচ্ছে। গণনার দিন সকালে তাঁদের উপস্থিতিতে সেই সিল খোলা হবে এবং সেখান দিয়ে এজেন্টদের নিয়ে যাওয়া হবে।

# বৃষ্টিহীন দক্ষিণবঙ্গে চড়ছে পারদ, তিলোত্তমার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পৌঁছল ৩০.০ ডিগ্রিতে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ বর্ষাকালেও বৃষ্টির দেখা মিলছে না কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বৃষ্টির পরিবর্তে বর্ষাকালেও গরমে ঘামছে তিলোত্তমা, অনুভূত হচ্ছে গুমোট ভাব ও অস্বস্তি। সোমবার সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ। কলকাতায় এদিন একধাক্কায় অনেকটাই বেড়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। কলকাতা ও সন্নিহিত এলাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে ৩০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। কোনও কোনও জেলায় হতে পারে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। মঙ্গলবারও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। আপাতত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনাও নেই। আগামী ২৪ ঘন্টায় কলকাতা ও আশপাশের এলাকার আকাশ সাধারণভাবে মেঘলা থাকার সম্ভাবনা। বৃষ্টি কিংবা বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে কোনও কোনও জায়গায়।

# নতুন রেশন কার্ডের জন্য এক কোটির ওপরে আবেদন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ রাজ্যে গত দুই হাজার একুশ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত নতুন রেশন কার্ডের জন্য এক কোটি ৩১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫৫৫ টি আবেদন জমা পড়েছে। এরমধ্যে এক কোটি ২২ লক্ষ ৮১ হাজার ৩১৫টি আবেদন অনুমোদন করা হয়েছে বলে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের তরফে সর্বশেষ বিবৃতিতে জানান হয়েছে। সাত লক্ষ ৮৮ হাজার ২৯টি আবেদন বাতিল করা হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে আট কোটি ৭৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩০৫টি রেশন কার্ড রয়েছে।

# বউভাত হচ্ছে না শ্রুতি-স্বর্ণেন্দুর, বিয়ের পরই বাপের বাড়িতে শ্রুতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ চুপি সারে বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন ছোট পর্দার অভিনেত্রী শ্রুতি দাস। বহুদিনের প্রেমিক তথা পরিচালক স্বর্ণেন্দু সমাদ্দারের সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন শ্রুতি । সোমবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় বিয়ের ছবি পোস্ট করে বিয়ের কথা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন শ্রুতি । কিন্তু কি কান্ড বিয়ে করতে না করতেই বাপের বাড়িতে ফিরলেন অভিনেত্রী। বহুদিনের প্রেম ছিল শ্রুতি স্বর্ণেন্দুর। নিজের প্রেমের কথা বারবার শিকার করেছেন অভিনেত্রী। কিন্তু বিয়েটা কবে করছেন সে কথা কাউকেই জানান নি তিনি। রবিবার রাতে আইনি বিয়ে সেরে সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন শ্রুতি-স্বর্ণেন্দু দুজনেই। হিসেব মতো সোমবারই শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার কথা শ্রুতির। কিন্তু শ্বশুর বাড়ি না গিয়ে বাপের বাড়িতেই থাকলেন শ্রুতি। কারন তাঁর নাকি বউভাত, কালরাত্রি কোনও নিয়মই পালন হচ্ছে না । এমনকী বিয়ের পর রীতি অনুযায়ী যেখানে শ্বশুরবাড়ি লক্ষ্মীর গৃহপ্রবেশ ঘটে, শ্রুতির ক্ষেত্রে তেমনটাও হয়নি। বিয়ে করেই শ্রুতি-স্বর্ণেন্দু যে যাঁর বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন।

# তৃণমূল প্রার্থীর মৃত্যুতে পুনঃ নির্বাচনে গ্রাম সভার ভোট বন্ধ

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১০ জুলাই ঃ সোমবার জয়নগর ২ নং ব্লকের ময়দা গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলা অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ৯৪, ৯৬ ও ৯৭ নং বুথে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে ভোট গ্রহন করা হয় সকাল থেকে। তবে ৯৬ নং বুথের তৃণমূল প্রার্থী কবিতা মন্ডলের রবিবার রাতে আকস্মিক মৃত্যু ঘটায় এই বুথের গ্রাম সভার ভোট গ্রহন বন্ধ রাখা হয় বলে এদিন জয়নগর ২ নং ব্লকের রিটানিং অফিসার মনোজিত বসু জানালেন। তবে এই বুথের পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ আসনে এদিন ভোট গ্রহন করা হয়। পাশাপাশি ৯৪ ও ৯৭ নং বুথের গ্রাম সভা,পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ আসনে এদিন ভোট গ্রহন করা হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ঘেরাটোপে এই কেন্দ্রে ভোট গ্রহন করা হয়। তবে এদিন বিকাল পর্যন্ত এখানে ভোটে কোন অশান্তির খবর নেই। শান্তি পূর্ণ ভাবে ভোট গ্রহন হয় এদিন এখানে বলে রিটানিং অফিসার সূত্রে জানা গেল।

# হুগলির ২৯ টি জায়গায় পুনরায় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১০ জুলাই ঃ শনিবার রাজ্য জুড়ে পঞ্চায়েত ভোট সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। এমনকি পঞ্চায়েত ভোটে মৃত্যু হয়েছে অনেকেরই। এবার পুনঃ নির্বাচনের জন্য রবিবারের রাজ্য নির্বাচন কমিশন সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছেন। যে সমস্ত জেলার বিভিন্ন বুথে অশান্তি হয় সেই জায়গাটি আবারও ভোট হবে। ইতিমধ্যে সোমবার সকাল থেকেই শুরু হয় আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে। সোমবার হুগলির ২৯ টি জায়গায় পুনরায় নির্বাচন হয়। তার মধ্যে প্রায় ২৮ টি বুথই আরামবাগ মহকুমায়। জানা যায় গোঘাট ১ ও গোঘাট ২ নম্বর ব্লকের পাঁচটি বুথে, আরামবাগ ব্লকের ৬টি বুথে, খানাকুল দু'নম্বর ব্লকের ১৪ টি এবং পুড়শুড়া ৩টি বুথে ফের পঞ্চায়েত ভোটে নির্বাচন হয়। সকাল থেকেই সাধারণ মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য আস্তে আস্তে বুথে বুথে ভিড় জমান। উল্লেখ্য, রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোট শনিবার সকাল থেকে নির্বিঘ্নে শুরু হলেও ধীরে ধীরে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অশান্তি চরমে ওঠে। আরামবাগের আরান্ডিতে বোমা এবং গুলির আঘাতে জখম হন দুজন, খানাকুলের গুলি বিদ্ধ হয় তিন। এছাড়াও এই বুথগুলিতে ব্যালট বক্স ভেঙে এবং জলে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠে আসে। তাই আবারও শুরু হলো মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে পুনঃ নির্বাচন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ফের ভোট দেওয়ার জন্য লাইনে দিয়েছি। রাজ্যজুড়ে এবং এখানে যা অশান্তির ঘটনা ঘটেছে তা আতঙ্ক কাটেনি বলে জানান। কিন্তু ভোট দিতে এসে দেখি কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই চালাচ্ছে প্রশাসন। তার জেরে হয়তো অশান্তির ঘটনা হবেনা মনে করছেন। কেউ কেউ বলছে যদি প্রথম থেকে এভাবে প্রশাসন দিত ভোট কেন্দ্রগুলিতে তাহলে হয়তো এই ঘটনা ঘটতো না রাজ্যজুড়ে।

# কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে পুনঃ নির্বাচন হল জয়নগরের ৫ টি বুথে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১০ জুলাই ঃ সোমবার কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য বাহিনী দিয়ে পুনর্নির্বাচন হয়ে গেল জয়নগর ১ নং ব্লকের বহড়ু ক্ষেএ পঞ্চায়েতের হাসিমপুর এফ পি স্কুলে ৮০১,৮০২ ও ৮১ নং বুথে, তাজপুর মিঠানি এফ পি স্কুলের ৮৮ নং বুথে এবং রাজাপুর করাবেগ পঞ্চায়েতের বাটরা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫৬ নং বুথে।গত শনিবার এই সব বুথে বোমাবাজি ,ব্যালট বাক্স লুট,বুথ ভাঙচুর, পিসাইডিং অফিসারকে মারধর সহ গন্ডগোলের অভিযোগে ভোট প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। রবিবার এই ৫ টি বুথে পুনর্নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশন।আর অশান্তি এড়াতে তাই এবারে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বুথ কেন্দ্রে রেখে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ভোট নেওয়া হয়। জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জী, বারুইপুর এস ডি পি ও অতীশ বিশ্বাস সহ একাধিক পুলিশ কর্মীরা এদিন সকাল থেকে ভোট গ্রহন কেন্দ্রের নিরাপত্তার ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন।আর বুথে ভোটাররা ও অতি উৎসাহে আবার ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে নিজের ভোট নিজে দিয়ে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার সহায়তা করেন। আর মঙ্গলবার ফল ঘোষণা হবে এই সব আসনে।

# স্কুলছাত্রী ধর্ষন ও হত্যার প্রতিবাদে মিছিল

সুজন চক্রবর্তী, আসাম, ১০ জুলাই ঃ স্কুলছাত্রী ধর্ষন ও হত্যার প্রতিবাদে উত্তাল আসামরাজ্যের কাছাড় জেলার অরুণাবন্দ চা বাগান। সোমবার (১০ জুলাই ) বৃষ্টিস্নাত সকালে বাগানের নাগরিকদের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। মিছিলে বৃষ্টি উপেক্ষা করে পা মেলান সব বয়সের পুরুষ ও মহিলারা। হাতে প্লেকার্ড ও দোষীদের ফাঁসির দাবিতে স্লোগান দিয়ে বাগানের সব রাস্তা পরিক্রমা করে নাচঘরে গিয়ে মিছিল শেষ হয়। সেখানে একসভা ও অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে অংশগ্রহন করেন বাগানের পঞ্চায়েত মল্লিকা তাঁতী, চন্দন গোয়ালা, মন্টু তাঁতী, গৌতম গৌড়, মোহন রী, মনোজ রী, বাসন্তী গোয়ালা, সমাজকর্মী গোলক গোয়ালা সহ বিভিন্ন শ্রমিক ও স্থানীয় বাসিন্দারা। সংবাদমাধ্যমের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিবাদকারীরা বলেন, মোহনপুরের বর্ণিব্রিজ সহ কাছাড়ের ধলাইয়ে সম্প্রতি আরও দুইটি ছাত্রীকে অত্যাচারের নিন্দা জানান। বর্ণিব্রিজ কান্ডের দোষীদের ফাঁসির দাবি তুলেন। তারা এ ব্যাপারে আসাম সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

# 'সমাজবিরোধী, গুন্ডা' বলে তৃণমূল কর্মীদের চিহ্নিত করলেন দিলীপ ঘোষ

## পাবলিক গাছে বেঁধে পিটিয়েছে', বক্তব্য দিলীপের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ ওরা সমাজবিরোধী। গুন্ডা। ওদের দিয়ে এরা ভোট করাত। এবার পারেনি। সোমবার প্রাতঃভ্রমণের সময় এই ভাষাতেই তৃণমূল কর্মীদের চিহ্নিত করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিন তাঁকে সাংবাদিকরা বলেন, বেনজির ভাবে এবার মৃতের তালিকায় শাসক দলের নাম বেশি। প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, ওদের লোক না। সাধারণ মানুষ এবার তৈরি ছিল। পাবলিক গাছে বেঁধে পিটিয়েছে। ফলে গুন্ডারা কেউ কেউ মারা গেছে। তৃণমূলের লোক মানে গুন্ডা। পুলিস আর গুন্ডা ছাড়া এখন তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে কেউ নেই। পুলিস চেষ্টা করছে এখনও। আজ সকালে জ্যাংড়া গিয়ে দেখুন। পুলিস রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। আর ভিতরে তৃণমূল দাঁড়িয়ে আছে। মিডিয়া ঢুকতে দিচ্ছে না। পুলিস প্রকাশ্যে বলছে, অন্য কেউ ভোট করবে না। শুধু তৃণমূল ভোট করবে। যেখানে মানুষ পেরেছে, গুন্ডাদের রুখে দিয়েছে। আগে দলের রাজ্য সভাপতি ছিলাম। তখন যা কাজ করতাম, এখন তার থেকে বেশি কাজ করি। সোমবার এই দাবি

করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সোমবার প্রাতঃভ্রমণের সময় তাঁকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, দলে কি এবার দিলীপ ঘোষের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বাড়বে? জবাবে তিনি বলেন, এখন আমি বেশি ঘুরি। বেশি মানুষের কাছে যাই। আমি ৬ মাস আগে থেকে পঞ্চায়েতের জন্য ঘুরেছি। পার্টি যদি আমাকে বলে, এই কাজ করতে হবে, আমি প্রস্তুত। পার্টিতে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয়না। কাজ করতে হবে জমিতে গিয়ে। আমরা অমিত শাহ কে দেখেছি যখন তিনি সভাপতি ছিলেন। তিনি ব্লকে মণ্ডলে গিয়ে গিয়ে মিটিং করতেন। তার ফলে সাড়া দেশে আজ পার্টি পৌছে গেছে। এটাই মূল কাজ। সংবাদিকরা তাঁকে বলেন, এবার বিজেপি ভালোই মারপিট করেছে। প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, কোথাও যদি করে থাকে, ঠিকই আছে। প্রতিরোধ করেছে। যেখানে শক্তি দেখাতে এসেছিল, আমরা আটকেছি। মানুষ তাড়া করেছে। কিন্তু পুলিস এসে আমাদের বাধা দিয়েছে। মজার ব্যাপার, সাধারণ মানুষ মার খায়। আর তারা যখন প্রতিবাদ করে, তখন পুলিস তাদের ওপরেই লাঠি চালায় আর গ্রেফতার করে। গুণ্ডারা লুঠপাট করে খুন খারাপি করে চলে যায়, তাদের কেউ আটকায় না।

# অসহায় পরিবারের মুখে হাসি ফোটালো ডানকুনি আমরা সবাই ফাউন্ডেশন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১০ জুলাই ঃ কথায় আছে কন্যাদান বড় দান। এবার একই সাথে একই দিনে দুটি অসহায় পরিবারের মুখে হাসি হাসি

ফোটালো ডানকুনি আমরা সবাই ফাউন্ডেশন। ধনিয়াখালি দশঘড়া এলাকার। এসমতারা খাতুনের পাশে দাঁড়িয়েছে ডানকুনির আমরা সবাই ফাউন্ডেশন , সিঙ্গুর বিধানসভার বড়া অঞ্চলের। বুড়ো দামনতলা এলাকার বাসিন্দা। মোকসেদ মল্লিকের মেয়ে তাসলিমা খাতুনের বিবাহের সমস্ত রকম আয়োজন করলেন আমরা সবাই ফাউন্ডেশন। তাসলিমার বাবা মোকসেদ পেশায় রাজমিস্ত্রি কোনরকমে চলে সংসার কিন্তু তিনি চিন্তায় ছিলেন এই অভাবের সংসারে মেয়েকে বিয়ে দেবেন কি করে , মেয়েকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করলেও মেয়ের সংসার নিশ্চিত করতে এক প্রকার চিন্তায় পড়েছিলেন বাবা মাকসুদ, কথায় আছে না যার কেউ নেই তার ভগবান,আল্লাহ আছে। উপরওয়ালার মতোই তার পাশের এসে দাঁড়ালেন। ডানকুনির আমরা সবাই ফাউন্ডেশন। এবং নিসার আলী মল্লিক। বিয়ের খরচ থেকে শুরু করে খাওয়া দাওয়ার খরচা। এমন কি বিয়ের আংটিও তুলে দিলেন মেয়ের বাবার হাতে নিসার আলী মল্লিক। আমরা সবাই ফাউন্ডেশনকে পাশে পেয়ে চোখের জল কে আর ধরে রাখতে পারলেন না মেয়ের বাবারা। তারা জানালেন কিভাবে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো, তাদেরকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার কাছে নেই, কথা বলার ভাষাও তারা হারিয়ে ফেলেছেন একদিকে খুশি এবং অন্যদিকে কন্যা বিদায়ের বুকফাটা যন্ত্রণা,চোখ দিয়ে শুধু পড়ছে অঝরে জল। তিনি জানালেন এরকম ভাবেই তারা অসহায়, এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে, আমরা সবাই ফাউন্ডেশন এর অন্যতম মেম্বার। নিসার আলী মল্লিক জানালেন। আজকেই শুধু নয় এই নিয়ে। ১৮টা কন্যা দান করলাম। দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমরাও সকলে ভীষণ খুশি। তিনি জানান আমারও বাড়িতে মেয়ে আছে। আমি একজনের বাবা। এই যে ১৮ টা মেয়ের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি। এর থেকে বড় আনন্দের আর কিছু হতে পারে না। আগামী দিনে আরো মেয়ের পাশে দাঁড়াতে চাই। আরো কন্যা দান করতে চাই। এভাবেই এগিয়ে চলুক আমাদের সংগঠন এবং সমাজের স্বার্থে উন্নয়নের স্বার্থে অসহায় দরিদ্র মানুষের পাশে আমরা সারা জীবন থাকবো এই অঙ্গীকার নিয়েই আমরা কন্যাদান করে চলেছি।

# উত্তরপাড়ায় অনুষ্ঠিত হলো ম্যাজিক কর্মশালা

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হুগলি, ১০ জুলাই ঃ পুরাকাল থেকে জাদু তথা ম্যাজিক প্রদর্শন সারা ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। আমরা যেমন সংগীত নাটক নৃত্য পরিবেশন দেখতে পাই তেমনি ম্যাজিক দেখার একটা আন্তরিক আগ্রহ আমাদের শিশু কিশোর ও বয়স্কদের মধ্যে সব সময় পরিলক্ষিত হয়। ছোটবেলায় আমরা বিদ্যালয়ে ম্যাজিক শো দেখতেও অভ্যস্ত ছিলাম। এমনকি বিদেশের মাটিতেও নামকরা ম্যাজিশিয়ানরা তাদের ম্যাজিকশো প্রদর্শন করে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন। সেই ম্যাজিক তথা জাদু প্রদর্শনের এক কর্মশালা আজ অনুষ্ঠিত হলো হুগলির উত্তরপাড়া গণভবনে। এই কর্মশালার উদ্যোক্তা বিজ্ঞান ভাবনা জাদুচক্র সংস্থা। জাতীয় পতাকা উত্তোলন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে এই কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়। এই সংস্থার কর্ণধার বিপ্লব চৌধুরী (ম্যাগনেট) জানান এটি দ্বিতীয় বার্ষিক ম্যাজিক শো বা যাদু কর্মশালা। তিনি জানান ম্যাজিকের মাধ্যমে কিভাবে মানুষের মনোরঞ্জন করা যায় এবং বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটানো যায় তার হাতে কলমে শিক্ষাদান

এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। তিনি বলেন এটি শুধু ম্যাজিক নয় এটি একটি বিজ্ঞান সাধনা এবং মানুষের মধ্যে কৌতুহল জাগ্রত করার একটি মাধ্যম। এই সংস্থার অন্যতম কর্ণধার প্রবীর সেনের অনুপ্রেরণায় এই কর্মশালাটি অন্য মাত্রা পায়। এই কর্মশালায় অভিজ্ঞ ম্যাজিশিয়ানরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ গণনাট্য সংস্থা ও সৃষ্টি সংস্থার পক্ষে অম্লান কুমার চৌধুরী ও মিন্টু দাস। আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে জানা যায় এই ম্যাজিক শো মানুষের মনোরঞ্জন করা শুধু নয়, বিশেষ সাধনার পথ এই ম্যাজিক শো, যা দেশ ও দশের থেকে শুরু করে পৃথিবীব্যাপী মানুষের মনোরঞ্জন করে চলেছে তাদের কৌতুহল ও অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করতে সাহায্য করে চলেছে। এই কর্মশালায় ম্যাজিক শো শুধু ছিল না উড়িষ্যা থেকে আগত ভারতনাট্যমের শিল্পীর নৃত্য সকলের মন জয় করে নেয়। সংগীত পরিবেশন করেন জোসনা সরকার ও প্রিয়াঙ্কা সেন। খুদে যাদুকর প্রিয়াঙ্কা সেনের ম্যাজিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠানকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্র ছাত্রীরা এই কর্মশালায় অংশ নেন। অনুষ্ঠান শেষে সকলকে অভিনন্দন জানান সংস্থার কর্ণধার বিপ্লব চৌধুরী।

# সিঙ্গুরে গণনাকেন্দ্রে ব্যালট বাক্সের মুখ খোলা দাবি মহঃ সেলিমের

বনস্পতি দে, সিঙ্গুর, ১০ জুলাই ঃ সিঙ্গুর ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, কাউন্টারে ভোট কর্মীদের থেকে ব্যালট বাক্স বুঝে নেবার সময় যে কাপড় দিয়ে মোড়া ছিল ব্যালট বাক্সে, সেটা খুলে গিয়েছিল। বাক্সের সিল কোনও রকম ভাবেই খোলা ছিল না বলে জানানো হয়েছে। গণনাকেন্দ্রে পৌঁছে গিয়েছে ব্যালট বাক্স। কিন্তু যে ব্যালট বাক্সের মুখ গালা দিয়ে সিল থাকার কথা তা রয়েছে খোলা। এ

নিয়েই প্রশ্নের মুখে পড়েছেন সেখানে কর্মরত সরকারি কর্মীরা। ঘটনার একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম। সেই ভিডিয়ো পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, সিঙ্গুর ডিসিআরসিতে জনগণ পাহাড়া দিচ্ছে। লুট এখনও হয়নি। সিল করা ব্যালট বাক্স খোলার চেষ্টা হাতে নাতে ধরা পড়েছে। পোলিং অফিসারের কাছে কোনও জবাব নেই। রুল বুক মেনে চলাক কথা বলা হয়েছে। নির্বাচনী আধিকারিকরা কেবল কালীঘাটের নির্দেশ মেনে চলে। সেলিমের পোস্ট করা ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, সিঙ্গুরের বোঁচিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কালিযাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছবি। সেখানে রাখা ব্যালট বাক্সের কাপড়ের মুখ খোলা। আর তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। কেন সেই বাক্সের কাপড়ের মুখ খোলা, তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছেন সেখানে কর্মরত সরকারি কর্মীরা। এ বিষয়ে সিপিআইএম হুগলি জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, রবিবার রাত ১১টা নাগাদ আমার ছিলাম ডিসিআরসি তে। তখন কালিযাড়া ৫৮ নম্বর স্টেশনের ব্যালট বাক্স কাউন্টারে আসে। এই বুথটিতে সিপিআইএমের শক্তি স্বাধীনতার সময় থেকে অটুট। কিন্তু আমরা দেখলাম এই ব্যালট বাক্সের উপরের কাপড়ের যে সিল তা কাটা হয়েছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলে পুনরায় সিল করা হয়। ওই সিপিএম নেতা আরও বলেছেন, নির্বাচনে জালিয়াতির কথা আমরা প্রথম থেকে বলে এসেছি। ভোটের পরও সেই চেষ্টা চলছে। কিন্তু আমরা অতন্দ্র প্রহরা দিচ্ছি। সিপিএমের এই অভিযোগকে সমর্থন করেছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বও। ঘটনার তদন্তও দাবি করেছেন, সিঙ্গুর বিধানসভার বিজেপি কনভেনার সুকান্ত বর্মণ। যদিও সিপিএম ও বিজেপির অভিযোগকে মিথ্যা বলেছেন সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি গোবিন্দ ধারা। তিনি বলেছেন, সোশ্যাল মিডিয়ার ভিডিয়োর বিষয়ে জানি না। যদি কিছু ভুল হয় তার জন্য কোনও রাজনৈতিক দল দাযী নয়। সেটা ভোট কর্মীদের বিষয়। সিঙ্গুরে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে। কোনও অশান্তি হয়নি। ভোটে সিপিএম, বিজেপির থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই তাদের পায়ের তলার মাটি নেই। সে কারণেই এ ধরনের অভিযোগ করছে। এ বিষয়ে সিঙ্গুর ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, কাউন্টারে ভোট কর্মীদের থেকে ব্যালট বাক্স বুঝে নেবার সময় যে কাপড় দিয়ে মোড়া ছিল ব্যালট বাক্সে, সেটা খুলে গিয়েছিল। বাক্সের সিল কোনও রকম ভাবেই খোলা ছিল না বলে জানানো হয়েছে।

# অমীমাংসিত কর সংক্রান্ত মামলায় সময়সীমা বৃদ্ধি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ রাজ্য সরকার বিভিন্ন শিল্প সংস্থার অমীমাংসিত কর সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা আরও একমাস বাড়িয়েছে। এই সময় ব্যবসায়ীরা বকেয়া কর, সুদ, পেনাল্টি, লেট ফি ইত্যাদি মামলা এককালীন নামমাত্র টাকায় মেটানোর সুযোগ পাবেন। আগে রাজ্য সরকার বিভিন্ন ট্রাইব্যুনাল বা কোর্টে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকা শিল্প সংস্থার অমীমাংসিত কর সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির জন্য ৩০ জুন পর্যন্ত সুযোগ দিয়েছিল। বিভিন্ন শিল্প সংগঠন ও বণিকসভার অনুরোধে সেই সময়সীমা ৩১ জুলাই পর্যন্ত বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে রাজ্যের অর্থ দফতর জানিয়েছে। চলতি বছর ১ এপ্রিল West Bengal Settlement of Disputes (SOD) Scheme, ২০২৩ নামে এই প্রকল্পটি চালু হয়। প্রথম আড়াই মাসেই ১২ হাজার সংস্থা এই প্রকল্পের সুযোগ নিয়েছে বলে অর্থ দফতর সূত্রে জানা গেছে। এই খাতে রাজ্যের আয় হয়েছে ১০০ কোটি টাকার বেশি।

# জগত্বল্লভপুরে উদ্ধার হলো তাজা বোমা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ জগত্বল্লভপুর বিধানসভা এলাকার পাতিহাল গ্রাম পঞ্চায়েতের ফটিকগাছি রোডে পাতিহাল ঘোড়ার পুকুর ধারে রবিবার রাতে ৩টি বোমা পুলিশ উদ্ধার করে। বোমাগুলো দেখতে পান এলাকার মানুষ। জগত্বল্লভপুর থানায় খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জগত্বল্লভপুর থানার পুলিশ। ৩টি তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ নিয়ে যায়। এই নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

# জাতীয় মৎস্য পালক দিবসে মৎস্য চাষিদের সম্মাননা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ ভারতবর্ষের নীল বিপ্লবের প্রধান অনুঘটকও প্রনোদিত প্রজননের বিপুল সাফল্যকে মান্যতা দিতে প্রতি বছর ১০ই জুলাই দিনটিকে সারা দেশে জাতীয় মৎস্য পালক দিবস হিসেবে উদযাপণ করা হয়। ১৯৫৭ সালের ১০ই জুলাই সিফ্রির তৎকালীন উড়িষ্যার আঙ্গুলে অবস্থিত আঞ্চলিক কেন্দ্রে প্রনোদিত প্রজনন পদ্ধতিকে সফল ভাবে প্রয়োগ করেন ড ঃ হীরালাল চৌধুরী ও ডঃ আলিকুনি। বর্তমানে, মৎস্য চাষ একটি দ্রুত বর্ধনশীল ক্ষেত্র, ২০২২সালে এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হারছিল বার্ষিক ৮.৯।অন্তর্স্থলীয় মৎস্য চাষের গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে সিফ্রি প্রতিবছরের ন্যায় ২০২৩ সালের ১০ইজুলাই দিনটিতে তাদের ব্যারাকপুর স্থিত মুখ্যকার্যালয়ে জাতীয় মৎস্য চাষী দিবস পালন করলো। এই উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের সফল তথা প্রগতিশীল ৯জন মৎস্যজীবীদের সম্মাননা জ্ঞাপন ও অন্যান্য মৎস্যচাষিদের উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়। পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে ৩জন মৎস্যচাষী ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে। এইদিনের অনুষ্ঠানটিতে ৯০জন মৎস্য জীবি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ

কে.কে.শর্মা, উপাচার্য, হিমালয়ানবিশ্ববিদ্যালয়, অরুণাচল প্রদেশ। অনুষ্ঠানের শুরুতেসংস্থারনির্দেশকডঃ বসন্তকুমার দাস নীল বিপ্লব বাস্তবায়নের তথা প্রনোদিত প্রজননের অন্যতম জনক বিজ্ঞানী ডঃ হীরালাল চৌধুরীর প্রতি মাল্যদানের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। এইদিনের অনুষ্ঠানে মৎস্যজীবী বিজ্ঞানী মুখোমুখি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে বিশেষজ্ঞরা অন্তর্স্থলীয় মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করেন ও সমাধানের উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এইবছর সিফ্রি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ৩০০০ মহিলা মৎস্যজীবীকে মাছচাষের সামগ্রী ও সেইসঙ্গে প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবন জীবিকার উন্নতিকল্পের লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করেছে। ডঃ দাস জানান, সিফ্রি উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে মৎস্যচাষের মাধ্যমে মৎস্যচাষিদের আয়কে দ্বিগুন করার লক্ষ্যে তথা প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বদ্ধপরিকর। মৎস্য গবেষণায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণাকেন্দ্র তাদের প্রচার ও প্রসার বিভাগের মাধ্যমে মৎস্যচাষীদের গবেষণা লব্ধ প্রযুক্তি পৌঁছে দিচ্ছে এবং তা স্বীকৃতির দাবি রাখে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

# দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২২১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৫ আষাঢ় ১৪৩০

## স্পর্শকাতর এলাকার তালিকা

**সম্পাদকীয় ১**

স্পর্শকাতর এলাকা তালিকা চেয়ে পাওয়া যায়নি বলে বিএসএফ থেকে বলা হয়েছে। খুবই শীঘ্রই ব্যাপারটা আদালতে উঠতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। বিএসএফ এবং কমিশন দ্বৈরথ যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় গিয়েছে। এদিকে আদালতে নির্দেশ ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করতে হবে এবং স্পর্শকাতর এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখতে হবে। কিন্তু প্রথা মেনে আগে থেকে কোনও তথ্য বা তালিকা দেওয়া হয়নি বিএসএফকে। তথ্য দেওয়ার যে দাবি করেছে নির্বাচন কমিশন তা খারিজ করে দিয়েছে বিএসএফ। আদালত থেকে বলা হয়েছিল নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে সময়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী সেভাবে নজরে পড়েনি। তার ফলে হিংসা বলতে গেলে সর্বত্র ছড়াতে শুরু করে। যেসব স্থানে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল সেখানে কিন্তু হিংসা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। এদিকে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ এবং রাজ্য কর্মচারি পরিষদ আদালতের দ্বারস্থ হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কমিশনের বিরুদ্ধে বিএসএফের অভিযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিএসএফের ডিআইজি এস এস গুলেরিয়া বলেছেন, সংবেদনশীল বুথগুলির তালিকা এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি। ৫ জুলাইয়ের পর বারবার চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং বৈঠকে তালিকা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তালিকা পাওয়া যায়নি। বলা হয়েছিল জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং পুলিশ কমিশনারেটরা বলে দেবেন কোথায় কোথায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। কিন্তু তার কোনও তালিকা পাওয়া যায়নি। নির্বাচন ঘোষণা শুরু হতেই কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে কমিশন গড়িমসি করতে শুরু করে দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনী ডাকা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মামলা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আদালতের কাছে ভর্ৎসনা পেয়ে কমিশন বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী ডাকে। কিন্তু কোথায় কত কেন্দ্রীয় বাহিনী যাবে তা নিয়ে কোনও স্পষ্ট তালিকা ছিল না। কেন্দ্রীয় বাহিনী জোগাড় করতে বেশ সময় লাগে। কিন্তু কমিশন শুধু সেই সময় পারটাকে করে দেওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করেছিল। তার ওপরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতে স্পর্শকাতর এলাকার তালিকা তুলে দেওয়া হয়নি। তার ফলে সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী যেতে পারে নি সেখানেই বেশি করে হিংসা ছড়াতে শুরু করে দিয়েছিল। এদিকে রাজ্যপাল আনন্দ বোস নয়াদিল্লিতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। ভোটদানকে গণতন্ত্রের পবিত্র দিন বলে তিনি আখ্যা দিয়েছিলেন। ভোটের দিন স্বয়ং রাজ্যপাল সরেজমিন করতে দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন বাংলার পঞ্চায়েত ভোট কীভাবে হয়। রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য করেছেন যা তিনি দেখেছেন তা খুবই বেদনাদায়ক। রক্তস্নাত পঞ্চায়েত নির্বাচন দেখে রাজ্যপাল বোস দিল্লিতে গিয়েছিলেন ভোট সংক্রান্ত তথ্য দিতে যা প্রতিটি রাজ্যপাল করে থাকেন। রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন দেখে খুবই নিরাশ হয়েছেন রাজ্যপাল। এদিকে বিরোধীরা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে কোথা গেল কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশন। তারা তো পশিচমবঙ্গের ভোটের হিংসার বলি নিয়ে তদন্ত করতে আসছে না। পশ্চিমবঙ্গে হিংসার রাজনীতি নিয়ে রাহুল গান্ধি মুখ বুজে রয়েছেন। তিনি একটি কথাও বলেননি। চুপ করে রয়েছেন। আসলে রাহুল তাঁর সাংসদের গদি হারিয়ে নিরাশ হয়ে পড়েছেন।

## পাকিস্তান প্রসঙ্গে ভারত-চিন

**সম্পাদকীয় ২**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, ‘আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, নিজেদের মধ্য মতবিরোধ রোধ করে কাশ্মীরকে আলোচ্য করে তুলব না।’ খুবই সত্য কথাটা এতদিন বাদে প্রকাশ পেয়েছে। ভারত এবং চিন কী নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে তাকে মেলে ধরাই হবে আলোচনার বিষয়বস্তু। কাশ্মীর নিয়ে চিন কোনও রকমভাবে আলোচনা করেনি। ভারতও কাশ্মীর নিয়ে চিন আলোচনা করুক সেটাও চায়নি। ফলে কাশ্মীর নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। কিন্তু এদিকে পাক জঙ্গিরা তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে কাশ্মীরে গ্রেনেড হামলা করছে। এদিকে প্রশাসন স্তরে বলা হয়েছে যে কাশ্মীরের মোবাইল পরিসেবা সকলের জন্য উন্মুক্ত। ফলে পকিস্তান এখন বেশ কোনঠাসা অবস্থায়। তারা কাশ্মীর নিয়ে আর কোনও বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না। কাশ্মীর নিয়ে কোনও কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে না। চিন যে যেখানে যেমন সেখানে তেমন সেই কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছে। তাতে ভারত বেশ কূটনীতির দিক দিয়ে মুশকিলে পড়ে গেলেও চিনের সঙ্গে এই মুহূর্তে সম্পর্ক নষ্ট করতে চাইছে না। ভারত-চিন সীমান্ত সমস্যা কিন্তু এখনও মেটেনি। সেটা সমাধান করতে চিন ও ভারত আগ্রহী হলেও বহু সমস্যা রয়েছে তার সঠিক সমাধান করতে। কাশ্মীরকে যেভাবে ভারত কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে নিতে চিনও বেশ মুশকিলে। তারা আর মানচিত্রে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অংশ বলে দেখাতে পারছে না। এমনকী চিন যে অংশতে আর্থিক করিডর তৈরি করেছে সেটাকে তাদের অংশ বলে গ্রহণ করতে পারছে না। মুশকিলের সমাধান করতেই এই চেন্নাই কানেক্ট আলোচনা সম্ভবত। ভারত ও চিন যদি পাশাপাশি থাকে তাহলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে কেউ নাক গলাতে পারবে না সেটা পরিস্কার। সেই কারণে চিন এবারে ভারতের সঙ্গে আলোচনা করার একটি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল। কাশ্মীর নিয়ে যখন ইউরোপের দেশগুলো নাক গলানোর চেষ্টা করছিল তখন কিন্তু ভারত যথেষ্ট কড়া মনোভাব দেখিয়ে সবাইকে প্রতিহত করেছে। এমনকী পাকিস্তান পর্যন্ত গলা উঁচু করে কোনও কথা বলতে পারেনি।

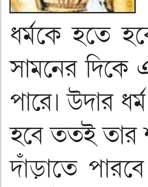

## ভগিনী নিবেদিতা ধর্মজ্ঞান

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, জলের অপর নাম জীবন। জল জীবন রক্ষা করে থাকে। আর ধর্ম রক্ষা করে থাকে একটি জাতিকে। একটি গোষ্ঠীকে। ধর্মকে হতে হবে নিরপেক্ষ। ধর্মকে হতে হবে উদার। উদার ধর্ম সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। উদার ধর্ম সর্বত্র বিকশিত হতে পারে। উদার ধর্ম সবার মনে স্থান গ্রহণ করতে পারে। ধর্ম যত উদার হবে ততই তার শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সেই শক্তির কাছে কেউই বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবে না। ধর্মকে উন্নত করতে হবে। যুক্তিবাদী ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিজের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে দেশ এগিয়ে চলতে থাকবে। দেশের মানুষ জাগতে থাকবে। মানব ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ধর্মকে সামনে রেখে যুক্তিবাদী জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে।

# ‘বাংলার বাঘ’ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

**রবীন্দ্র কুমার শীল**

( প্রথম পর্ব )

(বিপ্লবী রাসবিহারী বোসের জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর জাপানে পালিয়ে যাওয়ার পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে লেখা শেষ করে দিলাম। তারপরে তাঁর জাপানে থাকার সময়ে যেসব ঘটনা ঘটেছে তাতে বহু জল মেশানো আছে। ভারতের শেষ ভাইসয়র লর্ড মাউন্টব্যাটেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর বহু তথ্য নষ্ট করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে রাশিয়া, আমেরিকা এক হয়ে জার্মান এবং জাপানের বিরদ্ধে লড়াই করেছিল। তার ফলে ব্রিটিশদের চোখে জাপান শত্রু রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত। জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বোস। তিনি তখন ব্রিটিশদের কাছে একজন ফেরারি আসামি হিসাবে পরিগণিত। ব্রিটিশরা বারবার জাপান সরকারকে অনুরোধ করেছিল রাস বিহারী বোসকে তাদের হাতে তুলে দিতে। জাপান এবং ব্রিটিশ পুলিশ এক সময়ে জাপানের প্রতি স্থানে খানাতল্লাশি করেছিল রাসবিহারীর খোঁজ করতে। কিন্তু তাঁকে জাপান ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী গ্রেফতার করতে পারেনি। আত্মগোপন করেছিলেন রাসবিহারী। তারপরে জাপানি এক মহিলাকে বিবাহ করেন। এবং পরে তিনি জাপানের নাগরিকত্ব লাভ করেন। সে আর এক বিশাল কাহিনী। সেই সব কাহিনীর কথা বলতে গেলে একটি মহাভারত মতো বই রচিত হয়ে যাবে। রাসবিহারীর জাপান অধ্যায় লেখার ইচ্ছা পরে থাকলো। আপাতত রাসবিহারীর ভারত ত্যাগের মধ্যে দিয়ে লেখা সমাপ্ত করতে হচ্ছে। তার কারণ তাঁর একজন বিশ্বস্ত বাঙালি বিপ্লবী তাঁর বন্ধু যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যাকে আমরা ‘বাঘা যতীন’ বলে চিনি তিনি রয়েছেন যাঁর কথা আমাকে বলতে হবে। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রাসবিহারী যে সেনা অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সেখানে বাংলা থেকে সেই সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথা ভাবতের বিপ্লবী ইতিহাস থেকে একেবারে বাদ দেওয়া যাবে না। তাঁর কথা আমাকে বলতে হবে বিস্তারিতভাবে। সেই কারণে আজ থেকে শুরু হল বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ে জীবন দর্শন।)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রামী মানুষ। সরকারি রেডক বলছে তিনি ছিলেন ‘‘one of the most dengerous anarchists’’। তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন নদিয়ার কায়া গ্রামে ৮ ডিসেম্বর ১৮৮০ সালে মাতুলালয়ে। ছেটোবেলা কেটেছিল মামার বাড়িতে। তাঁর মামার নাম ছিল বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মামার বাড়ি ছিল কুষ্টিয়াতে। মামারা ছিলেন সেখানকার ধনী ব্যক্তি। জমিদার। মামার বাড়িতে বিশাল করে দুর্গা পুজো হতো। সেই পুজোর সয়ে তাঁর মামার বাড়িতে সমাজের বিশিষ্টজনের উপস্থিত থাকতেন। এবং গ্রামবাসীরা সেই পুজোয় অংশ গ্রহণ করতো। সেই সময়ে যেসব ছেলেদের সঙ্গে তিনি মিশেছিলেন পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তাঁরাই তাঁর বিপ্লবী আন্দোলনে সাথী হয়েছিলেন। ‘‘It is regrettable to note that the name of the hero of Balassore fame who died fighting in 1915 continues to be mispelt even this day. In most of the articles and biographical sketches about him the readers finds that his name has been spelt as Jatindra Nath Mukherjee. This is absolutely incorrect. His real name was Jyotindranath Mukherjee. The memorial dated September 2, 1911 submitted by him to Hardinge, Viceroy of Governor General of India, contained his autoraph signature revealing the above spelling. (Vide Home (Poll.) Deptt. Proceedings of the Government of India, September 1911, Nos. 124-125, Part B)’’। ছোটবেলায় তিনি পিতাকে হারান। তার ফলে তিনি মায়ের কাছেই মানুষ হতে থাকেন এবং সেই সময় থেকে তিনি মাতৃভক্তি এবং ভয়হীন মানসিকতা বহন করতে শুরু করেছিলেন। তিনি শারীরিক কসরৎ এবং খেলাধুলা বেশি পছন্দ করতেন। তরুণ বয়সে তিনি শরীর চর্চায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং দক্ষ সাঁতারু ছিলেন। তিনি আবার রোগীদের সেবা করতেন একেবারে নার্সদের মতো। তিনি কৃষ্ণনগর এভি স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন ১৮৯৮ সালে। কলকাতায় এসেছিলেন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে। কিন্তু কলকাতায় একজন শিক্ষাবিদ ক্ষুদিরাম বোসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল। তিনি একটি কলেজের প্রতিষ্ঠা অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই যতীন মুখার্জি বিপ্লবী আন্দোলনের আদর্শ গ্রহণ করলেন ‘‘do or die for the country’’ তার ফলে তিনি বিদ্যা শিক্ষাকে প্রাধান্য দিলেন না। বরং তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে শুরু করলেন। ১৯০৩ সালে আকস্মিকভাবে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ এবং যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (স্বামী নিরালম্ব) সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল শ্যামপুকুর স্ট্রিটে অবস্থিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের বাড়িতে। এই নিয়ে বিস্তারিতভাবে লেখা রয়েছে ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের বইতে ‘‘বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ’’ (১৯৪৭)। ললিত চ্যাট্টার্জি ছিলেন বাঘা যতীনের ছোট মামা। বিপ্লবী অরবিন্দ এবং যতীন ব্যানার্জির কাছ থেকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন বাঘা যতীন ‘‘purification by blood and fire” for Freedom’s battle’’ গীতা’র ‘নিষ্কাম কর্ম’কে চলার পথ হিসাবে গ্রহণ করলেন বাঘা যতীন। ভোলানাথ গিরি’র কাছ থেকে আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে চর্চা করতে শুরু করেন। তিনি আবার বিপ্লবী যতীনকে মাতৃভূমির হয়ে কাজ করতে উৎসাহিত করেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ এবং মা সারদা আদর্শের অনুরাগী ছিলেন। তার পরেই তিনি ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন যখন প্লেগ এবং মহামারি বাংলায় দেখা দিয়েছিল। বিখ্যাত কুস্তিগীর ক্ষেত্র চরণ গুহ (গহ) এর পুত্র অম্বিকা চরণ গুহ (গহ) কাছ থেকে কুস্তি শিক্ষা গ্রহণ করতে থকেন। অম্বিকা চরণ গুহ (গহ) স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে কুস্তিবিদ্যা লাভ করেছিলেন।

১৯০০ সালে যতীন তাঁর লেখাপড়াকে সমাপ্ত করে দিয়ে চাকরিতে প্রবেশ করলেন। প্রথমে একজন স্টেনোগ্রাফার হয়ে একচি বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করতে শুরু করেছিলেন। তারপরে মুজফফরপুরে ব্যারিস্টার কেনেডির স্টেনোগ্রাফার ছিলেন। ১১ আগস্ট ১৯০৩ সালে তিনি বাংলা সরকারের সচিবালয়ে টাইপিস্ট এর কাজ করতে শুরু করেছিলেন। ১৫ মে, ১৯০৪ সালে তিনি সরকারের ফিনান্সিয়াল বিভাগের সচিব এর স্টেনোগ্রাফার হন। তখন তাঁর মাইনে ছিল এক শত টাকা। ১৯০৭ সালে পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে ‘‘In 1907”, as the police reports tell us “he was sent to Darjeeling on some special work. From early youth he had had the reputation a local sandow and he soon attracted attention in Darjeeling in case in which, ture to his reputation as one of the earliest exponents of the physical force party, he tried to measure his strength with Europeans, In 1908 he was leader of one of several gnngs that had sprung up in Darjeeling, whose object was the spreading of disaffection, and with his associates he started a branch of Anusilan Samiti, called the “Bandhab Samity (vide the printed booklet connections with the Revolutionary Organisation

In Bihar And Orissa. 1906-16 (pp-100 published from Patna in 1917, with foreword by W. Sealy ( Bihar Sp. Branch), dated Patna, September 7, 1917)’’।

১৯০৮ সালে বাঘা যতীন দুইজন ব্রিটিশ সেনার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন শিলিগুড়ি রেল স্টেশনে। এই দুইজন ব্রিটিশ সেনা অফিসারের নাম ছিল ক্যাপ্টেন মারফি এবং লেফটেন্যান্ট সামারভিল। তার ফলে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল আদালতে ‘‘The Statesman, Janurary 28,1910.’’। পরে ব্রিটিশ সেনা অফিসার মামলা তুলে নিয়েছিলেন। তার ফলে তিনি মামলা থেকে রেহাই পান। তবে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন সেনাদের সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। তবে সেই সময়ে বাঘা যতীন বলেছিলেন তিনি কিন্তু কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারছেন না ভবিষ্যতে যদি কোনও রকমভাবে আত্মরক্ষার খাতিরে আত্ম প্রতিরোধ গড়ার ক্ষেত্রে এই রকম ঘটনা উপস্থিত হয়। ১৯০৮ সালে তাঁকে দার্জিলিং থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। গ্রেফতার হওয়ার আগে অবধি ২৭ জানুয়ারি ১৯১০ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতার অফিসে কাজ করেছেন। ১৯০৯ সালে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তিনি দার্জিলিংতে বাংলার সরকারের ফিন্যান্সিয়াল সচিবের অফিসের খাতায় ‘‘was at Darjeling and in attendance upon’’ স্বাক্ষর করেছিলেন। কলকাতায় থাকার সময়ে যতীন্দ্রনাথ মানিকতলা গার্ডেন হাউসের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হল। সেই সময় থেকে তিনি নিজের স্বাধীন মতের ওপরে বিশ্বাস করে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করতে শুরু করে বৈদেশিক শক্তির সাহায্য নিয়ে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে একটি বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হল ১৯০৮-১৯০৯ সাল পর্যন্ত। দেশের সব বিপ্লবী নেতারা তখন কারাগারে বন্দি। ব্রিটিশ সরকার বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গে যারাই লিপ্ত রয়েছেন তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে জেলে পুরতে শুরু করে দিয়েছে। কেউ কেউ আবার ব্রিটিশ পুলিশের ভয়ে আত্মগোপন করতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলার সশস্ত্র আন্দোলন থমকে গিয়েছে। ঠিক সেই সময়ে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে জোয়ার নিয়ে আসতে। তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আবার বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে চাঙ্গা করতে হাওড়া, নদিয়া, খুলনা, যশোর, রাজশাহী এবং ২৪ পগরনা সফর করতে শুরু করলেন। সেখানে ভেঙে যাওয়া গুপ্ত সমিতিতে চাঙ্গা করার পাশাপাশি নতুন গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলার চেষ্টা করতে শুরু করে দিলেন।

(ক্রমশ...)

# ‘গণপ্রহার বিল’ জরুরী পদক্ষেপ

**বিশেষ প্রতিনিধি**

চিকিৎসা বিজ্ঞানী বলছেন, গণপ্রহার এক ধরনের উন্নাসিকতারপ্রকাশ। এখন ধরনের উগ্র মানসিকতার প্রকাশ যা গোটা সমাজক গ্রাস করে ফেলে। মানুষের নাঃদনিক দিকগুলো একেবারে পুড়ে শেষ হয়ে যায়। এই ধরনের পাশবিক উগ্র মানসিকতা থেকে সমাজকে এবং রাষ্ট্রকে রক্ষা করা অবশ্যই উচিত। সেটা করবে কে? সেই সমস্যার সমাধান করতে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। সরকার এগিয়েছে বটে। কিন্তু সেই বিলটি বিধানসভায় পাশ হয়ে প্রাক্তন রাজ্যপালের কাছে গিয়েছিল। এই বিলের দুই রকম বয়ান। প্রাক্তন রাজ্যপাল তাতে সম্মতি দান করেননি। তিনি দুই রকম বয়ান হওয়ার কারণ জানার চেষ্টা করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ডেকে পাঠিয়ে তাদের কাছ থেকে এর কারণ জানার চেষ্টা করেন। সুত্র থেকে জানা গিয়েছে যে সরকার এটাকে দৃষ্টিভ্রম বলে ব্যাখ্যা দিয়েছে। প্রাক্তন রাজ্যপাল ধনকর এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। এই সব জটিল প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিলটি নিয়ে আর কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাননি। গণপ্রহার সংক্রান্ত বিলটি আইন পরিণত হওয়া এখন বিশ বাঁও জলে। গত বছরের আগস্ট মাসে ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রিভেনশন অব লঞ্চিং বিলটি বিধানসভায় পাশ করা হয়। বিশেষষ সূত্র থেকে বলা হয়েছে বিলটি নিয়ে বিরোধীরা অভিযোগ করা শুরু করেছিল। আর রাজ্য বলছে এটা দৃষ্টিভ্রম। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার তাদের স্পষ্ট ধারনা দিতে না পারলে প্রাক্তন রাজ্যপালের এই বিল সম্পর্কে করার কিছু নেই। প্রাক্তন রাজ্যপাল কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননি। বিলটি কেন এখন রাজ্যপালের সম্মতি পাওয়া যায়নি তার কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পারা গিয়েছে যে আগের বিলটির সাজা ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। কিন্তু পরে আর একটি বিল পাশ করা হয় বিধানসভায়। সেখানে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান দেওয়া হয় মৃত্যুদণ্ড। অথচ এর জন্য বিধানসভায় কোনও সংশোধনী দেওয়া হয়নি। ফলে বিরোধী দলের নেতারা এই বিষয়টি নিয়ে প্রাক্তন রাজপালের দৃষ্টি আকর্ষন করেছিলেন। তারা বলেছিলেন, এই বিলের বহু ত্রুটি রয়েছে। বিলটিকে এখনই কার্যকর করা উচিত নয়। এই বিলটি আবার বিধানসভায় ফিরে আসতে পারে। সংশোধনী পাশ করে বিলটিকে পুর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে রাজ্যপালের কাছে আবার পেশ করা হবে বলে জানতে পারা যায়। স্বরাষ্ট্র দফতর এখন এর দায় গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। তারা এই ভুলের দায় অন্য দফতরের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এর পরে প্রাক্তন রাজ্যপাল আইন দফতরের কাছ থেকে ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন। এই বিলকে আইনের পরিণত করা খুবই জরুরি। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। এদিকে দেশের শীর্ষ আদালত থেকে বরাবার চাপ দেওয়া হয়েছে গণপিটুনি প্রতিরোধ বিল তৈরি করতে। কিন্তু সেখানে যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কথা বলা হয়েছে সেটা কিন্তু বর্তমান সংবিধান বিরোধী। ভারত সরকার এখন আর কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কথা বলতে পারে না। মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কথাটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এবারে বিলে সেই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সেই কারণে এই বিলটি নিয়ে প্রাক্তন রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলবেন বলে ঠিক ছিল। ফলে বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে বিশ বাঁও জলে। অপেক্ষা করতে হচ্ছে। সত্যিই পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। একই বিলের দুই রকম বয়ান যা অতীতে সরকারি কাজে দেখতে পাওয়া যায়নি। আসলে কাজ করার ইচ্ছা সরকারি কর্মীদের নেই। তারা সব কিছু ভালো করে দেখে না। উপরন্তু এমন ভাব দেখায় যে তারা বহু কিছু করে ফেলেছে। কিন্তু কাজের কাজ তারা করতে পারে না। কোনও দোষ দেখা দিলে একে ওপরের দিক থেকে ঢেকে দেওয়া হয়। এটাই হচ্ছে রীতিনীতি আদবকায়দা। আসল কাজ করার কোনও ইচ্ছা কর্মীদের নেই। তাদেরকে ভালো মাইনে দাও। মোটা বেতন দাও। ডিএ দাও। তাহলে সব সরকার ভালো। না হলে সরকার একেবারে বাজে। অথচ এদের নিয়ে সরকারকে চলতে হবে। এদেরকে নিয়ে কথা বলতে হবে। এদেরকে নিয়ে কাজ করতে হবে। গণপ্রহার বিলকে আইনটা খুব জরুরি। রাজ্যে গণপিটুনির নাম করে বহু নিরীহ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে। পথে ঘাটে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে গুজব ছড়িয়ে দিয়ে চলছে ব্যাপক গণপিটুনি। জনগণ নিজের হাতে আইন তুলে নিচ্ছে। কোনও কিছু বোঝার আগে শুরু হয়ে যাচ্ছে গণপ্রহার। এই গণপ্রহারে অংশ গ্রহণ করছে বেশ কিছু মানুষ যারা তাদের প্রতিহিংসাকে চরিতার্থ করে। পশ্চিমবঙ্গে বহু প্রাণ গিয়েছে গণপ্রহারে। জনগণ রোষের শিকার হয়েছে বেশি কিছু নিরীহ মানুষ। তাদের জীবনের বহু মূল্য থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে হয়রানি হতে রয়েছে শারীরিক নিগ্রহের মধ্যে দিয়ে। এটা কিন্তু স্বাভাবিক ঘটনা নয়। এটাকে বলা যেতে পারে এক ধরনের মানসিক রোগ। প্রকৃত অপরাধীকে ধরতে না পেরে মনে পুষে রাখা অমানবিক ক্রোধকে প্রকাশ্যে প্রকাশ করা। অশান্ত পশ্চিমবঙ্গে শান্তি গড়তে গেলে দরকার হচ্ছে গণপ্রহারকে একেবারে নিষিদ্ধ তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা। সেই কারণে সরকার থেকে পদক্ষেপ নেওয়ার ইচ্ছে ছিল। এদিকে বিরোধীরা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে গণপ্রহার আইনে যারা অভিযুক্ত হবে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত। দেখতে হবে গণপ্রহারে যেমন সাধারণ মানুষ মারা না যায় এবং পাশাপাশি গণপ্রহারের নাম করে নির্দোষ ব্যক্তি যেন শাস্তি ভোগ না করে। পুলিশ প্রশাসনকে এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। পঞ্চায়তে নির্বচনে দেখতে পাওয়া গিয়েছে প্রকাশ্যে গণপ্রহার অংশ গ্রহণ করে রাজনৈতিক দলের কর্মীরা। গণপ্রহারে যারা অভিযুক্ত তাদের প্রমাণ হিসাবে সিসি ফুটেজকে গ্রহণ করা উচিত। গণতান্ত্রিক দেশে যেমন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া অপরাধ বলে চিহ্নিত হতে শুরু করে দিয়েছে। বহু দেশ মানুষকে কেন মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দিচ্ছে। তার পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ভোগ করতে হচ্ছে। ঠিক তেমনি গণপ্রহারে কারোর যদি মৃত্যু হয় তাহলে সেখানে অংশ গ্রহণকারী গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে তা সিসি ফুটেজ ভলো করে পরীক্ষা করে দেখেই সঠিক অপরাধীকে সাজা দেওয়া যেতে পারে। তবে তা সিসি ফুটেজ ভলো করে পরীক্ষা করে দেখেই সঠিক অপরাধীকে সাজা দেওয়া যেতে পারে। সরকার একন ভেবে দেকতে পারে। বিচারপতি থেকে শুরু করে রজ্য প্রশাসন এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। সন্ত্রাসকে বন্ধ করতে গেলে আইন কঠোর হওয়াটা খুবই জরুরী।

# হেরিটেজ রঙ্গলাল বাসভবন

খিদিরপুর মোড় থেকে কার্ল মাকর্স সরণি ধরে ফ্যান্সি মার্কেটের দিকে গেলে ডান দিকে পড়বে একটা গলি। এই গলির ভেতরে একটি প্রাচীন বাড়ির গেটে লেখা রয়েছে রঙ্গলাল ভবন। কবি রঙ্গলাল এই বাসভবনে বসবাস করতেন। দুই পাশে কয়েকটি দোকান রয়েছে। ভেতরে একটি গাছ উঠে গেছে দোতলা পর্যন্ত। আজ থেকে প্রায় একশো চল্লিশ বছর আগে এই বাড়িতে বসবাস করতেন বাংলার একজন দিকপাল কবি তাঁর নাম রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়। দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়?’ এটা স্বাধীনতার সময়ে কেন এখনও সবাই গান গাইলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। রঙ্গলাল জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২১ ডিসেম্বর ১৮২৬ সালে। মাতুলায়ে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। হুগলি জেলার একেবারে উত্তর প্রান্তের বেহুলা নদীর তীরে বাকুলিয়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারে কুলীন মুখোপাধ্যায় ছিলেন। তাঁর পিতামহও কবি ছিলেন তাঁর নাম কীর্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গলালের পিতা রামনারায়ণ কুলিন ব্রাহ্মন হওয়ার দরুন ষোলটি বিবাহ করেছিলেন।

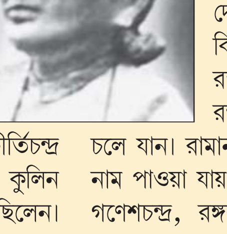

রঙ্গলালের মাতার নাম ছিল হরসুন্দরী। রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরবি, ফার্সি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ইরেজি ভাষাও জানতেন। তিনি মুর্শিদাবাদের ছোট দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত হন। স্বামী বহু বিবাহ এবং অসময়ে তাঁর মৃত্যু হলে রঙ্গলালের মা হরসুন্দরী শিশু রঙ্গলালকে সঙ্গে করে নিয়ে পিত্রালয়ে চলে যান। রামানারায়ণের সর্বসমতে সাতটি পুত্রের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন যজ্ঞেশ্বর, তারাচাঁদ, গণেশচন্দ্র, রঙ্গলাল, উমেশচন্দ্র, মধুসূদন এবং হরিমোহন। রঙ্গলালের মাতুলায়দের মধ্যে জ্যেষ্ঠমাতুল রামকমল নিজ অধ্যবসায়ে পচুর ধন সম্পত্তি করেন এবং কলকাতায় চলে এসে খিদিরপুরে মানসাতলা অঞ্চলে ১০ বিঘা জমির ওপরে প্রাসাদোপম আবাস নির্মাণ করেন। শৈশবে বাকুলিয়া স্কুলে ভর্তি হন রঙ্গলাল। তারপরে হুগলি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৮৪১ সালে রঙ্গলাল নদীয়ার ফুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা দেবীচরণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা রাখালদাসী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। রঙ্গলাল সাহিত্য চর্চা করতে শুরু করেন। ১৮৬৩ সালে রঙ্গলাল ওড়িশার ডেপুটি কালেক্টর পদে যোগদান করেন।

## জুম্মাগছের বুথ পরিদর্শনে জলপাইগুড়ি জেলার বিশেষ পর্যবেক্ষক সুজাতা বসু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই ঃ নির্বাচনের পর থেকেই রাজগঞ্জ ব্লকের জুম্মাগাছে সিপিএম ও কংগ্রেসের কর্মী- সমর্থকদের উপর হামলা চালাতে শুরু করে পুলিশ এবং তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ।

শনিবার রাত থেকে রবিবার রাত পর্যন্ত দফায় দফায় চালানো হয় হামলা। খুঁজে খুঁজে জোট প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালায় পুলিশ বলে অভিযোগ। লুট করে নেওয়া হয় টাকা পয়সা সহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র। পুনঃনির্বাচনে ভোট দিতে গেলে গ্রেফতার করে নেওয়ার হুমকিও দেয় পুলিশ বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর থেকেই ঘর ছাড়া বহু কর্মী সমর্থক। থমথমে পরিবেশ রয়েছে জুম্মাগছ সহ চতুরাগছ, খোয়ারকাটা গ্রামে। নথি নিয়ে নেওয়ার ফলে এদিন ভোট দিতে পারেননি অনেকে। সোমবার পুনঃনির্বাচনের দিন জুম্মাগছের ওই বুথ পরিদর্শনে যান জলপাইগুড়ি জেলার বিশেষ পর্যবেক্ষক সুজাতা বসু। আর তাকে সামনে পেয়েই তৃণমূল এবং পুলিশি অত্যাচারের কথা তুলে ধরে নিগৃহীত পরিবারের সদস্যরা। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন সুজাতা বসু। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

## কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বাইরে রেখে সালারে চলল ছাপ্পা ভোট, তৃণমূল ভোট দিলে মিলবে টাকা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১০ জুলাই ঃ পুনঃনির্বাচনেও হুমকি দিয়ে ছাপ্পা, কাঠগড়ায় শাসক দল। গ্রামেরই মহিলাকে দৃষ্টিহীন সাজিয়ে দিয়ে দিয়ে ভোট মেরামত নেওয়া হচ্ছিল মুর্শিদাবাদের সালারের প্রসাদপুর গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি বুথের ভেতরে রয়েছে সিভিক ভলেন্টিয়ার। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বাইরে রেখে ভিতরে দেদার চলছে ছাপ্পা। প্রসঙ্গত সোমবার কান্দি মহকুমায় জুড়ে সাতটি বুথে চলছে পুনঃনির্বাচন। বুথে বুথে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী

খড়গ্রাম এবং বড়ঞায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চললেও সালারে সকাল থেকেই অশান্তি চলছে। তৃণমূলকে ভোট না দিলে খুনের হুমকি চলছে বাড়ি বাড়ি। সালারের প্রসাদপুর গ্রামে সকাল থেকেই অভিযোগ আসছে সাধারণ ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়ার আছে কারণে কার্যত ভোটের বুথ মুখি হতে পারছে না গ্রামের বাসিন্দারা গৃহবধূ রয়েছেন বহু বাসিন্দা। ঘড়ির কাটা ১২ টে পেরিয়ে গেলেও হাতেগোনা কয়েকজন মানুষ দেখা যাচ্ছে বুথ কেন্দ্রের বাইরে গ্রামের বাসিন্দারা অভিযোগ করছে গতকাল রাত থেকেই শাসক দল গ্রামের প্রতি পাড়ায় পাড়ায় ও বাড়িতে বাড়িতে হুমকি ও ভাঙচুর চালিয়েছে তৃণমূলকে ভোট না দিলে ঘর করে দেওয়া হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন গ্রামের গৃহবধূ অন্যদিকে তৃণমূলকে ভোট দিলে পাঁচ হাজার দশ হাজার করে টাকা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এমনকি টাকা তুলে দিচ্ছে শাসক দল তারপর ভোট কিনে সেই ভোট হচ্ছে বলে দাবি করেন গ্রামের বাসিন্দা ও নির্দল প্রার্থীরা। বুথের ভিতর থাকছে সিভিক ভলেন্টিয়ার আর সেই বুথে চলছে দেদার ছাপ্পা বাইরে কেন্দ্রীয় বাহিনী ভিতরে সিভিক ভলেন্টিয়ার সাংবাদিকরা প্রবেশ করতে গেলে সাংবাদিকদের কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে সকাল থেকেই হুমকি ও ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ মুর্শিদাবাদের সালারে নির্বাচনেও এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে প্রসাদপুর গ্রামে।

## গঙ্গারামপুরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ, প্রতিবাদ সুকান্তর

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গারামপুর, ১০ জুলাই ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল এলাকা। সোমবার ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় বসে প্রতিবাদ করেন সুকান্ত মজুমদার। জানা গেছে, গঙ্গারামপুর ব্লকের রাঘবপুর হাইস্কুলের ১১১ নম্বর বুথ সংলগ্ন এলাকায় বিজেপি রাজ্য সভাপতি পৌঁছোতেই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল পরিস্থিতি। বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে বুথ সংলগ্ন এলাকায় আসতে দেখেই বাধা দেন তৃণমূল কর্মী- সমর্থকেরা। এরপর দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। মুহূর্তে তৃণমূল বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে বচসা এবং হাতাহাতির জেরে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে রাস্তায় বসে পড়েন সুকান্ত মজুমদার। তাকে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গঙ্গারামপুর মহকুমার এসডিপিও সহ গঙ্গারামপুর থানা বিশাল পুলিশবাহিনী। প্রসঙ্গত, রাঘবপুর বুথে নির্বাচনের দিন ব্যালট বাক্স পুকুরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। সেই কারণে এদিন পুনর্নির্বাচন হয় ওই বুথে।

## জলপাইগুড়িতে শুরু পুনরায় ভোটগ্রহণ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি ১০ জুলাই ঃ সকাল থেকে মুষলধারায় বৃষ্টি। আর সেই বৃষ্টি মাথায় নিয়েই জলপাইগুড়ি তে শুরু হলো পুনরায় ভোট গ্রহণ। অশান্তি, ব্যালট লুট, ভাঙচুর সহ একাধিক কারনে জলপাইগুড়ি জেলায় ১৪ টি বুথে মাঝ পথে বন্ধ হয়ে গিয়ে ছিলো ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া। কমিশনের নির্দেশে সোমবার সকাল থেকে পুনরায় শুরু হলো ভোট গ্রহণ। জলপাইগুড়ি জেলার ১৪ টি বুথের মধ্যে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে ২ টি, রাজগঞ্জে ৯ টি, মালবাজারে ১ টি, মেটেলি তে ১ টি এবং নাগরাকাটা ব্লকে ১ টি বুথে পুনর্নির্বাচন হচ্ছে। সকাল থেকে কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণ। প্রতিটি বুথে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তবে বৃষ্টির কারনে সমস্যায় পড়েছেন ভোটাররা। ছাতা মাথায় করে ভোট গ্রহন কেন্দ্রে আসছেন তারা। সকলেই যাতে ভোট দিতে পারেন তার জন্য ভোর থেকে গ্রামে গ্রামে প্রচার করছে প্রশাসন।

## ভোটের দিন সিপিএমের হার্মাদদের তাণ্ডব

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১০ জুলাই ঃ ভোটের দিন পরিবারের জন্য ওষুধ নিয়ে ফিরছিলেন তৃণমূল সমর্থক নীলদীপ মণ্ডল। রামপুরহাটের ক্যানেল মোড়ে তার উপর চড়াও হয় সিপিএমের হার্মাদরা। তাকে প্রথমে

রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার মস্তিষ্কে রক্ত ক্ষরণ ঘটে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি বহরমপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। একইভাবে রামপুরহাট তৃণমূল যুব সাধারণ সম্পাদক রাজ সেখকে মেরে তার হাত ভেঙে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, রাজু সেখ নামে এক তৃণমূল সমর্থকের বাড়িতে ত্রিপলে আগুন লাগিয়ে দেয় সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী। পুলিশের সাহায্যে রাজু সেখ সোমবার বাড়ি ফেরেন। তৃণমূল শহর যুব প্রেসিডেন্ট ওয়াসিম আলি ভিক্টর জানিয়েছেন, এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমের হার্মাদরা দলীয় কর্মী ছাড়াও সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করে। এদিকে রবিবার অভিযোগ উঠেছিল শহর যুব প্রেসিডেন্ট ওয়াসিম আলি ভিক্টর সিপিএম প্রার্থীর স্বামীকে অপহরণ করেন। পরিবার ও স্থানীয়দের তরফে এই অভিযোগ তোলা হয়েছিল। কিন্তু যাকে অপহরণ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ তিনি নিজে জানিয়েছেন তাকে কেউ অপহরণ করেননি। এই ঘটনায় সিপিএমের বিরুদ্ধে পাল্টা গুজব ছড়িয়ে এলাকায় অশান্তি তৈরির অভিযোগ আনা হয়েছে তৃণমূলের তরফে।

# কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর উপস্থিতিতে স্ট্রংরুমে দখল করেছে বিরোধীরা, গেলেন সাবিনা ইয়াসমিন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ জুলাই ঃ কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর উপস্থিতিতে স্ট্রংরুমে দখল করেছে বিরোধীরা, এমনই খবর জানতে পেরে রবিবার গভীর রাতে মোথাবাড়ি হাইস্কুলের ছুটে যান রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এবং মোথাবাড়ি এলাকার জেলা পরিষদের তৃণমূল প্রার্থী হেসামুদ্দিন আহমেদ । কিন্তু বিরোধীদলের আশ্রিত দুস্কৃতীরা গভীর রাতে পরিকল্পনা করেই মন্ত্রীর গাড়িতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ভাঙচুর করা হয় গাড়ির কাঁচও। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন সহ তার সাথে থাকা আরো দুই তৃণমূল প্রার্থী। এই পরিস্থিতিতেই রাতেই মোথাবাড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও সিআরপিএফ জওয়ান নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। পরে ঘটনাস্থলে মালদা থেকে জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা তদন্তে পৌঁছান। এই ঘটনায় চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তিনি বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে মালদায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে একচ্ছত্র সন্ত্রাস চালাচ্ছে কংগ্রেস, সিপিএমের জোট এবং বিজেপি। মানিকচকে খুন করা হলো দলের এক কর্মীকেও। এরপরে এখন ওরা স্ট্রং রুম দখল নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারই প্রতিবাদ জানিয়ে মোথাবাড়ি হাইস্কুলের স্ট্রং রুমে যেতে গেলেই বিরোধী দলের আশ্রিত দুস্কৃতীরা আমার গাড়ির ওপর হামলা চালায়। বিষয়টি রাজ্য প্রশাসন কেও জানানো হয়েছে। রাজ্যের সেচ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, রবিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ আমার কাছে খবর আছে মোথাবাড়ি হাইস্কুলে যেখানে স্ট্রং রুম করা হয়েছে, সেখানে বিরোধীদলের অনেকেই ঢুকে পড়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্বেও কি করে বিরোধীদলের নেতাকর্মীরা স্ট্রংরুমে ঢুকলো, তা জানতেই আমি মোথাবাড়ি জেলা পরিষদের প্রার্থীকে নিয়ে গাড়ি করে ঘটনাস্থলে যায়। তখনই বিরোধী দলের আশ্রিত একদল দুস্কৃতী আমার গাড়ির ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। ভেঙে দেওয়া হয় গাড়ির কাঁচ। এই ঘটনায় এলাকার কংগ্রেস আশ্রিত দুস্কৃতীরা মূলতঃ যুক্ত ছিল। তাদেরকে মদত জুগিয়েছে সিপিএম এবং বিজেপি। মন্ত্রী আরো জানিয়েছেন, মোথাবাড়ি হাইস্কুলের ওই স্ট্রংরুমে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর দায়িত্বে যারা ছিলেন, তারা হিন্দিভাষী। ঠিকমতো কথা বুঝতে পারছিলেন না। কর্তব্যরত কেন্দ্রীয় বাহিনীদের কাছে জানতে চাই যে বিরোধীদলের নেতাকর্মীরা কি করে স্ট্রংরুমে ঢুকলো। এরপর বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে ফোন করে জানানো হয়। পরে প্রশাসন এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু এখানে বিরোধীরায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছে। অথচ আমার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে। জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক ইশাখান চৌধুরী বলেন, মন্ত্রীর এসব বানানো গল্প । আসলে ওই দিন গভীর রাতে স্ট্রংরুম দখল করতে গেছিল মন্ত্রী এবং তার দলবল। সাধারণ মানুষ বিষয়টি জানতে পেরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এরপরই মন্ত্রীর গাড়িকে ধাওয়া করে। নিজের দোষ থাকতে এখন ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এদিকে মন্ত্রীর গাড়িতে হামলার ঘটনার বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ।

## তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখার্জির সাথে বাক- বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন কংগ্রেস কর্মীদের সাথে, উভয়কেই পুলিশ সরিয়ে দেয়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ জুলাই ঃ মালদা জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তথা রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখার্জির সাথে বাক- বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন কংগ্রেস কর্মীদের সাথে যদিও উভয়পক্ষকেই পুলিশ সরিয়ে দেয়। জানা যায় রতুয়া ১ নম্বর ব্লকের দেবীপুর অঞ্চলের ৪৫ নম্বর বুথে সকাল থেকেই ভোট কর্মীরা না থাকার ফলে ভোট প্রক্রিয়া বন্ধ ছিল দুপুর ১১.৩০ পর ভোট কর্মীরা, সঙ্গে করে বুথে নিয়ে আসার অভিযোগ উঠল মালদা জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তথা রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সমর মুখার্জি বিরুদ্ধে। যদিও এই অভিযোগটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন বিধায়ক সমর মুখার্জি। পুনর্নির্বাচনের দিন সকাল থেকেই মালদা জেলার বিভিন্ন ব্লকের ভোট পর্ব শুরু হয়েছে রতুয়া ১ নম্বর ব্লকের দেবীপুর অঞ্চলের ৪৫ নম্বর বুথে ভোট কর্মীরা না আসার ফলে ভোট পর্ব দীর্ঘক্ষণ ধরে বন্ধ থাকে। মালদা জেলা কংগ্রেসের ২৪ আসনের জেলা পরিষদ জোট প্রার্থী অংশু মিতা সাহার বাবা প্রদীপ সাহা, তিনি অভিযোগ করে বলেন সকাল থেকেই ৪৫ নম্বর বুথে ভোট প্রক্রিয়া বন্ধ ছিল আমরা বারবার করে ব্লক প্রশাসনকে বলা সত্বেও এখানে ভোট প্রক্রিয়া শুরু করতে ভোট কর্মীদের আসেনি তারপর কিছুক্ষন পর দেখি রতুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সমর মুখার্জি তিনি আষাঢ় সঙ্গেই ভোট কর্মীরা এই বুথে আসেন। সাড়ে ১১ টার সময় ভোট প্রক্রিয়া শুরু হয়। আমাদের প্রশ্ন কেন সকাল থেকে ভোট কর্মীরা এই ভুতে আসেননি ভোট নিতে আর কেনই বা বিধায়ক তথা তৃণমূলের চেয়ারম্যান সমর মুখার্জি আসার পরে ভোট কর্মীরা এই বুথে ভোট দিতে আসলেন। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক সমর মুখার্জী জানান আমার সাথে ভোট কর্মীরা আসেনি এই বুথে জোট প্রার্থীরা ভোট হতে দিচ্ছিল না। তারা ষড়যন্ত্র করছিল আমি আসার পরই ভোট কর্মীরা এসেছে এবং ভোট প্রক্রিয়া সুস্থভাবে শুরু হয়েছে।

# ছেলে রাজ্যসভার মনোনীত প্রার্থী মা রসুলা বেওয়ার চোখে জল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১০ জুলাই ঃ ছেলে সিঠু রাজ্যসভার তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী। অধ্যাপক সামিরুল ইসলামকে আদর করে সিঠু বলেই ডাকেন মা রসুলা বেওয়া। বয়সের কারণে স্মৃতি কাজ করে না। তবুও চোখের জল যেন বাঁধ মানে না। ক'দিন আগেই এক মাত্র মেয়ে মমতাজ বেওয়ার বাড়ি দুনিগ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন হরিরামপুর গ্রামে গেছেন। সেখানেই খবর পান। চার ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে ছোট ছেলে সামিরুল ইসলাম। সামিরুল ইসলামের বাড়ি বীরভূমের রামপুরহাটের কাছে হাঁসন বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত দুনিগ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন দুনিগ্রামে। সামিরুল ইসলামের জন্ম ১৯৮৭ সালে। বাবা মহম্মদ জাকারিয়া ২০০৫ সালে মারা যান। বাবা মূলতঃ ছিলেন প্রান্তিক চাষি। সামিরুলের বড় ভাই মহম্মদ মওলা বক্স জানান, সামিরুল জন্মাবার আগে প্রাইভেট বাসে কন্ডাক্টার ছিলেন বাবা। তখন সামিরুল ইসলামের জন্ম হয় নি। সামিরুল ইসলামেরা চার ভাই ও এক বোন। আরও দুই ভাই হলেন মনিরুল ইসলাম ও জামারুল ইসলাম। তাঁরা বাড়িতেই থাকেন। সামিরুল ইসলামের বৌদি সামিমা বিবি এবার পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূল প্রার্থী। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে জেলা থেকেই 'নো ভোট টু বিজেপি' স্লোগান তোলেন সামিরুল। সামিরুল ইসলামের আরেকটি পরিচয় আছে সমাজসেবী হিসেবে। তিনি বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চের সভাপতি। বিশ্বভারতী পৌষমেলা বন্ধ করে দেওয়ার পর বোলপুর পুরসভার সাথে যৌথভাবে বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ পৌষমেলার আয়োজন করে। সেখানেই তৃণমূল সাথে তাঁর যোগাযোগ গড়ে ওঠে। বর্তমানে গড়িয়া দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজের রসায়নের অধ্যাপক তিনি । তাঁর পড়াশোনা শুরু দুনিগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে। মাধ্যমিকের পর ভর্তি হন রামপুরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে। সেখান থেকেই উচ্চ মাধ্যমিক। সপ্রতিভ সামিরুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ শিক্ষক- শিক্ষিকারা। সামিরুল উচ্চ শিক্ষার জন্য আসেন কলকাতায়। মণীন্দ্র কলেজ থেকে রসায়নে স্নাতক। তারপর তিনি কোন কোচিং ছাড়াই দিল্লি আইআইটি থেকে স্নাতকোত্তর করেন। সামিরুলের স্ত্রী সবনম সুলতানা কলকাতা উচ্চ আদালতের একজন আইনজীবী। সামিরুল ইসলামের বড়ো কাজ হলো পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে। জেলা ছাড়িয়ে সারা দেশে পরিযায়ী শ্রমিকদের ডাটাবেস তৈরী করেন সামিরুল ইসলাম। দেশের যেকোনো প্রান্তে বা বিদেশে পরিযায়ী শ্রমিক বিপদে প।লে তাঁর ডাটা বেস ও ফুলটিম মাঠে তাঁদের উদ্ধারে নেমে পড়তো। অসহায় প্রান্তিক মানুষের স্বার্থে ন্যায় প্রদানের জন্য বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চের ব্যানারে নেমে পড়তেন সামিরুল। তাই তো তৃণমূলের নেতৃত্ব তাঁর সাথে যোগাযোগ করলে, প্রথমে তিনি বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চের সাথে কথা বলেন। কোভিডের সময় কিট পরে তাঁর টিমের সঙ্গে ময়দানে নেমেছেন। তাদের অক্সিজেন, ওষুধ, খাবার বিতরণ করেছেন। এন আর সি, সি এ আন্দোলন বা পাঞ্জাবের কৃষকদের স্বার্থে আন্দোলন সবটাতেই তিনি অগ্রভাগে। বিজেপি সরকারের দমনপীড়ন নীতির বিরুদ্ধে কখনও সাংবাদিক জুবেয়ার আবার কখনও তিস্তা শেতলাবাদের হয়ে সোচ্চার হন। তাইওয়ানের লোভনীয় চাকরি তুচ্ছ করে দেশের কাজে নেমে পড়েন। রবীন্দ্র- নজরুল- লালন- বিবেকানন্দের মতো মনিষীদের বাংলাকেই তাঁর কাজের জায়গা হিসেবে বেছে নেন সামিরুল।

## মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়েই ভোট দিলেন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই ঃ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুরের ১৮ / ২২৫ নম্বর হাকিমপাড়া বুথে সোমবার চলছে পুনরায় ভোট গ্রহণ, শনিবার এই বুথেই বিকেলে হামলা চালিয়েছিল বুথ লুটেরাদের দল বলে অভিযোগ। যাতে অন্যান্যদের সঙ্গে গুরুতর আহত হয়েছিলেন, এলাকার বিজেপি প্রার্থীর বাবা সেকেন্দ্র রায়। পুনরায় ভোট দানের পর সংবাদ মাধ্যমের সামনে গত শনিবারের ঘটনার বর্ণনা দিলেন এই প্রবীণ ভোটদাতা। মোটের উপর ভোট চলছে শান্তিপূর্ণ ভাবেই।

**HDFC BANK**
We understand your world

নিবন্ধিত অফিস ঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০ ০১৩ এবং

রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট হিসাবে এর একটি অফিস রয়েছে এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ১ম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

**এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটি বিক্রির তথ্য এবং পাবলিক নোটিশ**

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের (ব্যাঙ্ক) নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা সিকিউরিটিজের বিরুদ্ধে ঋণ / ড্রাফ্টের প্রকৃতিতে ক্রেডিট সুবিধা নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হল।

সম্মত ঋণের শর্তানুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ক্রমাগত খেলাপি হওয়ার কারণে, নিচের লোন অ্যাকাউন্টগুলো বকেয়া অবস্থায় রয়েছে। ব্যাঙ্ক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সহ, যার মাধ্যমে, ব্যাঙ্ক অঙ্গীকারের আবেদন করেছিল এবং নীচের অ্যাকাউন্টগুলিতে সমস্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতাকে ৭ দিনের সময় প্রদান করেছিল, যা ব্যর্থ হয়। ব্যাংক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতায় থাকবে। ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছে এবং যথাযথ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই ঋণগ্রহীতা হিসেবে ঋণ চুক্তির অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের পাওনা আদায়ের জন্য **১৮ জুলাই ২০২৩** তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাংক. ঋণগ্রহীতাদের এও অবহিত করা হয় যে, যদি কোনো সময়ে, বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের মূল্য স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে আরও কমে যায় যাতে মার্জিনের প্রয়োজনে আরও ঘাটতি তৈরি হয়, তাহলে ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জামানত একের মধ্যে বিক্রি করবে (১) ক্যালেন্ডার দিন, এই বিষয়ে আর কোন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই। ঋণগ্রহীতা(রা) যে কোনো অবশিষ্ট বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি থেকে আয়ের সমন্বয়ের পরে।

| ক্রম নং. | লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর | ঋণগ্রহীতার নাম | বকেয়া পরিমাণ ৬ জুলাই ২০২৩ | তারিখে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি |
|---|---|---|---|---|
| ১) | ০০০৩৬৯০ | দেবব্রত চন্দ্র | ২,৮৪,৩৫৯.৫৬ | ১০ জুলাই-২৩ |
| ২) | ০০০৯২২১ | যোগীন্দর ঠাকুর | ৯,৩০৪৭৫ | ১০ জুলাই-২৩ |
| ৩) | ০০০৪৫৯৪ | অন্নদা প্রসাদ পাইক | ৪,৯৮১.২৪ | ১০ জুলাই-২৩ |
| ৪) | ০০০৭৪১৭ | কমলা পাইক | ১৬,৫০৩.০১ | ১০ জুলাই-২৩ |
| ৫) | ০০০৫৯৫২ | অঞ্জলি হালদার | ৩,৮৬,৩০৭,৪২ | ১০ জুলাই-২৩ |
| ৬) | ০০৫৩০১ | স্নিগ্ধা বসু | ৩,৪৭,০৬৩.২৩ | ১০ জুলাই-২৩ |
| ৭) | ০০০৭৯৩২ | অদিতি রায় | ১,২৬,৪৩৪.০০ | ১০ জুলাই-২৩ |
| ৮) | ০০০৪৬৪২ | করবী নাগ | ১,৩২,০০২.৫৬ | ১০ জুলাই-২৩ |
| ৯) | ০০০৮৬৯৬, | সুরত ঘোষ মজুমদার | ৬,০৭,৩৭৭,৪৭ | ১০ জুলাই-২৩ |
| ১০) | ০০০৪৯৯৩ | চন্দনা গোস্বামী | ১,২২,৭৮১.০৭ | ১০জুলাই-২৩ |
| ১১) | ০০০৪৬৩২ | ঈশা দে | ৫২,৮৭৩.২৪ | ১০ জুলাই-২৩ |
| ১২) | ০০০৩৩৯ | বিশ্বজিৎ কর | ৬০,৫১৮,০৬ | ১০ জুলাই-২৩ |
| ১৩) | ০০০৪১৪১ | বসন্ত প্রভাত সাহা | ১০,১২,৪৭৯.৬৯ | ১০ জুলাই-২৩ |
| ১৪) | ০০০৩৫৫৭ | তারেক মোহাম্মদ | ৫০,৪৭০.৯৫ | ১০ জুলাই-২৩ |
| ১৫) | ০০০৭২২০ | কবিতা লোহিয়া | ৩,৩৬,৫৩৪,১৪ | ১০ জুলাই-২৩ |
| ১৬) | ০০০১৭৩৫ | সুশীল কুমার শ্রীবাস্তব | ১৯,৯৬,৬৮৯.৭৯ | ১০ জুলাই-২৩ |
| ১৭) | ০০০৬৩১৫ | সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য | ১,০৯,৬৯১.০০ | ১০ জুলাই-২৩ |
| ১৮) | ০০০৩৬৬৪ | দেবরাজ রায় | ৯,৮৪,৮২১.৫৬ | ১০ জুলাই-২৩ |
| ১৯) | ০০০৭৬০৯ | সুদীপ্ত বমর্ণ রায় | ১,৬১,৭৭৯.১০ | ১০ জুলাই-২৩ |

তারিখ- ১১.০৭.২০২৩
স্থান- পশ্চিমবঙ্গ

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক

# ট্রেন থেকে গ্রেপ্তার এক বাংলাদেশী যুবক

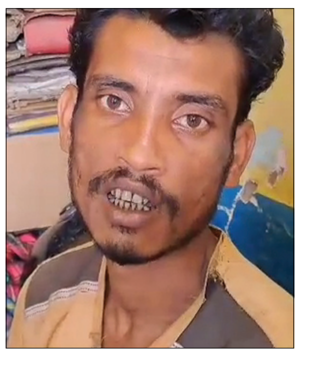

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই ঃ ট্রেনের ভেতরে থাকা শৌচাগার থেকে গ্রেপ্তার করা হল এক বাংলাদেশী যুবককে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে আরপিএফ জওয়ানদের হাতে ধরা পড়ে যায় ওই বাংলাদেশী। প্রায় ১৬ দিন আগে কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে ভারতে ঘোরাঘুরি করছিল ওই বাংলাদেশী যুবক। সোমবার ট্রেনের শৌচাগারে লুকিয়ে থাকার সময় জলপাইগুড়ির আরপিএফ এর হাতে ধরা পড়ে যায় ওই যুবক। হলদিবাড়ি- এনজেপি লোকাল প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ভেতর থেকে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে আটক করা হয় তাকে। ধৃত যুবকের নাম মহরম আলি বাবার নাম মহম্মদ রমিজ আলি। ধৃত যুবকের দাবি বাংলাদেশের সিলেট শহরের বাসিন্দা সে। বেআইনিভাবে ট্রেনে যাতায়াতের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। আরপিএফ সূত্রে জানা গেছে ট্রেনের বাথরুমে লুকিয়ে ছিল ওই বাংলাদেশী। ট্রেনের বাথরুমের ভেতর থেকে দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় উদ্ধার করা হয় তাকে। এই ঘটনার জন্য বেশ কিছুক্ষণ ট্রেনটি জলপাইগুড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে। ধৃত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে আরপিএফ।

**উত্তর পূর্ব রেলপথ**

**ই-টেন্ডার নোটিশ**

ওপেন ই-টেন্ডার সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেম (টেন্ডার নোটিস নং এম / সি অ্যান্ড / ডাব্লু / ০৩ / ২০২৩- ২৩ তারিখ ০৭.০৭.২০২৩) আহ্বান জানানো হয়েছে ডিভিশনাল রেল ম্যানেজার / মেক. / সি অ্যান্ড ডাব্লু / ভারানাসি / এন.ই.রেলপথ ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকেঃ-কাজের বিবরণঃ ডিআরএম অফিস ক্যাম্পাস / এনইআর / বারাণসীতে দুই বছরের জন্য সমস্ত আনুষাঙ্গিক, রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ, পরিষেবা চার্জ, কর / জিএসটি, অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি সহ আউট সোর্সড সেন্ট্রালাইজড ফটোকপি এজেন্সি স্থাপনের ব্যাপক চুক্তিঃ। আনুমানিক দর(টাকায়) ১৪,৫০,০০০.০০ টাকা। বিড সিকিউরিটিঃ- ২৯০০০.০০ (ঊনত্রিশ হাজার টাকা মাত্র), টেন্ডারের দর ঃ নিল(এস জি সি সি অথরিটি কার্যকারী এপ্রিল ২০২২ থেকে রেল বোর্ড দ্বারা চালু করা, চিঠি নং ২০২২সি ই- আই / সিটি / জি সি সি-২০২২ / পলেসি নিউ দিল্লী, তারিখ ২৭.০৪.২০২২), সময়সীমা ঃ- কাজ শুরু হওয়ার দুই বছরের মধ্যে। তারিখ এবং সময় ই-টেন্ডার জমা বন্ধেরঃ- ০৪.০৮.২০২৩ দুপুর ২টো ৩০মিনিট পর্যন্ত। ই-টেন্ডার উন্মোচনের তারিখ এবং সময়ঃ- ০৪.০৮.২০২৩ দুপুর ৩টে। দরপত্রদাতারা অনলাইনে ০৪.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো ৩০মিনিট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in তে এই টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ এবং দরপত্র জমা করার পদ্ধতি জেনে নিন।

সিনিয়র ডিএমই / সি অ্যান্ড ডাব্লু বিএসবি
বারানসী

CPRO/ Mech-34

যাত্রী পরিষেবা সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ জানাতে এস এম এস করুন ০৯৭৯৪৮৪৫৯৫৫তে

ট্রেনের ভিতর বিড়ি / সিগারেট খাওয়া নিষেধ

**পূর্ব রেলওয়ে**

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৪২১, তারিখ ০৭.০৭.২০২৩।** সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ২য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং : ডিএসটিই/ টেলি/ টি/ ০৯/ ২৩-২৪/আরআরএসকে। অবস্থানসহ কাজের নাম:** দমদম জংশন-শিয়ালদহ ডিভিসনে ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং (ইআই) দ্বারা পুরনোত্ব-সহ-অবস্থার ভিত্তিতে পুরনো আআরআই প্রতিস্থাপনের সঙ্গে যুক্ত টেলিকম কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান :** ৮৯,৩৭,০৯৮.১০ টাকা। **বায়নামূল্য / বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে:** ১,৭৮,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ০৪ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ:** ২১.০৭.২০২৩। **টেন্ডার জমা করার শেষ তারিখ:** ০৪.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ:** ০৪.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে : www.ireps.gov.in কারিগরী যোগ্যতার মানদণ্ড :** টেন্ডারদাতাকে গত ৭ (সাত) বছরে নিম্নলিখিত কাজের যে কোনও একটি অবশ্যই সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে বা যথেষ্ট পরিমাণে সম্পন্ন করতে হবে, যেটি দরপত্র আহ্বান করা মাসের আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত হয়েছে : (১) তিনটি অনুরূপ কাজের প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়, অথবা (২) দুটি অনুরূপ কাজের প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়, অথবা (৩) একটি অনুরূপ কাজের মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতার মানদণ্ড :** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার 'ভি/এন' অথবা 'ভি', যেটি কম হবে, হতে হবে; যেখানে 'ভি' অর্থাৎ টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য কোটি টাকায়, 'এন' অর্থাৎ কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা যার জন্য দর আহ্বান করা হয়েছে। নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট অনুযায়ী, গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে "মোট চুক্তিভিত্তিক অর্থপ্রদানের" গড় হিসেবে গণনা করা হবে। যদি পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না হয়ে থাকে তাহলে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনার জন্য পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি (এই টেন্ডার নথিপত্রের ফর্ম-৬) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সহ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত/চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের নিকট থেকে সংসিত যথাযথভাবে নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট দ্বারা সমর্থিত নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটের কপি জমা করতে হবে। **অন্যান্য নথিপত্র জমা করতে হবে :** টেন্ডার নথিপত্র অনুযায়ী। **সমপ্রকৃতির কাজ :** এই টেন্ডারের কাজের জন্য এসডিএইচ/পিডিএইচ উপকরণ (এসটিএম-১/এসটিএম-৪/এসটিএম-১৬, এমইউএক্স ইত্যাদি) সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণের সঙ্গে যুক্ত কাজকে সমপ্রকৃতির কাজ হিসেবে গণ্য করা হবে। **দ্রষ্টব্য:** টেন্ডারদাতাকে দরপত্রের প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত তাঁর/তাঁদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণকারী দাবীর সমর্থনে নথিপত্র জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা করা প্রমাণপত্রে সমর্থনে নথিপত্র/শংসাপত্রের অনুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদাতা সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি দ্বারা স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নে অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)। (SDAH-105/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

**Bidhannagar Municipal Corporation**

i)NIT No. 383/PWD(BMC)(6th call), Dated - 10.07.2023
ii)NIT No. 384/PWD(BMC)(6th call), Dated - 10.07.2023
iii)NIT No. 385/PWD(BMC)(6th call), Dated - 10.07.2023

e-Tender has been invited for improvement road, construction concrete road cover drain, slab, and electrical work at different wards under BMC.
For details, please follow Tender Id
i) 2023_MAD_546202_1 to 15 (ii) 2023_MAD_546239_1 to 7 iii) 2023_MAD_546208_1 and 2 in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. Last date of Bid submission - i) to iii) 20.07.2023 up to 3:00 p.m.

Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

**ABRIDGED TENDER NOTICE**

The Ex-officio Divisional Manager, WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows.

| NIT No. | Name of Project | Bid Submission Start Date | Last date of bid Submission |
|---|---|---|---|
| 97/DM/URF/ WBFDC/2023-24 | 1st Year Maintenance of Control of air pollution by Plantation at Golf Centre Co-ordination committee under direction of NGT Pltn. (Phase-I) over 12 Ha. during the year 2023-24 | 11.07.2023 (10.00AM) | 18.07.2023 (05.00PM) |
| 98/DM/URF/ WBFDC/2023-24 | 1st Year Maintenance of Control of Air pollution by Institutional plantation under direction of National Green Tribunal at different locations of NGT Plantation. (Phase-I) during the year 2023-24 | | |
| 99/DM/URF/ WBFDC/2023-24 | 1st Year Maintenance of Control of Air pollution by Institutional plantation under direction of National Green Tribunal at different locations of NGT Plantation. (Phase-I) during the year 2023-24 | | |
| 100/DM/URF/ WBFDC/2023-24 | 1st Year Maintenance of Control of Air pollution by Institutional plantation and block plantation under direction of National Green Tribunal at different locations of NGT Plantation. (Phase-I) during the year 2023-24 | | |

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

**ABRIDGED TENDER NOTICE**

The Ex-officio Divisional Manager, WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows.

| NIT No. | Name of Project | Bid Submission Start Date | Last date of bid Submission |
|---|---|---|---|
| 101/DM/URF/ WBFDC/2023-24 | 1st Year Maintenance of Control of air pollution by Block Plantation & Embankment Plantation under direction of National Green Tribunal at different locations of East Kolkata Wetlands, during the year 2023-24 | 11.07.2023 (10.00AM) | 18.07.2023 (05.00PM) |
| 102/DM/URF/ WBFDC/2023-24 | 1st Year Maintenance of Avenue Plantation works as per Hon'able National Green Tribunal at different locations of East Kolkata Wetlands, during the year 2023-24 | | |

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

**হাওড়া পৌরনিগম**

৪, মাহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোন .০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ / ১২ / ১৩, ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

কাগজে প্রকাশ করার জন্য সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক.), হাওড়া পৌরনিগম আহ্বান জানাচ্ছে ২ (দুটি) ই-টেন্ডারের হাওড়া পৌরনিগমে বৈদ্যুতিক কাজের জন্য। টেন্ডারারদের জানানো হচ্ছে তাদের আবেদন সাথে প্যানকার্ড, ট্রেডলাইসেন্স, ঠিকাদার লাইসেন্স, সুপারভাইসরস সার্টিফিকেট এবং আপ-টু-ডেটজি এসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান ত্রৈমাসিকের নিরিখে), পিটিসিসি, আইটিসিসি ইত্যাদি জমা করতে।
বিড জমা দেওয়া শুরু হচ্ছে (অনলাইন) ০৬.০৭.২০২৩ বিকাল ৬টা থেকে।
বিড জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ (অনলাইন) ১৭.০৭.২০২৩ বিকাল ৬ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুনঃ https://wbtenders.gov.in

৮১(১) / ২৩-২৪
০৭.০৭.২৩

সেক্রেটারি
হাওড়া পৌরনিগম

**টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড**

CIN: L01132WB1893PLC000742
রেজ. অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণি, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন নং-২২৪৮৭৬৮৫, ফ্যাক্স নং- ০৩৩ ২২১০০৫৪১
ই-মেলঃ infotonganitea.com , ওয়েবসাইটঃ www.tonganitea.com

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের জন্য টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেডের সদস্যদের ১৩০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা শনিবার, ৫ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে সকাল ১১ঃ৩০ এ, (ভারতীয় সময়) ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে ( কোম্পানি আইন, ২০১৩ (অ্যাক্ট) এবং SEBI এবং MCA সার্কুলার নং ২০ / ২০২০ এবং ১০/ ২০২০, তারিখের দ্বারা জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলারগুলির বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে ("VC") বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("OAVM") ৫ মে, ২০২০ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ যথাক্রমে এবং ১৬ মে, ২০২৩ তারিখের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য MCA দ্বারা জারি করা অন্যান্য সার্কুলার।

উল্লিখিত সার্কুলারগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, ৩১ মার্চ, ২০২৩ সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তিটি ই-মেইলের মাধ্যমে নিবন্ধিত শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল আইডিতে পাঠানো হয়েছে যাদের আইডি কোম্পানিতে নিবন্ধিত। রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা অন্যান্য ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) এবং এটি ১০ জুলাই, ২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

যে সকল সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি, তারা ডিম্যাট আকারে শেয়ারের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন এবং ডিপির সাথে তাদের বিশদ যাচাই / আপডেট করতে পারেন এবং প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট বা কোম্পানির সাথে আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ অনুযায়ী কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি ২০ এর সাথে পড়া, কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদেরকে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনে ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। বিজ্ঞপ্তিতে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং বিধিগুলির বিধান অনুসারে বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া হল-

ক) দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময়.ঃ ২ আগস্ট, ২০২৩ সকাল ৯টা এ।
খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময় ঃ ৪ আগস্ট, ২০২৩ বিকাল ৫টায়।
গ) কাট-অফ তারিখ ঃ ২৯ জুলাই, ২০২৩।
ঘ) বিনিয়োগকারীরা যারা পরবর্তীতে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২৯ জুলাই, ২০২৩-এ শেয়ার ধারণ করেছেন, তাদের ফোলিও নম্বর / ডিপি আইডি উল্লেখ করে ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড ক্লায়েন্ট আইডি পেতে কোম্পানির কাছে investocare@tonganitea.com-এ তাদের যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
ঙ) ৪ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ বিকাল ৫ টার পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
চ) একজন সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তার ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
ছ) যে ব্যক্তির নাম শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তিনিই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের পাশাপাশি সাধারণ মিটিং-এ ভোটদানের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
জ) ইলেক্ট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটিও ভিসিও / এভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে। শুধুমাত্র ভিসিও / এভিএম-এর মাধ্যমে সভায় উপস্থিত থাকা সদস্যরা যারা ইতিমধ্যে দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেননি তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। সভা যে সদস্যরা এজিএমের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা রেজোলিউশন (গুলি) তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও ভিসিও / এভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য হবেন কিন্তু এই জাতীয় রেজোলিউশনে আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
ঝ) ১৩০ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.tonganitea.com এবং CDSL-এর ওয়েবসাইটে www.evotingindia.com পাওয়া যাবে।
ঞ) ইলেকট্রনিক ভোটিং নির্দেশাবলীর জন্য, শেয়ারহোল্ডাররা ১৩০ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে নির্দেশাবলীর মধ্য দিয়ে যেতে পারেন এবং ইলেকট্রনিক ভোটিং এর সাথে সম্পর্কিত যেকোন প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ("FAQs") এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল উল্লেখ করতে পারেন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য এখানে উপলব্ধঃ www.evotingindia.com সহায়তা বিভাগের অধীনে অথবা শ্রী অরিন্দম রায়চৌধুরী, কোম্পানি সেক্রেটারি, ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণি, ৩য় তলা, কলকাতা-৭০০ ০০১-এর সাথে যোগাযোগ করুন অথবা একটি ইমেল লিখুন investorcare@tonganitea.com-এ বা কল করুন +৯১ ৩৩ ২২৪৮৭৬৮৫ নম্বরে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক) বিধিমালা ২০১৪-এর নিয়ম ১০ এবং SEBI -এর প্রবিধান ৪২ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ৫২০ ১৩০ তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য এবং শেয়ার ট্রান্সফার বইয়ের নিবন্ধন ৩০ জুলাই, ২০২৩ থেকে ৫ আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত (উভয়দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষ থেকে
স্বা /- অরিন্দম রায়চৌধুরী
(কোম্পানির সেক্রেটারি)
মেম্বারশিপ নং. এ৩৭৬০২

তারিখঃ ১০ জুলাই, ২০২৩
স্থানঃ কলকাতা

## বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

# রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার মাছের দেখা মিলল আমেরিকায়!

আতঙ্কের নাম রক্তচোষা! আমেরিকার হ্রদে ত্রাস হয়ে উঠেছে ভ্যাম্পায়ার। ফের রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার মাছের দেখা মিলল আমেরিকায়! মৎস্যজীবী ও পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ল্যাম্প্রে মাছের পুনরাবির্ভাব ঘিরে। করোনার আগে ওই মাছের সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছিল। নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছিল নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে। কিন্তু অতিমারীর সময় তা সম্ভব না হওয়ায় দ্রুত বেড়ে গিয়েছে ওই মাছের সংখ্যা। এখন যা আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। ঠিক কেমন এই ল্যাম্প্রে মাছ? ইলের মতোই পরজীবী এই মাছ মোটামুটি ৬ থেকে ১২ ইঞ্চির মতো লম্বা হয়। বলা হয়, ডাইনোসরের আগে থেকেই পৃথিবীতে এরা রয়েছে। কিন্তু শিল্প দূষণের কারণে এদের সংখ্যা কমতে শুরু করেছিল। বহু নদী থেকেই এরা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

এদের দু'ধরনের দাঁত হয়। একধরনের দাঁত দিয়ে অন্য মাছকে আঁকড়ে ধরে। অন্য ধরনের দাঁত লাগে রক্ত চোষার কাজে। এদের বিপন্ন প্রাণী হলেই ধরা হত। কিন্তু নতুন করে এই মাছের সংখ্যাবৃদ্ধিতে উদ্বেগ বাড়ছে। সুপিরিয়র হ্রদ, মিচিগান হ্রদ, হুরন হ্রদ, ইরি হ্রদ ও অন্টারিও হ্রদের মতো বহু জলাশয়ে ওই মাছের প্রকোপ নিয়ন্ত্রণ করতে ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ করা হয়েছে। যেনতেন প্রকারেণ ল্যাম্প্রে মাছের দৌরাত্ম্য রুখতে মরিয়া পরিবেশবিদরা। ব্যবস্থা নেওয়ার সমস্ত পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

# মহাকাশে মহাকাশচারীদের খাবার জল তৈরি করবে নাসা

মহাকাশে জলের খুব কষ্ট। তাই সেই জল কোথা থেকে পাওয়া যায় তার জন্য চিন্তা করছিল নাসা। এবার নতুন খবর সেই জল সংকটে ভুগতে হবে না মহাকাশচারীদের। তাদের প্রস্রাব ও গায়ের ঘাম থেকেই এবার খাবার জল তৈরি করবে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসা। সেই জল পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ ও সুস্বাদু হবে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) জলের চাহিদা মেটাতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে নাসা। বিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার ব্রাউন জানান, প্রস্রাব থেকে তৈরি জল এতটাই বিশুদ্ধ হবে যে, সেটি মহাকাশচারীদের স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো হবে। চলতি সপ্তাহে নাসার নিজস্ব ওয়েবসাইটের খবরে বলা হয়েছে, সংস্থাটির এনভায়রনমেন্ট কন্ট্রোল অ্যান্ড লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম (ইসিএলএসএস) বিশেষ প্রক্রিয়ায় মহাকাশচারীদের প্রস্রাব ও গায়ের ঘাম বিশুদ্ধ করে তা থেকে জল তৈরি করছে। এনভায়রনমেন্ট কন্ট্রোল অ্যান্ড লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম হলো কম্পিউটার হার্ডওয়্যার সিস্টেম যাতে নানারকম অ্যালগোরিদম ও টেকনোলজি আছে। ওয়াটার

রিকভারি সিস্টেমও আছে, যা বর্জ্য থেকে জল তৈরি করতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি করা হয় ওয়াটার প্রসেস অ্যাসেম্বলি দিয়ে। এমনকি মানুষের ত্বক থেকে বের হওয়া ঘাম, নাকের নিঃশ্বাসও বিশুদ্ধ করতে পারে এই সিস্টেম। নাসা জানিয়েছে, তাদের কাছে আছে আরও একটা সিস্টেম, যার নাম ইউরিন প্রসেস অ্যাসেম্বলি। এই সিস্টেম প্রস্রাবকে বিশুদ্ধ করে। এই সিস্টেমের ভ্যাকিউম ডিস্টিলেশন প্রস্রাবকে প্রায় ৯৮ শতাংশ বিশুদ্ধ করে খাবার জল তৈরি করতে পারে। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে সহজে জল সরবরাহ করা সম্ভব নয়। সবই পৃথিবী থেকে নিয়ে যেতে হয় মহাকাশচারীদের। সেখানে মধ্যাকর্ষণও নেই। মহাকাশচারীদের খাবারের চাহিদা মেটাতে মহাকাশেই ফসল ফলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সারাদিন কম করে হলেও এক গ্যালন জল লাগে মহাকাশ স্টেশনে। মহাকাশচারীদের খাওয়া, রান্নাবান্না, হাতমুখ ধোয়া সবই আছে। এত জল কোথায় থেকে আসবে! নাসার বিজ্ঞানীরা তাই ঠিক করেছেন, মহাকাশচারীদের প্রস্রাব থেকেই তৈরি হবে খাবার জল। মহাকাশে কোনো কিছুই ফেলার নয়। এমন শূন্য মধ্যাকর্ষণে (জিরো গ্র্যাভিটি) পৃথিবীর মতো বিলাসিতা সেখানে চলবে না। তাই সবকিছুকেই রিসাইকেল করতে হবে। প্রস্রাব, গায়ের ঘামও বাদ যাবে না।

# লর্ডস মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ অগ্রগামীর জন্য লর্ডস মার্ক মাইক্রোবায়োটেক চালু করেছে

গুয়াহাটি,১০ জুলাই ঃ লর্ডস মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ, একটি নেতৃস্থানীয় বৈচিত্র্যময় ব্যবসায়িক গোষ্ঠী, একটি চালু করেছে। নতুন সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা-লর্ডস মার্ক মাইক্রোবায়োটেক-ভারতে জিনোম টেস্টিংকে চ্যাম্পিয়ন করতে তাদের প্রথম অনলাইন ল্যাব। উদ্যাপনের অংশ হিসেবে নতুন সহায়ক প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। লর্ডস মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ দ্বারা ব্যবসায় ২৫ বছরের শ্রেষ্ঠত্বের সফল সমাপ্তি। লর্ডস মার্ক মাইক্রোবায়োটেক চালু করার সাথে সাথে, কোম্পানি লালাভিত্তিক প্রযুক্তিও চালু করছে। এর ব্র্যান্ড MyDNA এর মাধ্যমে জিনোম পরীক্ষার জন্য, যার ফলাফল ৯৯ নির্ভুলতা। লালাভিত্তিক পরীক্ষা করে রক্ত নিষ্কাশন বা ফ্লেবোটোমিস্টের প্রয়োজন নেই। সংযোজন পড়ার পর একজন ব্যক্তি এটি করতে পারেন। তাদের বাড়িতে কিট নির্দেশাবলী। লর্ডস মার্ক মাইক্রোবায়োটেক পণ্য তৈরির লক্ষ্য রাখবে এবং জিনোম টেস্টের প্রযুক্তি সারাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে ডাক্তারদের মাধ্যমে উপলব্ধ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী। কোম্পানির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে, লোকেরা অনলাইনে জিনোম টেস্টিং কিট অর্ডার করতে পারে। যা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিতরণ করা হবে এবং পরীক্ষা চালানোর পরে রিভার্স পিক আপ করা হবে। লর্ডস মার্ক পলিজেনিক রিস্ক স্কোর (পিআরএস) গণনা করার জন্য ইন্ডাস্ট্রির পেটেন্ট অ্যালগরিদমও রয়েছে যার নাম SNAPPY,যা একটি বৈশিষ্ট্য বা অবস্থার জন্য একজন ব্যক্তির জেনেটিক ঝুঁকি (প্রবণতা) অনুমান করে। পিআরএসএর যোগফল নেয় একটি নির্দিষ্ট রোগের জন্য একটি সামগ্রিক জেনেটিক ঝুঁকি গণনা করতে সমস্ত পরিচিত সাধারণ রূপগুলির (সমষ্টি)। উদ্যাপনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে, লর্ডস মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ সচ্চিদানন্দ উপাধ্যায় বলেন, জিনোমপরীক্ষা ভারতে স্বাস্থ্যসেবায় বিপ্লব ঘটানোর সম্ভাবনা সহ একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন ক্ষেত্র। এই প্রসঙ্গে, এটাআমাদের গর্বের বিষয় যে এই নতুন সাবসিডিয়ারি চালুর ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে মিলে যাচ্ছেলর্ডস মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবসায় উৎকর্ষতা। লর্ডস মার্ক মাইক্রোবায়োটেক প্রতিরোধমূলক বিষয়ে মনোনিবেশ করবে প্রাথমিক সনাক্তকরণ, স্ক্রীনিং এবং রোগগুলির জন্য ব্যক্তিগতকৃত হস্তক্ষেপের জন্য জিনোমিক পরীক্ষা যেমন- ক্যান্সার, কার্ডিওভাসকুলার ডিজঅর্ডার, ডায়াবেটিস বা বংশগত অবস্থা। নতুন সাবসিডিয়ারিটি দেশব্যাপী ৪৮টি শহরে অ্যাক্সেসযোগ্য এবং সাশ্রয়ী মূল্যের জিনোম টেস্টিং অফার করার লক্ষ্য রাখবে। প্রাথমিক ফোকাস মেট্রো এবং টায়ার ১ শহরগুলিতে এবং তারপরে পরবর্তী ৩-৪ বছরে টায়ার ২ এবং টায়ার ৩ শহরে থাকবে। গত ২৫ বছরে লর্ডস মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত দক্ষতা ব্যবহার করে এবং উন্নত বৈজ্ঞানিক গবেষণা, জিনোম পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষকে সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকির অন্তর্দৃষ্টি পেতে সাহায্য করবে তাদের জেনেটিক অবস্থার গভীরতা বিশ্লেষণ এবং অধ্যয়ন।

# কবে চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবে চন্দ্রযান-৩, অবশেষে দিনক্ষণ ঘোষণা করল ইসরো

কবে চাঁদের উদ্দেশে উড়ে যাবে চন্দ্রযান-৩, জানালো ইসরো। আগেই জানা ছিল জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে চাঁদে পাড়ি দেবে চন্দ্রযান। এবার একেবারে দিনক্ষণ ঘোষণা করল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। জানানো হয়েছে, মহাকাশযানটি উৎক্ষেপণ করা হবে ১৪ জুলাই। ঠিক কী জানানো হয়েছে? ইসরো জানিয়েছে, শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্রের সবচেয়ে ভারী লঞ্চ ভেহিকেল থেকে ওইদিন দুপুর ২.৩৫ মিনিটে রওনা দেবে চন্দ্রযান-৩। এর আগে ইসরো জানিয়েছিল, ১৩ জুন পাড়ি দেবে যানটি। এবার জানা গেল, সেদিন নয়, পরের দিন যাত্রা শুরু।উল্লেখ্য, এই মিশনটির জন্য খরচ হচ্ছে মোট ৬১৫ কোটি টাকা। এই মিশনটি শুধু যে ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা নয়। এর ওপর নজর আছে গোটা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলির। কারণ আগের

অভিযানগুলি থেকে পাওয়া তথ্য এবং এই অভিযানের তথ্য পরবর্তী গবেষণায় সাহায্য করবে। এই মিশনের গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হল শেপ প্রযুক্তি। যা চাঁদের (গ্বণণঢ) কক্ষপথ থেকে পৃথিবীর ছবি ও অন্যান্য মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করবে বিজ্ঞানীদের। ২০১৯ সালে চাঁদে নামার লক্ষ্যে রওনা দিয়েছিল চন্দ্রযান-২। কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি। এবার নতুন করে আশায় বুক বাঁধছে ইসরো। পুরনো ব্যর্থতার রেশ মুছে নতুন করে সাফল্যের স্বপ্ন দেখছেন বিজ্ঞানীরা।

# ২৪ ঘণ্টায় ২২০০ বার ভূমিকম্প আইসল্যান্ডে! প্রশ্ন তুলছেন বিজ্ঞানীরা

২৪ ঘণ্টায় ২২০০ বার কেঁপে উঠল আইসল্যান্ডের রাজধানী রেকজাভিক। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতবার কম্পনে কেন এমনটা হলো , প্রশ্ন তুলছেন বিজ্ঞানীরা। বড়সড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, কম্পনের উৎসস্থল ফাগরাডালসফিয়ল পাহাড়ের পাদদেশে। এই পর্বতের অবস্থান আগ্নেয়গিরির উপরে। বুধবার বিকেল ৪টে থেকে কাঁপতে শুরু করে

মাটি। এরপর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লাগাতার চলতেই থাকে কম্পন। দেখা গিয়েছে ২ হাজার ২০০ বার কম্পন হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই বাড়ছে উদ্বেগ। তবে কোনও কম্পনই খুব বড় ছিল না। এর মধ্যে ৭ বারের কম্পনের মাত্রা ছিল ৪-এর উপরে। তবে সেটাকেও মৃদু কম্পন বলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু কেন এতবার কাঁপল মাটি? মনে করা হচ্ছে অগ্ন্যুৎপাতের লক্ষণ হতে পারে এই ক্রমান্বয়ে কম্পন। আসলে আইসল্যান্ডের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য যা, তাতে ঘনঘন কম্পন হয়। কিন্তু এত অল্প সময়ে এতবার কম্পন আগে হয়নি। তাহলে কি বড়সড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটতে চলেছে আইসল্যান্ডে? বাড়ছে আশঙ্কা। গোটা এলাকা থেকে সাধারণ মানুষকে সরিয়ে ফেলারও পরিকল্পনা করা হয়েছে।

# প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে নতুন বন্দে ভারত কোচ

কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি আরামদায়ক যাত্রা এবং রকেটিং গতির কারণে যাত্রীদের কাছ থেকে উচ্চ পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছে। এই ট্রেনগুলি এখন আরো কারিগরি অগ্রগতি দিয়ে সজ্জিত করা হচ্ছে যাতে

যাত্রীদের আরো আরাম দেওয়া হয়। শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, মাননীয় রেলপথ, যোগাযোগ, ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী সম্প্রতি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের চলমান উৎপাদন দেখতে চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করেছেন। ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে তার পরিদর্শনের সময়, মাননীয় রেলমন্ত্রী বন্দে ভারত স্লিপার সংস্করণ এবং বন্দে মেট্রো কোচের চলমান উৎপাদনের প্রশংসা করেছেন এবং জোর দিয়েছেন যে রেলওয়ে যাত্রী ও স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে সক্রিয়ভাবে প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করছে। ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি সম্প্রতি প্রায় ২৫টি প্রযুক্তিগত বর্ধিত বৈশিষ্ট্য সহ বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের একটি উন্নত সংস্করণ নিয়ে এসেছে যা বর্তমানে উৎপাদনাধীন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির পরবর্তী লটের জন্য প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই বর্ধিতকরণগুলির মধ্যে রয়েছে আসনের হেলান দেওয়ার কোণ বৃদ্ধি, আসনগুলির উন্নত কুশনিং,মোবাইলচার্জিং পয়েন্ট গুলিতে বর্ধিত অ্যাক্সেস যোগ্যতা, এক্সিকিউটিভ চেয়ার কারগুলিতে বর্ধিত পায়ের বিশ্রাম, জলের স্প্ল্যাশিং প্রতিরোধের জন্য গভীর ওয়াশবেসিন, টয়লেটগুলিতে আরও ভাল আলো, ফিক্সিং পয়েন্টগুলির ব্যবস্থা। দিব্যাঙ্গজনের দ্বারা ব্যবহৃত হুইলচেয়ার, ব্যবহারের সুবিধার জন্য ক্যাপাসিটিভ টাচ রিডিং ল্যাম্প এবং অ্যান্টি-ক্লাইম্বিং ডিভাইস ইত্যাদি। উন্নত বৈশিষ্ট্য সহ উন্নত কোচের উন্নয়ন বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রীদের সামগ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বাড়ানোর প্রতি রেল মন্ত্রকের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

# মেট্রোতে মোটরম্যানদের পরিবারের সদস্যদের কাউন্সেলিং

কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ মেট্রো রেলওয়ে তার লক্ষাধিক যাত্রীদের জন্য নিরাপদ এবং সুরক্ষিত পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত সম্ভাব্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ের নির্দেশ অনুসারে, মেট্রো কর্মীদের যথাযথ এবং আপডেট প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য নিয়মিত মক ড্রিল, টিউটোরিয়াল, বিশেষ সেশন ইত্যাদির আয়োজন করা হচ্ছে। একটি অনন্য উদ্যোগে, মেট্রো কর্তৃপক্ষ এখন মোটরম্যানদের পরিবারের সদস্যদের কাউন্সেলিং সেশন সংগঠিত করার জন্য একটি পদক্ষেপ এগিয়ে নিয়েছে যাতে তাদের মেট্রোতে কাজের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি তাদের অভিযোগ জানা যায়। বৈদ্যুতিক প্রকৌশল বিভাগ ০৯.০৭.২০২৩ তারিখে নোয়াপাড়ার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রথম এই ধরনের অধিবেশনের আয়োজন করে। এই অধিবেশনে মেট্রো মোটরম্যানদের স্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের সিমুলেশন রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যাতে তাদের স্বামীরা কীভাবে মহান দায়িত্ব এবং সতর্কতার সাথে ভূগর্ভস্থ টানেল এবং ভায়াডাক্টের উপর দিয়ে যাত্রী ভর্তি মেট্রো রেকগুলি প্রতিদিন চালায়। তাদের একটি রেফারেল ভিডিওও দেখানো হয়। এই অধিবেশনে, তাদের মোটরম্যানদের যথাযথ, পর্যাপ্ত এবং মানসম্পন্ন বিশ্রাম নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল যা দায়িত্বে যোগদানের আগে তাদের জন্য অপরিহার্য। মোটরম্যানদের স্ত্রীদেরও তাদের ফিট রাখতে এবং তাদের একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করার অনুমতি দেওয়ার জন্য যথাযথ স্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিবেশন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। মানসিক চাপ মোকাবেলা করার জন্য, প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে প্রতিদিন যোগব্যায়াম, ধ্যান বা অন্য যে কোনও ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল যা চাপমুক্ত থাকতে এবং যে কোনও পরিস্থিতি শান্তভাবে মোকাবেলা করতে সহায়তা করে। মোটরম্যানদের, যাদের খুব ভোরে ডিউটিতে যোগ দিতে হবে তাদের তাড়াতাড়ি ঘুমাতে এবং অযথা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সময় নষ্ট না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এটি নিশ্চিত করতে তাদের স্ত্রীদের সতর্ক থাকার অনুরোধ করা হয়েছিল। পরিবারের সকল সদস্য যারা এই কাউন্সেলিং সেশনে উপস্থিত ছিলেন তাদের একসাথে মানসম্পন্ন সময় কাটাতে এবং মেট্রো মোটরম্যানদের আরামদায়ক জায়গা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল যাতে তারা বাড়িতে নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে।

# ১৯টি রাজ্যে বড়সড় অপরাধী চক্র ফাঁস করল ডিজিজিআই

কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে কাজ চালানো সিন্ডিকেটদের বিরুদ্ধে অভিযানের অঙ্গ হিসেবে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ জিএসটি ইন্টেলিজেন্স (ডিজিজিআই)-এর কলকাতা আঞ্চলিক শাখা ১৯টি রাজ্যে সক্রিয় একটি বড়সড় অপরাধী চক্র ফাঁস করল। এই সিন্ডিকেটে একজন ব্যক্তি ভুয়ো সংস্থা তৈরি করত যার মাধ্যমে কোনও পণ্য বা পরিষেবা না দিয়েই জাল ইনভয়েস তৈরি করা হত এবং জাল আইটিসি দাখিল করা হত কমিশনের ভিত্তিতে। মোট ১২৭টি জাল কোম্পানি তৈরি করা হয় এবং প্রায় ১২৬.৯ কোটি টাকার বিশাল পরিমাণের জাল আইটিসি দাখিল করা হয় ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য। ডিজিজিআই-এর আধিকারিকরা চক্রের মূল পান্ডার খোঁজ পেয়েছেন এবং তাকে আটক করা হয়েছে। অভিযুক্ত তার জাল কার্যকলাপের কথা স্বীকার করেছে। এই মামলায় চক্রের পান্ডা নকল সংস্থা তৈরি করত এবং জিএসটি রেজিস্ট্রেশন পেত ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে। কম খরচে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে আধার, প্যান, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি সংগ্রহ করা হত। জাল ই'ওয়ে বিল দেওয়া হত ভুয়ো গাড়ির নম্বর দিয়ে স্থানীয় দালালদের মাধ্যমে এবং সেখানেই ইনভয়েসের সেই নম্বর ঢোকানো হত জাল ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটকে আড়াল করতে। এইভাবে তারা সাহায্য করত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পেতে। তিনটি মোবাইল ফোন এবং দুটি ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই চক্রের পান্ডাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং শিয়ালদহের অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পেশ করা হলে আদালত তাকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ভুয়ো আইটিসি ধরতে সামনের সারিতে আছে ডিজিজিআই কলকাতা জোনাল ইউনিট এবং ডিজিজিআই (এসএনইউ) ইস্ট। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ডিজিজিআই ২৪২.৪৭ কোটি টাকার ভুয়ো আইটিসি'র ৩২টি মামলা দায়ের করে যার মধ্যে ১৬.৫৯ কোটি টাকা উদ্ধার করা গেছে এবং ঐ মামলায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ বছরে চার মাসের কম সময়ে জাল ইনভয়েসের চারটি সিন্ডিকেট চক্রের ঘটনা ফাঁস করা হয়েছে। খোঁজ পাওয়া গেছে ৫৩৫ কোটি টাকার। ১৫৬টি ভুয়ো কোম্পানি এর সঙ্গে জড়িত ছিল। মূল পান্ডা পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ডিজিজিআই এই ধরনের সিন্ডিকেট এবং তাদের পান্ডাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে যারা জাল বিলের মাধ্যমে জিএসটি প্রশাসনকে ধোঁকা দিচ্ছে। জাল আইটিসি কান্ড সম্পর্কে যাঁরা তথ্য দেবেন তাঁদের উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে সিবিআইসি'র নির্দেশিকা মেনে।

# বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় এমন কোন সংবাদ প্রচার না করতে আহবান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা,বাংলাদেশ ১০ জুলাই ঃপ্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের অগ্রযাত্রা ও ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় বা সমালোচিত হয় এমন কোন সংবাদ প্রচার না করার জন্য সাংবাদিক সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।তিনি বলেন, 'আপনারা এমন কোন সংবাদ প্রকাশ করবেন না যা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে এবং এর চলমান অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত করে।'প্রধানমন্ত্রী আজ ১০ জুলাই তাঁর কার্যালয়ে অসুস্থ, অসচ্ছল ও আহত ৪৩৮ সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মাঝে প্রায় ৩ কোটি ৪১ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণকালে এ কথা বলেন।শেখ হাসিনা বলেন, তিনি সব সময় গণমাধ্যমের গঠনমূলক সমালোচনাকে স্বাগত জানান। কারণ, এতে আমরা নিজেদের সংশোধন করে নিতে পারি।তিনি আরো বলেন, 'গঠনমূলক সংবাদ সরকার চালাতে সাহায্য করে।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, গণমাধ্যম অবশ্যই সরকারের সমালোচনা করবে এবং স্বাধীনতা ভোগ করবে, তবে তা যথাযথ দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতার সাথে করা উচিত।তিনি বলেন, 'আমি চাই বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা (দায়িত্বহীন সাংবাদিকতার কারণে) আর বাধাগ্রস্ত হবনা।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা উপভোগ করার অধিকার সবার আছে। তবে তাদেরকে দায়িত্বশীল হতে হবে।তিনি বলেন, 'আপনারা অবশ্যই স্বাধীনতা উপভোগ করবেন। তবে আপনাদের দায়িত্বশীলতা এবং কর্তব্যপরায়ণতা দেখাতে হবে।'বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে তথ্য সচিব মো.

হুমায়ন কবির খন্দকারও বক্তব্য রাখেন।বিএফইউজে এবং ডিইউজে নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন সংবাদিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।শেখ হাসিনা বলেন তাঁর সরকার বাক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী উল্লেখ করে বলেছেন, 'আওয়ামী লীগ সরকারের বিগত ১৪ বছরে সাংবাদিক সমাজ যে ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করেছে এর আগে তা কখনোই করেনি।' গণমাধ্যমকে যে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে তা দেশকে ডিজিটালে রূপান্তরে আরো সহায়ক হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর একটি মাত্র টেলিভিশন চ্যানেল ছিল বিটিভি, এখন তার সরকার মূলত কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্যে বেসরকারি খাতে অনেক টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্রকে লাইসেন্স দিয়েছে।

# নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ চেকশনে ডাবল লাইনের জন্য ফাইনাল লোকেশন সার্ভে অনুমোদিত

মালিগাঁও, ১০ জুলাই ঃ রেল মন্ত্রালয় প্রায় ১৯ কিলোমিটার আলুবাড়িঠাকুরগঞ্জ সেকশন, প্রায় ১৬৮ কিলোমিটার আরারিয়া-ঠাকুরগঞ্জ-শিলিগুড়ি সেকশন, ১৪ কিলোমিটার শিলিগুড়ি টাউনগুলমা (বাই পাস লাইন) এবং নিউ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি সেকশনের ৮ কিলোমিটার নতুন ডাবল লাইন নির্মাণের জন্য ফাইনাল লোকেশন সার্ভের কাজে পুঁজি অনুমোদন ও বরাদ্দ করেছে। কাটিহারমালদা টাউন থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত রেল রুটটি হল উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেল ব্যবস্থায় প্রধান রুট। এই গুরুত্বপূর্ণ রেলপথটি ভারতের অবশিষ্ট রাজ্যগুলির সাথে সাতটি রাজ্য নিয়ে উত্তরপূর্ব অঞ্চলকে সংযুক্ত করে। লক্ষ্য স্থির করা সেকশনের ব্রডগেজ লাইন ডাবলিং করা উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জন্য উচ্চ অগ্রাধিকারের গুরুত্ব, কারণ এই অংশটি ভারতের উত্তরপূর্ব রাজ্য এবং দেশের বাকি অংশের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু হিসেবে কাজ করে। প্রস্তাবিত ডাবলিংয়ের কাজ সমাপ্ত হলে, কাটিহার থেকে উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলিতে চারটি লাইন সংযোগ থাকবে যা ভারতের উত্তর অংশের সাথে উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলিতে রেল ট্রাফিকের আরও ভাল গতিশীলতায় সহায়তা করবে। 'অ্যাক্ট নর্থইস্ট পলিসি'এর অধীনে, ভারত সরকার কৃষি সহ অবকাঠামো সেক্টরে বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ করছে যা পরিবহনের প্রয়োজন বাড়াতে বাধ্য। তাই এই রুটে যানবাহনের চাপ অনেক বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, অসম এবং আন্তর্জাতিক দেশগুলি যেমন নেপাল, ভুটান এবং বাংলাদেশের জন্য এই অঞ্চলটি ব্যবসা, বাণিজ্য এবং পর্যটনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। রেললাইন ডাবলিং করার সাথে সাথে এই সেকশনগুলির কাজ একবার সম্পূর্ণ হলে জোনের জন্য একটি প্রধান বিকল্প সংযোগ হিসাবে বিবেচিত হবে।

# উত্তর পূর্ব রেলের গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন

গোরখপুর, ১০ জুলাই ঃ গ্রীষ্মে যাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, ০৫০৫৩০৫০৫৪ গোরখপুর-বান্দ্রা টার্মিনাস-গোরখপুর গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেনটি ১৪ তারিখে গোরখপুর থেকে ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার্থে রেলওয়ে প্রশাসন দ্বারা চালানো হচ্ছে। জুলাই, ২০২৩ এবং বান্দ্রা টার্মিনাস থেকে ১৫ জুলাই, ২০২৩ এ ০১টি ট্রিপের জন্য নিম্নরূপ। এটিতে ভ্রমণকারী যাত্রীদের কোভিড -১৯ সম্পর্কিত সময়ে জারি করা সমস্ত মান অনুসরণ করতে হবে।০৫০৫৩ গোরখপুর-বান্দ্রা টার্মিনাস সামার স্পেশাল ট্রেনটি ১৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখে গোরখপুর থেকে রওনা হয় খলিলাবাদ থেকে ১০.১০ টায়, বাস্তি থেকে ১০.৪০ টায়, গোন্ডা থেকে ১২.০০ টায়, বাদশাহনগর থেকে ১৪.০২ টায়, বাদশাহনগর থেকে ১৪.০২ ঘটিকায়, আয়শাবাগ, কানপুর থেকে ঘন্টা কানপুর সেন্ট্রাল বান্দ্রা থেকে সেন্ট্রাল ছাড়ে টুন্ডলা ১৯.১৫ টায়, আগ্রা ফোর্ট ১৯.৫৫ টায়, গঙ্গাপুর সিটি ২২.৫৫ টায়, কোটা ০১.০৫ টায়, রতলাম ০৬.২৫ টায়, ভাদোদরা ১০.৩০ টায়, ভাদোদরা ১০.৩০ টায়, ১ ঘন্টা ২৩ টায় সুরাট।

# ভেঙে পড়ল বাড়ির ছাদ

কারনাল, ১০ জুলাই ঃ প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই হরিয়ানার কারনালে ভেঙে পড়ল একটি বাড়ির ছাদ। সেই ছাদ ভেঙে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে দম্পতির। মৃতদের নামসালিন্দর (৪৮) ও তাঁর স্ত্রী সুনিতা (৪৫), সেই সময় দু'জনে ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। রবিবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে কারনাল জেলার সগগা গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘুম থেকে ওঠার পর দেখেন সালিন্দরের বাড়ির ছাদ ভেঙে রয়েছে। সকাল ৬টা নাগাদ প্রতিবেশীরা এ বিষয়ে জানতে পারার পর পুলিশের খবর দেন।


**Name Change**

I, S. MORE (old name) S/O OMPRAKASH MORE Presently residing at 1/55/1, Dover Place, Kolkata-700019 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SHARAD MORE, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/07/2023. S. MORE and SHARAD MORE both are same and one identical person.

**Name Change**

I , Azizul Mallick @ Ajijur Mallick @ Ajijul Mallik S/O- Ohed Mallick @ Ohed Mallik resident of Baramashagaria, P.O.-Rasulpur, P.S.-Memari, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713151, shall henceforth be known as 'AJIJUL MALLICK' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 04/07/2023.

**Name Change**

I, SALEHAR PRODHANIA (old name) D/O NURBOX MONDAL Presently residing at SAMAGRA, CHITRANGAPUR, GOPALNAGAR, PIN-743251 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SALEHAR PRADHANIYA, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/07/2023. SALEHAR PRODHANIA and SALEHAR PRADHANIYA both are same and one identical person.

**Name Change**

I, SALIM PRODHANIA (old name) S/O MOTALEB PRADHANIYA Presently residing at SAMAGRA, CHITRANGAPUR, GOPALNAGAR, PIN-743251 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SELIM PRADHANIYA, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/07/2023. SALIM PRODHANIA and SELIM PRADHANIYA both are same and one identical person.

**Name Change**

I, SAMIR CHOWDHURY (old name) S/O LATE PULIN CHOWDHURY Presently residing at Vill-Chickrand Nivedita Nagar, PO-Chickrand, PS-Chanditala, Hooghly-712304 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SAMIR KRISHNA CHOWDHURY, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/07/2023. SAMIR CHOWDHURY and SAMIR KRISHNA CHOWDHURY both are same and one identical person.

**Name Change**

I, MUFADDAL ZAVERI(old name) S/O KAIZAR ZAVERI Presently residing at P/8, Hide Lane, Mohsin Building Hide Lane, Kolkata-700073 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MUFADDAL KAIZAR ZAVERI, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/07/2023. MUFADDAL ZAVERI and MUFADDAL KAIZAR ZAVERI both are same and one identical person.

**Name Change**

I, KESTO SAHA (old name) S/O TRIBANASOR SAHA Presently residing at Desh Bandhu Govt Colony, PO-Jogachha, PS-Jogachha, Howrah-711110 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KRISHNA SAHA, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/07/2023. KESTO SAHA and KRISHNA SAHA both are same and one identical person.

**Name Change**

I, SELIMA BEGUM (old name) W/O SK MD JAHIR Presently residing at BHATTAPUR, AKUNI CHANDITALA, HOOGHLY-712702 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SELIMA KHATUN, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/07/2023. SELIMA BEGUM and SELIMA KHATUN both are same and one identical person.

**Name Change**

I, JYSTNARA BEGUM (old name) W/O SEKH UZIR ALI Presently residing at Purba Nawabpur Dakshin-Chitpukur, PO-Krishna-Rampur, PS-Chanditala, Hooghly Rural-712705 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) JOTSNARA BEGUM, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/07/2023. JYSTNARA BEGUM and JOTSNARA BEGUM both are same and one identical person.

**Name Change**

I, SANTOSH DAS (old name) S/O JNANADA RANJAN DAS Presently residing at SATISHNAGAR, AKSHAYNAGAR, KAKDWIP, SUNDARBAN, PIN-743347 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)SANTOSH KUMAR DAS, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/07/2023. SANTOSH DAS and SANTOSH KUMAR DAS both are same and one identical person.

**Name Change**

I, REHAN ALAM(old name) S/O MOHABBUBAR ALAM Presently residing at Hatni, Pandua, Hooghly-712134 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)MD REHAN, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/07/2023. REHAN ALAM and MD REHAN both are same and one identical person.

**Name Change**

I, SURAJIT DHAR (old name) S/O Late ASHUTOSH DHAR Presently residing at 404, AURABINDA PALLY. P.O-KONNAGAR Dist - HOOGHLY (W.B), Pin - 712235 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SURAJIT KUMAR DHAR, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/07/2023. SURAJIT DHAR and SURAJIT KUMAR DHAR both are same and one identical person.

**Name Change**

I, RASHNI MUKHERJEE (old name) W/O SIDDHARTHA BHATTACHARYYA Presently residing at Flat No 1801, Kanchenjunga Tower, Block-F, 187F/1, B.T. Road, Godrej Prakriti Complex, PS-Khardah, Barrackpore-700115 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RASHNI BHATTACHARYYA, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/07/2023. RASHNI MUKHERJEE and RASHNI BHATTACHARYYA both are same and one identical person.

**Name Change**

I, BINOD DEBNATH(old name) S/O LATE KALIMOHAN DEBNATH Presently residing at GA-11, Sohini Apartment, Narayantala (W), Baguihati, Kolkata, N 24 Pgs-700059 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) BINOD BIHARI DEBNATH, vide an affidavit sworn before Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata on 07/07/2023. BINOD DEBNATH and BINOD BIHARI DEBNATH both are same and one identical person.

**Name Change**

I, TEJENDRA SINGH CHEEMA alias TEJENDER SINGH CHEEMA(old name) S/O SURENDERJIT SINGH CHEEMA Presently residing at –52, DhirendraNath Ghosh Road, PS-Kalighat, Kolkata-700025 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) TEJINDER SINGH CHEEMA, vide an affidavit sworn before Notary public at Alipore, 24 Parganas(south) on 01/07/2023. TEJENDRA SINGH CHEEMA, TEJENDER SINGH CHEEMA and TEJINDER SINGH CHEEMA all are same and one identical person.

**Name Change**

I, AVNEET SINGH CHEEMA Presently residing at –52, DhirendraNath Ghosh Road, PS-Kalighat, Kolkata-700025 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual nameTEJINDER SINGH CHEEMA instead of TEJENDER SINGH CHEEMA, TEJENDRA SINGH CHEEMA, vide an affidavit sworn before Notary public at alipore, 24 Parganas (South) on 01/07/2023. TEJENDRA SINGH CHEEMA, TEJENDER SINGH CHEEMA and TEJINDER SINGH CHEEMA all are same and one identical person.

**Name Change**

I, MOTALEB PRODHANIA(old name) S/O RAMJAN PRADHANIYA Presently residing at SAMAGRA, CHITRANGAPUR, GOPALNAGAR, PIN-743251 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MOTALEB PRADHANIYA, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/07/2023. MOTALEB PRODHANIA and MOTALEB PRADHANIYA both are same and one identical person.

**Name Change**

I , Arif Mollah S/O- Amjad Ali Mollah @ Amjed Ali Mollah resident of Baror, P.O.- Baror, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713146, shall henceforth be known as 'ARIF MOLLA S/O- AMJED ALI MOLLA' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 04/07/2023.

# কোচবিহারের পুনঃনির্বাচনে ভরসা কেন্দ্রীয় বাহিনীর বন্দুকের নল

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১০ জুলাই ঃ বিক্ষিপ্ত ভোট ছাড়া অবাধ ও শান্তিপূর্ণ সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে গত ৮ জুলাই কোচবিহারে পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে এমন কথাই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোরাফেরা করছে। করবেই না বা কেন। গত ৮ জুলাই জেলা জুড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সন্ত্রাস তার ভয়াল রূপ দেখিয়েছে তাতে আতঙ্কে আজও ঘুম হচ্ছে না সাধারণ মানুষের। ইতিমধ্যে সন্ত্রাসের বলি হয়েছে তিনজন। এমত অবস্থায় নির্বাচন কমিশন সোমবার কোচবিহার জেলার ৫৩ টি বুথে পুনঃনির্বাচনের নির্দেশ দেন। যার মধ্যে কোচবিহার ১ নং ব্লকে ১১ টি কোচবিহার ২ নং ব্লকে ৫ টি দিনহাটা ১ নং ব্লকে ১৭ টি দিনহাটা ২ ব্লকে ২ টি সিতাইয়ে ৪ টি শীতলকুচিতে ১ টি মাথাভাঙ্গা ১ নং ব্লকে ৩ টি মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকে ২ টি তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লকে ৫ টি এবং হলদিবাড়ির তিনটি বুথে পুনঃনির্বাচনের নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন। গত ৮ জুলাই কোচবিহারের যে কয়টি বুথে ছাপ্পা বোমাবাজি ভোট লুঠ ব্যালট বক্স ব্যালট পেপার জ্বালিয়ে দেওয়া এমনকি বিরোধী পলিক এজেন্টের খুনের ঘটনা হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম এই ৫৩ টি বুথ। যদিও পুনঃ নির্বাচনের আগের রাতে দিনহাটার ওকরা বাড়িতে কংগ্রেস প্রার্থীর বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের দিকে। এমত অবস্থায় সোমবার কতটা শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণ হবে তা নিয়ে দ্বন্দ্বে গোটা কোচবিহারবাসী। যদিও ঘটলো ঠিক তার উল্টো। সোমবার সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে মোতায়েন ছিল পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী। তবে তাদের ভোট গ্রহণের পদ্ধতি ছিল একটু ভিন্ন। একদিকে যেমন করা নিরাপত্তার বলে তারা মুড়ে ফেলেছিলেন সমগ্র বুথ সংলগ্ন এলাকা পাশাপাশি যে কোনরকম অশান্তি এড়াতে তৈরি রেখেছিলেন এলএনজি বন্দুক। ফলে শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হল কোচবিহারের ৫৩ টি বুথের পুনঃনির্বাচন। যদিও সিতাইয়ের শিবেশ্বর এলাকায় ভোট দিতে আসা সাধারণ মানুষকে বুথ কেঃেদ্রর অনেক দূরেই আটকে দেওয়ার অভিযোগ পাশাপাশি বোমাবাজির অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে আর এমত অবস্থায় ওই ভোট কেন্দ্রের বেশ কিছুটা দূরে পাট ক্ষেতের মধ্যে উদ্ধার হয় তাজা বোমা। যদিও খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান বিরাট পুলিশ বাহিনী। গত ৮ জুলাই কোচবিহারের ১ নং ব্লকের ফলিমারী অঞ্চলের ৪৩৮ নং বুথের বিজেপির পোলিং এজেন্ট মাধব বিশ্বাস কে বোমা মেরেও ভুলি করে খুন করা হয়.আর অভিযোগের তৃণমূল আশ্রিত দুষ্টুদের দিকেই। এই ঘটনার পর ওই এলাকার সাধারণ মানুষ ভোট প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেন। সোমবার পুনরায় ভোট গ্রহণ হয় সেই বুথেই। যদিও ছবিটা ছিল একদম ভিন্ন। নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে গ্রামবাসীরা একের পর এক সুষ্ঠুভাবে তাদের ভোটদার সম্পন্ন করলেন করা কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায়। মৃত মাধব বিশ্বাসের পরিবারকে সোমবার কোচবিহার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গাড়ি করে ভোট দিতে নিয়ে আসা হয়। চোখের জল চোখে নিয়েই ভোট দেন তার দিদি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। অপরদিকে সন্ত্রাসের আঁতুড় ঘর বলে পরিচিত কোচবিহারের দিনহাটা ১ ও ২ ব্লকের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হল সুষ্ঠুভাবে। এই ভোটেরতো আশা করেছিল সাধারণ মানুষ। অপরপক্ষে পুনর্নির্বাচনের আগে বিজেপি প্রার্থীর বাড়ির সামনে হুমকি ভরা পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো কোচবিহার -১ ব্লকের ঘুঘুমারি এলাকায়। ১৫৬ নম্বর বুথের বিজেপি প্রার্থী রেশমি দে ভৌমিক দেবের বাড়ির সামনে এদিন সকালে ওই হুমকি ভরা পোস্টার উদ্ধার হয়। বুথে গেলে গলা কেটে নেওয়া হবে। এই হুমকি ভরা পোস্টার উদ্ধার হয়। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ ভোটের দিন দুস্কৃতীরা গন্ডগোল করে। তাই এদিন পুনর্নির্বাচন হচ্ছে। কিন্তু হুমকি পোস্টারের ভয়ে এদিন আর বুথে যাইনি। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে এই এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা পরিষদ প্রার্থী আব্দুল জলিল আহমেদ। তিনি বলেন কেউ যদি বুথকেন্দ্রে যেতে না পারে আমাকে বলুক আমি নিজে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে. আসবো। বিজেপির অভিযোগ মিথ্যে আসলে তাদের লোক নেই তাই তারা তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে আঙুল তুলছে। যদিও এই ঘটনাকে উপেক্ষা করে প্রচুর এলাকার ভোটার ধীরে ধীরে তাদের ভোটদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন ওই বুথে। ১০ তারিখের পুনঃনির্বাচনের পর এবার রীতিমতো প্রশ্ন তুলছে কোচবিহারের আপামোর জনসাধারণ। কেন সুষ্ঠুভাবে ভোট হলো না ৮ জুলাই। সাধারণ ভোটারদের বক্তব্য কেন্দ্রীয় বাহিনী উপস্থিতিতে বিনা রক্তপাতে বিনা ভোটলুঠে যদি সুষ্ঠু ভোটসম্পন্ন করা যেত তাহলে কি অভিসন্ধি ছিল রাজ্য পুলিশের একজন মাত্র পুলিশ কর্মচারী দিয়ে বুথে বুথে ভোট করানোর ? তাহলে কি সন্ত্রাসের আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে শাসককে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত। কেন্দ্রীয় বাহিনীর বন্দুকের নল একমাত্র সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের পথ এমনটাই মত বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী থেকে ভোট দিতে আসা সাধারণ মানুষের। আগামীকাল ভোট গণনা। তাই কিছুটা হলেও শঙ্কিত বিরোধী শিবির। ২১ বিধানসভা নির্বাচনের পর কোচবিহারের ভোট পরবর্তী হিংসার নির্মম ছবি দেখেছিল রাজ্যবাসী। এবারও কি তাহলে পুনরাবৃত্তি ঘটবে সেই ঘটনার এই আশঙ্কায় দিন গুণছেন বিরোধী শিবির থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। যদি ইতিমধ্যে আদালত নির্দেশ দিয়েছেন স্পর্শকাতর এলাকায় ভোটের পরেও মোতায়েন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ফলে এখন দেখার গণনার পর জেলায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন দিকে তার পথ বদলায়।

## স্বেচ্ছ ভোট গণনার দাবীতে কংগ্রেসের স্মারকলিপি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১০ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত ভোটের গণনার দিন প্রতিটি ভোট গননা কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ে করা, নির্বাচন পরবর্তী হিংসা রুখতে প্রশাসনিক স্তরে উপযুক্ত উদ্যোগ নেওয়া এবং গননা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার দাবী জানিয়ে সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলা শাসকের দপ্তরে একটি ডেপুটেশন জমা দেওয়া হল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিজিত ভট্টাচার্য্য বলেন, পঞ্চায়েত ভোট ব্যাপক প্রহসন হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার না করে তাদের কোথায় বসিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে ব্যপক ছাপ্পা চলেছে। কাউন্টিং এ যাতে কোনোরকম প্রহসন না হয়, পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে যাতে শাসক দল ও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যাদের নাম নথিভুক্ত আছে কাউন্টিং এ তাদের ঢোকানোর ব্যবস্থা সহ নির্ভেজাল ভোট কাউন্টিং যাতে হয় তার দাবি রেখে এদিন ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এইদিন অভিজিত বাবু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, পূর্ব বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের সভাপতি প্রবীর গাঙ্গুলী, জেলা যুব সভাপতি গৌরব সমাদ্দার সহ আরও অন্যান্য নেতৃত্ব।

## অবশেষে রাজ্যসভার দলের মনোনীত প্রার্থী হলেন প্রকাশ চিক বড়াইক

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১০ জুলাই ঃ আলিপুরদুয়ার থেকে এই প্রথমবার রাজ্য সভায় প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছেন কোনো তপশিলি উপজাতির মানুষ। তিনি প্রকাশ চিক বড়াইক। বর্তমানে তিনি আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। চা বাগানের একজন কর্মী থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য। এরপর দলের জেলা সভাপতির দায়িত্ব। অবশেষে রাজ্যসভার দলের মনোনীত প্রার্থী প্রকাশ চিকবড়াইক। সোমবার প্রকাশের প্রার্থী হওয়ার খবর জানাজানি হতেই জেলার শাসক শিবিরে শুভেচ্ছার বন্যা বইতে থাকে। প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'দল যখন যে দায়িত্ব দিয়েছে তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি। আগামী দিনেও দলের একজন অনুগত সৈনিক হিসেবে কাজ করে যাব।' দলের জেলা চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী জানিয়েছেন, এই প্রথম আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে রাজ্যসভার সাংসদ প্রার্থী হিসেবে একজনের নাম উঠে এলো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসী সমাজের মানুষের প্রতি এবং তাঁদের উন্নয়নের দিকে যে বিশেষ নজর রাখেন প্রকাশকে প্রার্থী করা সেটাই প্রমাণ করলো।

## ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত ইসলামপুরে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১০ জুলাই ঃ ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত ইসলামপুরে। তৃনমূল ও নির্দলের মধ্যে সংঘর্ষ জখম পাঁচ। ঘটনাটি ইসলামপুর ব্লকের রুইয়া এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠি উঁচু করে তাড়া পুলিশের। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গিয়েছে এদিন সকালে রুইয়া গ্রামের এক তৃনমূল কর্মী বাজার করতে গিয়েছিল। সেখানে নির্দলের সমর্থকেরা ওই তৃণমূল কর্মীকে মারধর করে বলে অভিযোগ। সেই খবর রুইয়া গ্রামে ছড়িয়ে পড়তেই তৃণমূল ও নির্দলদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ঘরবাড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠে নির্দলদের বিরুদ্ধে।


**SBI** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
শাখা অফিস সাঙ্গানেরি গেট, এম আই রোড, জয়পুর, রাজস্থান-৩০২০০৩

**দাবী বিজ্ঞপ্তি**

যেখানে এখানে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণ গ্রহীতারা রিলায়েন্স হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড ("RHF") থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন। নীচের উল্লেখিত ডিড অফ অ্যাসাইনমেন্ট অনুসারে, RHFL রাজ্যের অনুকূলে আর্থিক সম্পদ এবং অন্যান্য অধিকার হস্তান্তর ও বরাদ্দ করেছে। ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। পরবর্তীকালে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অন্তর্নিহিত সিকিউরিটিগুলির প্রয়োগে সহ এই ধরনের সমস্ত কাজ করার জন্য অনুমোদিত। আমরা বলেছি যে আর্থিক সহায়তা নেওয়া সত্ত্বেও, ঋণগ্রহীতাবন্ধকরা সুদ এবং মূল পরিমাণ পরিশোধে বিভিন্ন খেলাপি করেছে। নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা অনুসারে, আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদের প্রয়োগ আইন, ২০০২ এর অধীনে অনুমোদিত অফিসারের ফলস্বরূপ অ্যাকাউন্টটি এখানে উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট তারিখগুলিতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ) এবং ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিরাপত্তা সুদ (এনফোর্সমেন্ট ) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত এখানে নীচে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাবন্ধকদেরকে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়ে নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ, চার্জ ইত্যাদির উপর চুক্তিগত হারে আরও সুদ সহ নোটিশ। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় তাদের জারি করা নোটিশগুলি অ-পরিষেধিত হয়ে ফিরে এসেছে এবং সেইজন্য তাদের এই বিষয়ে পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

| ঋণ গ্রাহকের নাম / ঠিকানা | বিজ্ঞপ্তির তারিখ, এন পি এ, এবং চুক্তির দলীল(ডি ও এ) | অপরিশধিত টাকার পরিমাণ | লোন স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১. মনিষ চক্রবর্তী ২. বৈশাখী চক্রবর্তী ১৪, সুভাষ পল্লী, নেতাজি নগর, মহিলা কলেজ, ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩১২১ | বিজ্ঞপ্তির তারিখঃ ১৬ই নভেম্বর ২০২২ এন পি এ তারিখঃ ৬ই অক্টোবর ২০২২, ডিওএঃ ২৯ ডিসেম্বর-২০১৮ | লোন একাউন্ট নম্বরঃ আরএইচএএইচকেওএল ০০০০৬৫০৭৫ (পিআর০০৭৫০৯৪৪) লোনের পরিমাণ ১৩০০০০০ টাকা, অপরিশোধিত টাকাঃ ১৩১৭৬৯০টাকা (তেরো লক্ষ সাতেরো হাজার ছয়শ নব্বই) ১২ই নভেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত। | স্থাবর সম্পত্তি বিয়ারিং ফ্ল্যাট নং ৩, ৩য় তলা, দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর পাশের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল ৫৫০ বর্গফুট পরিমাপ। একত্রে অবিভক্ত অংশীদারি ভাগ জমির পরিমাপ ৪ কাঠা ১৪ ছত্তাক, ডাক ঠিকানা - ১৯, জে. এল.নং.২৮, তৌজি নং.৬, খতিয়ান নং ৩৫৪, দাগ নং .২৪৫, ২৪৬, আর এস. খতিয়ান নং ১০৮৩, আর.এস. দাগ নং নং ১০৮৩, আর.এস. দাগ নং ২৪৫৪৫৫, চত্বর নং ৫৮, মৌজা ব্রহ্মপুরে অবস্থিত, নাথপাড়া, প.অ-গরিযা, থানা- রিজেন্ট পার্ক, এখন বাঁশদ্রোনি, জেলা ২৪ পরগণা দক্ষিণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ। |

উল্লিখিত পরিস্থিতিতে, নোটিশটি এতদ্বারা উপরোক্ত ঋণ গ্রহীতাদের, সহ-ঋণ গ্রহীতাদেরকে দেওয়া হল যে, এই নোটিশটি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ভবিষ্যতে সুদ এবং প্রযোজ্য চার্জ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করতে হবে। SARFAESI আইনের ১৩(৪) ধারা এবং এর অধীনে প্রযোজ্য বিধিগুলির অধীনে ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকীদের সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়া সহ সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে এই নোটিশের ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। দয়া করে মনে রাখবেন যে SARFAESI আইনের ধারা ১৩ (১৩) এর অধীনে, কোনও ঋণগ্রহীতা, সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত, নোটিশে উল্লিখিত তার কোনও সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় স্থানান্তর করতে পারবেন না।

তারিখঃ ১১ই জুলাই ২০২৩
স্থানঃ কলকাতা

স্বা /- স্বীকৃত আধিকারিক
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া



**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS**

**ABRIDGED NIT**

The **D.G. (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid systems for following works:
1. NIT No.: **KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/35 (1st Call)** Name of work: **Supplying/Raising/Lowering Manhole/Gully pit cover in multiple Wards under Br-IX.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,95,698.23** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **240 days.**
2. NIT No.: **KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/26 (2nd Call)** Name of work: **Repairing James Long Sarani (Eastern Flank) and surrounding area by laying hotmix in Ward No.-123, 124 under Br-XVI.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,90,571.19** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: ₹ **9,850.00**. Period of Completion: **150 days.** Last Date & Time of Submission of Bids: **28.07.2023 – 12 noon** (for Sl.No. 1) & **26.07.2023 – 12 noon** (for Sl.No. 2). The bid forms and other details are available on and from **18.07.2023 (12 noon)** (for Sl.No. 1) & **15.07.2023 (12 noon)** (for Sl.No. 2). from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 & 2).

The **DG [S&D], KMC** invites tender online item wise rate in two bid system for the following works:
1. NIT No.: **KMC/DB/LINER/06/23-24 (1st Call)** Name of the work: **Urgent manufacturing, supply of SS316 liner, cutless bushes and other necessary components of 1555 LPS capacity pump units at Duttabagan Drainage Pumping Station.** Estimated Cost: **Open Quotation**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **21 days**.
2. NIT No.: **KMC/DB/MS/07/23-24 (1st Call)** Name of the work: **Manufacturing, supply & fitting, fixing of M.S. gratings platforms and other M.S. structural works at the intake chamber of Duttabagan Drainage Pumping Station.** Estimated Cost: ₹ **2,88,750.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **21 days**.
3. NIT No.: **KMC/DG(S_D)/NOR/DPS/23-24/13 (1st Call)** Name of the work: **Urgent repairing of civil structure & toilets at PS-1 & Cossipore Drainage Pumping Station under S&D Deptt.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,14,840.39**. Earnest Money: ₹ **4,500.00**. Period of Completion: **42 days**.
4. NIT No.: **KMC/DG(S_D)/NOR/DPS/23-24/14 (1st Call)** Name of the work: **Replacement of old dilapidated asbestos shed with new ZN-AL Sheet including construction of Staff Room along with other ancillary works at Maniktala Syphone Drainage Pumping Station.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,57,792.42**. Earnest Money: ₹ **9,500.00**. Period of Completion: **75 days**.
5. NIT No.: **KMC/DG(S_D)/BDPS/MM/07/23-24 (1st Call)** Name of the work: **Replacement of 2 nos. mechanical seal & 3 nos. bearing and repairing & installation of SS-304 impeller shaft, diffuser of submersible pump unit no. A at MMPS under BDPS.** Estimated Cost: **Rate to be quoted**. Earnest Money: ₹ **6,900.00**. Period of Completion: **15 days**. Last Date & Time of submission of Bid: **21.07.2023 at 5 p.m.** (for Sl.No. 1 & 2), **20.07.2023 at 1 p.m.** (for Sl.No. 3 & 4) & **24.07.2023 at 12 noon** (for Sl.No. 5). Bid Submission start date (online): **12.07.2023 at 1 p.m.** (for Sl.No. 3 & 4). Date of opening of Technical Bid: **22.07.2023 at 1 p.m.** (for Sl.No. 3 & 4). The bid forms and other details are available on and from **12.07.2023, 5 p.m.** (for Sl.No. 1 & 2), **12.07.2023 at 1 p.m.** (for Sl.No. 3 & 4) & **14.07.2023 at 5 p.m.** (for Sl.No. 5) onwards from website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl.No. 1 to 5). For corrigendum etc., if any, the same website has to be followed (for Sl.No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (WS)/N, KMC** invites tender online in two bid system for following work:
E-NIT No.: **KMC/WS/N/23-24/28/3**
Name of the work: **Development and supply of unfiltered water supply from Rajendra Lal Street to 1, Harinath Dey Road bustee and allied works in Ward No.-28.** Estimated Cost: ₹ **3,98,476.07**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Last Date & Time of Submission of Bid: **25.07.2023 up to 2 p.m.** The tender will be opened on : **26.07.2023 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available on and from **18.07.2023 after 2 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **E.E. (WS/BDT), KMC** invites e-tender for the following work: (Submission of bid through online)
NIT No.: **KMC/WS/BDT/E/03/23-24**
Name of work: **Electrical installation work for 8 nos. (200mm x 150mm) dia power driven tubewell in different area of JU.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,92,453.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. **Time of Completion:** 15 days. Last Date & Time of online Submission of tender: **24.07.2023 at 5 p.m.** For full and further details, please visit the website **https://www.wbtenders.gov.in** Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The **C.O. (EWS), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: **KMC/EWS/CIVIL/SUMON3/23-24**
Name of the work: **Cleaning, sweeping and maintenance work of compound premisses at different workshop, common passage, etc. within the premisses of E.W.S.** Estimated Cost: ₹ **2,85,010.00** (Excl. CESS, GST & Contingency). Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **180 days**. Last Date & Time of Submission of Bid: **26.07.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **14.07.2023 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **E. E. (P&S), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: **KMC/EE_PS/VIII/86/4/23-24R1 (2nd Call)**
Name of work: **Beautification of park at 3 no. Lake Hospital Colony at Keyatala in Ward No. 86, Borough VIII.** Estimated Cost: ₹ **4,99,261.44**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last Date & Time of Submission of Bid: **19.07.2023 – 1 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **11.07.2023 (10 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

**CORRIGENDUM**

**NIT No.: KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/86 (1st Call)** published in this Newspaper on 08.07.2023 (Key No. 395/23-24) of **ROADS/SOUTH Department (Sl.No.-1).** Last date and time of submission of bid will be read as **20.07.2023** instead of 11.07.2023 and the bid forms and other details are available on will be read as **11.07.2023** instead of 20.07.2023 from the website **https://etender.wb.nic.in**

405/23-24


## বোমা বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল এলাকা, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১০ জুলাই ঃ গভীর রাতে গণনা কেন্দ্রের থেকে আনুমানিক ১ কিলোমিটার দূরে বোমা বিস্ফোরণের শব্দে কেপে ওঠে এলাকা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। একটি তাজা বোমা বলে সুত্রের খবর। রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ ব্লকের বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ওভারল্যান্ড কলোনীতে। সোমবার সকালেই এলাকায় গিয়ে দেখা যায় আতঙ্কে আছেন সাধারণ মানুষ। কলোনীর একটি পরিতক্ত ঘরে দেখা যায় ফেটে যাওয়া বোমার অংশ পড়ে আছে। এলাকাবাসী জানিয়েছেন তারা আতঙ্কে আছেন, রাত ১ টা নাগাদ এলাকায় প্রথম বিস্ফোরণ হয়। পুলিশ এসে বেশ কিছু সময় ধরে এলাকায় তল্লাশি চালায়। অভিযোগ ভোর ৩ টা নাগাদ ফের ১ টি বিস্ফোরণ ঘটে এলাকায়। সব মিলিয়ে পুনর্নির্বাচনের দিনও বোমার আতঙ্কেই রইলেন সাধারণ মানুষ। রাজনৈতিক মহলের ধারনা রবিবার রাতভর রায়গঞ্জের গণনা কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স বদলের গুজব ছড়িয়ে পড়ায় গণনা কেন্দ্রের সামনে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। গণনা কেন্দ্রের সামনে হাজির হয় বিরোধী দলের নেতারা এবং সমর্থকরা। সেই সময় কোনও রাজনৈতিক দলের ছত্র ছায়ায় থাকা দুস্কৃতিরা আতঙ্ক ছড়াতেই বোমাগুলি ফাটিয়েছিলো।

## ভোট লুঠে সাহায্যের অভিযোগ, নদীয়ায় পুলিশকে বেধড়ক মার

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১০ জুলাই ঃ মালদহ থেকে মেদিনীপুর, শনিবার গোটা রাজ্য থেকে যে ভোটচিত্র উঠে এসেছে, তাতে অশান্তির ছাপ স্পষ্ট। শাসক-বিরোধী তরজাও চলছে তুমুল। পুলিশ কোথায় ছিল? তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এরই মধ্যে ভাইরাল হয়েছে ভোটের দিনের একটি ভিডিয়ো, যেখানে দেখা যাচ্ছে, পুলিশকেই বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হচ্ছে। গ্রামবাসীরা কার্যত মাটিতে ফেলে পেটাচ্ছে এক পুলিশকর্মীকে। একটি বাড়ির ভিতর ঢুকে কোন ক্রমে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন তিনি। জানা গিয়েছে, শনিবার অর্থাৎ ভোটের দিন নদীয়ার গাংনাপুর এলাকায় কর্মরত ছিলেন ওই পুলিশ কর্মী। গ্রামবাসীদের দাবি, পুলিশ নাকি ভোট লুঠ করতে সাহায্য করছিলেন, সেই কারণেই নাকি মারধর করেন গ্রামবাসীরা। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গাংনাপুরের ২৭৯ নম্বর বুথে কর্তব্যরত ছিলেন কলকাতা পুলিশের কর্মী রাজু দাস। অভিযোগ, তাঁকেই মারধর করা হয় ভোটের দিন। গ্রামবাসীরা বলছেন, ওই দিন কিছু বহিরাগত বুথ দখল করতে যায় ওই দিন, আর সেই সময় ওই সশস্ত্র পুলিশ কর্মী ভয়ে বুথ ছেড়ে চলে যান। এলাকার একটি বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন তিনি। এরপরই উত্তেজিত জনতা ওই পুলিশকর্মীকে বাড়ি থেকে বের করে বাঁশ দিয়ে মারধর করেন বলে অভিযোগ। তাঁদের দাবি, ভোট লুঠ করতে সাহায্য করেছিলেন ওই পুলিশ কর্মী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ কর্মীকে উদ্ধার করে রানাঘাট হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায় পুলিশ। পুলিশ কর্মীকে মারধরে অভিযুক্তদের অনেকেই এলাকা ছাড়া বলে অভিযোগ।

## তৃণমূল নেতাকে খুন করে স্ত্রীকে বিধবা করে দেওয়ার 'হুমকি'

দুরন্ত বার্তা, খানাকুল, ১০ জুলাই ঃ গ্রাম বাংলার রায় কোন দিকে, তা বোঝা যেতে শুরু করবে সকাল থেকেই। আর তার আগের রাতেই ফের শাসকের গোষ্ঠীকোন্দলের অভিযোগ। বিদায়ি পঞ্চায়েত প্রধানকে গুলি করে খুন করে তাঁর স্ত্রীকে বিধবা করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। সোমবার সন্ধেয় ঘটনাটি ঘটেছে খানাকুল-১ ব্লকের অন্তর্গত কিশোরপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত। সেখানকার বিদায়ি পঞ্চায়েত প্রধান সন্দীপ বর এবার টিকিট পাননি। প্রথমে তিনি নির্দল হয়ে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু পরে অবশ্য মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন দলের নির্দেশে। আর এবার সেই সন্দীপ বরকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ শাসক দলেরই নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। সন্দীপ বরের একটি হোটেলের ব্যবসা আছে ময়াল এলাকায়। আজ সেই হোটেল ও দোকানঘর ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। বিদায়ি পঞ্চায়েত প্রধানের স্ত্রী মোনালিসা বরের অভিযোগ, তৃণমূলের খানাকুল-১ ব্লক সভাপতি ইলিয়াস চৌধুরীর আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই হামলা চালিয়েছে। হোটেলের ভিতরে কার্যত তাণ্ডব চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। দরজা ভাঙচুর হয়েছে, আসবাবপত্রও নষ্ট করা হয়েছে। অভিযোগ, তাণ্ডবের কীর্তি আড়াল করতে সিসিটিভি ক্যামেরাও ভাঙচুর করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিদায়ি পঞ্চায়েত প্রধানের স্ত্রীর দাবি, তাঁর স্বামীকে গুলি করে খুন করে তাঁকে বিধবা করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। যদিও এই জাতীয় অভিযোগ পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছেন খানাকুল-১ ব্লকের সভাপতি ইলিয়াস চৌধুরী। তাঁর বক্তব্য, পুরোটাই নাকি জনরোষের কারণে হয়েছে। এর সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই বলেই দাবি ইলিয়াসের। বলছেন, 'উনি নির্দল হিসেবে লড়াই করে বিজেপি ও সিপিএমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তৃণমূলকে হারানোর চক্রান্ত করেছিলেন। সেই কারণেই ক্ষিপ্ত হয়ে মানুষ জনরোষ চালিয়েছে। পঞ্চায়েতের সিট দখল করে বসে থেকেও মানুষের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন, নির্দল হয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কুসা চালিয়েছেন, সেই কারণেই জনরোষ তৈরি হয়েছে।'

## পড়ুয়াদের অঙ্কের ভীতি দূর করতে এগিয়ে এসেছে গণিত মেধা অনুসন্ধান কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ জুলাই ঃ পড়ুয়াদের অঙ্কের ভীতি দূর করতে এগিয়ে এসেছে গণিত মেধা অনুসন্ধান কেন্দ্র। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে তারা অঙ্কের বিভিন্ন কৌশল শিখিয়ে গণিতকে আনন্দদায়ক করে তোলার কাজ করে চলেছে। ফি বছর জেলা জুড়ে গণিতের মূল্যায়ন করে থাকে তারা। মেধা তালিকায় থাকা পুয়াদের পুরস্কৃত করার পাশাপাশি সফলদেরও শংসাপত্র দিয়ে উসাহিত করা হয়। রবিবার তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল মালদা কলেজের দুর্গা কিঙ্কর সদরে। অঙ্কের বিভিন্ন সহজ কৌশল অঙ্কের মাধ্যমে দেখায় শিক্ষার্থীরা। নিমিষের মধ্যে বড় বড় গুণ, ভাগ করা যায়, সেই কৌশলও দেখানো হয়। এদিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মুর্শিদাবাদের এডুকেশন কলেজের অধ্যাপিকা চন্দ্রমল্লিকা প্রামানিক, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক অনুকূলচন্দ্র বিশ্বাস, শিক্ষক শুভ্রাংশু চট্টোপাধ্যায়, শিখক দীপক রায়, ফেকু সেখ, সঞ্চালক দীপক দাস প্রমুখ।' করোনা কালে গত ৩ বছর মূল্যায়ন করা সম্ভবপর হয়নি। গত বছর মূল্যায়ন করা হয়। গোটা জেলার মোট ৭৫ স্কুলের ১৫৩৭ পড়ুয়া অংশ নেয়। ক্লাস থ্রি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মেধা তালিকায় মোট ১৫৭ জন স্থান দখল করে। সফলদের মধ্যে ১৭৫ জনকে শংসাপত্র দেওয়া হয়। তৃতীয় শ্রেণিতে ৯৬ পেয়ে সেরা কালিয়াচকের দ্য নোবেল অ্যাকাডেমির সামিহা সুলতানা। চতুর্থ শ্রেণিতে ৯২ পেয়ে সেরা একই স্কুলের ছাত্রী ফারিসা সিদ্দিকি। ৮৬ পেয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে সেরা একই স্কুলের ছাত্রী আদিবা নওয়াজ। কালিয়াচকের নোবেল একাডেমি নজর কাড়ল । ষষ্ঠ শ্রেণিতে ৮৪ পেয়ে সেরা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র সৈকত রায়। সপ্তম শ্রেণিতে ৯৬ পেয়ে প্রথম একই স্কুলে ছাত্র বিশাল শর্মা। ৯৯ পেয়ে অষ্টম শ্রেণিতে সেরা একই স্কুলের ছাত্র ইন্দ্রজিত ঝা। আয়োজক গণিত মেধা অনুসন্ধান কেন্দ্রের কর্ণধার দীপক দাস জানান, 'গত ৩ বছর কোরোনা-র কারণে আমরা পরীক্ষা নিতে পারি নি। এবার গত বছর থেকে শুরু হয়েছে। আগামীতে উচচমাধ্যমিক অবধি অঙ্ক মেধা পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এবার সাফল্যের দিকে শহরকে টেক্কা দিয়েছে কালিয়াচক। গণিতে সাফল্যের হার যেমন বেশি, তেমনই মেধা তালিকাতেও বেশ কয়েক জন স্থান দখল করেছে। দি নোবেল একাডেমির প্রধান শিক্ষক আকিদুল ইসলাম বলেন, আমাদের স্কুলের টপ হয়েছে কয়েকটি শ্রেনীতে ও ১৫ জন মেধাতে জায়গা করেছে । আমরা এই ফলাফলে আরো অনুপ্রাণিত হবো।

## অসহায় পরিবারের মুখে হাসি হাসি ফোটালো ডানকুনি আমরা সবাই ফাউন্ডেশন

দুরন্ত বার্তা, ডানকুনি, ১০ জুলাই ঃ কথায় আছে কন্যাদান বড় দান। এবার একই সাথে একই দিনে দুটি অসহায় পরিবারের মুখে হাসি হাসি ফোটালো ডানকুনি আমরা সবাই ফাউন্ডেশন। ধনিয়াখালি দশঘড়া এলাকার। এসমতারা খাতুনের পাশে দাঁড়িয়েছে ডানকুনির আমরা সবাই ফাউন্ডেশন , সিঙ্গুর বিধানসভার বড়া অঞ্চলের। বুড়ো দামনতলা এলাকার বাসিন্দা। মোকসেদ মল্লিকের মেয়ে তাসলিমা খাতুনের বিবাহের সমস্ত রকম আয়োজন করলেন আমরা সবাই ফাউন্ডেশন । তাসলিমার বাবা মোকসেদ পেশায় রাজমিস্ত্রি কোনরকমে চলে সংসার কিন্তু তিনি চিন্তায় ছিলেন এই অভাবের সংসারে মেয়েকে বিয়ে দেবেন কি করে , মেয়েকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করলেও মেয়ের সংসার নিশ্চিত করতে এক প্রকার চিন্তায় পড়েছিলেন বাবা-মাকসুদ , কথায় আছে না যার কেউ নেই তার ভগবান , আল্লাহ আছে। উপরওয়ালার মতোই তার পাশের এসে দাঁড়ালেন। ডানকুনির আমরা সবাই ফাউন্ডেশন। এবং নিসার আলী মল্লিক। বিয়ের খরচ থেকে শুরু করে খাওয়া দাওয়ার খরচা। এমন কি বিয়ের আংটিও তুলে দিলেন মেয়ের বাবার হাতে নিসার আলী মল্লিক। আমরা সবাই ফাউন্ডেশনকে পাশে পেয়ে চোখের জল কে আর ধরে রাখতে পারলেন না মেয়ের বাবারা। তারা জানালেন কিভাবে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো , তাদেরকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার কাছে নেই, কথা বলার ভাষাও তারা হারিয়ে ফেলেছেন একদিকে খুশি এবং অন্যদিকে কন্যা বিদায়ের বুকফাটা যন্ত্রণা, চোখ দিয়ে শুধু পড়ছে অঝরে জল। তিনি জানালেন এরকম ভাবেই তারা অসহায়, এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে, আমরা সবাই ফাউন্ডেশন এর অন্যতম মেম্বার। নিসার আলী মল্লিক জানালেন। আজকেই শুধু নয় এই নিয়ে। ১৮টা কন্যা দান করলাম। দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমরাও সকলে ভীষণ খুশি । তিনি জানান আমারও বাড়িতে মেয়ে আছে। আমি একজনের বাবা । এই যে ১৮ টা মেয়ের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি। এর থেকে বড় আনন্দের আর কিছু হতে পারে না। আগামী দিনে আরো মেয়ের পাশে দাঁড়াতে চাই। আরো কন্যা দান করতে চাই। এভাবেই এগিয়ে চলুক আমাদের সংগঠন এবং সমাজের স্বার্থে উন্নয়নের স্বার্থে অসহায় দরিদ্র মানুষের পাশে আমরা সারা জীবন থাকবো এই অঙ্গীকার নিয়েই আমরা কন্যাদান করে চলেছি ।

## কাঁকসায় ৫ টি বুথে পুনর্নির্বাচন, 'বয়কট' বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১০ জুলাই ঃ জনরোষে ব্যালট বক্স নষ্ট হওয়ার জের। পুনরনির্বাচন হল কাঁকসার ৫ টি বুথে। রিগিং ছাপ্পার প্রতিবাদে পুনর্নির্বাচন বয়কট করল বিজেপি। বুথ মুখোই হয়নি জনগণ, বলে দাবী সিপিএমের। নির্বাচনে পরাজয় জেনে বয়কট বলে কটাক্ষ তৃণমূলের। উৎসবের মেজাজে ভুরি ভোজ তৃণমূলের। প্রসঙ্গত, গত ৮ জুলাই নির্বাচনের দিন ভোট দিতে না পারায় প্রবল জনরোষ সৃষ্টি হয়। জনরোষে ব্যালট বাক্স কোথাও পুকুরে পড়ে, কোথাও নর্দমায় ফেলে দেয় ক্ষিপ্ত জনতা। তার জেরে কাঁকসার আমলাজোড়া পঞ্চায়েতের বাবনাবেড়া ১৪৩ ও ১৪৪ নং বুথ, শোকনা গ্রামের ১৫১ নং বুথ। ভোটের দিন আমলাজোড়া পঞ্চায়েতে সকাল থেকেই অশান্তির আবহ লেগেই ছিল। আমলাজোড়া পঞ্চায়েতের শোকনা গ্রামে ১৫১ নং বুথ বহিরাগতরা দখল করে নেয় বলে অভিযোগ। দুপুর নাগাদ গ্রামবাসীরা বুথে গিয়ে ভোট দিতে না পারায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে। উত্তেজিত জনরোষ আছড়ে পড়ে পোলিং বুথে। ভাঙচুর করে বুথে। ছাপ্পা দেওয়ার অভিযোগে উপস্থিত তৃণমূলকর্মীদের ওপর চড়াও হয়। তাতে গুরুতর জখম হয় ৩ জন। এমনকি ব্যালট বাক্স তুলে নর্দমায় ফেলে দেয়। আবার একইরকমভাবে বাবনাবেড়া গ্রামে দুটি বুথে বহিরাগত একদল দুস্কৃতী ভোট লুঠ করতে আসায় ঘিরে ধরে গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা লাঠি, বাঁশ নিয়ে পাল্টা তাড়া করে। বেগতিক বুঝে প্রান বাঁচাতে কয়েকজন মোটরবাইক ছেড়ে চম্পট দেয়।

# রোহিতের নেতৃত্ব নিয়ে বেজায় ক্ষুব্ধ সুনীল গাভাসকর

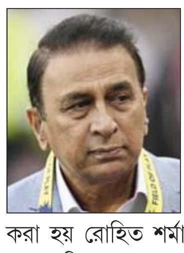

**মুম্বই, ১০ জুলাইঃ** ক্যাপ্টেন বদলালেই সব বদলে যাবে, ভারতীয় ক্রিকেটে এমন ছবিই তৈরি হয়েছিল। বিরাট কোহলির পর সব ফরম্যাটেই ক্যাপ্টেন করা হয় রোহিত শর্মাকে। কিন্তু পরিস্থিতি কিছু বদলায়নি। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেমিফাইনালেই বিদায়। কয়েক সপ্তাহ আগে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার। টানা দু-বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছেও রানার্স। ক্যাপ্টেন বদলে কী বদল হল! টেস্ট ক্যাপ্টেন হওয়ার পর বিদেশের মাটিতে একটি মাত্র টেস্টে পাওয়া গিয়েছে রোহিতকে। সেটা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালেই। তাঁর নেতৃত্বে চূড়ান্ত হতাশ কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। টি-টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন্সি থেকেই নিজেই সরে গিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। হঠাৎই গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের আগে ওয়ান ডে ক্যাপ্টেন্সি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তৎকালীন নির্বাচক প্রধান চেতন শর্মা একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, বিরাটকে জানিয়েই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে বোর্ডের তৎকালীন নির্বাচক প্রধান চেতন শর্মা এবং প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে ঘুরিয়ে 'মিথ্যেবাদী' বলতেও ছাড়েননি। ওডিআই ক্যাপ্টেন্সি থেকে সরানো প্রসঙ্গে বলেছিলেন, দল বাছাইয়ের দেড় ঘণ্টা আগে তাঁকে জানানো হয়, ক্যাপ্টেন্সি থেকে সরানো হচ্ছে। তেমনই বোর্ড প্রেসিডেন্ট একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, টি-টোয়েন্টি নেতৃত্ব ছাড়ার সময় বিরাটকে অনুরোধ করা হয়েছিল না ছাড়তে। যদিও বিরাট কোহলি দাবি করেন, বোর্ডের কোনও কর্তাই তাঁকে ক্যাপ্টেন্সি ছাড়ার সময় আটকাননি। আরও বলেন, বোর্ডের শীর্ষকর্তারা তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে জয় দিয়ে টেস্ট সিরিজ শুরু করেছিল ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচে

চোটে ছিলেন না কোহলি। তৃতীয় ম্যাচে ফেরেন। সিরিজের বাকি দু-ম্যাচ হেরে ১-২ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজও হারে ভারত। এরপরই টেস্ট ক্যাপ্টেন্সিও ছাড়েন বিরাট কোহলি। প্রত্যাশিত ভাবেই সহ অধিনায়ক রোহিত শর্মার হাতেই দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু জাতীয় দলের নেতা হিসেবে প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ রোহিত। এক সাক্ষাৎকারে সুনীল গাভাসকর বলেন, ''ওর (রোহিত) কাছ থেকে আরও অনেক বেশি প্রত্যাশা ছিল। ভারতের মাটিতে পারফর্ম করা আলাদা। কিন্তু বিদেশের মাটিতে পারফরম্যান্সই আসল পরীক্ষা। আর সেই পরীক্ষাতেই হতাশার পারফরম্যান্স। আইপিএলের এত অভিজ্ঞতা, একশোর বেশি ম্যাচে নেতৃত্ব দেওয়া, আইপিএলের অন্যতম সেরা ব্যাটারও। কিন্তু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টিমকে অন্তত ফাইনালে তুলতে না পারা ক্যাপ্টেনের ব্যর্থতা। যা খুবই হতাশার।'' অধিনায়ক হওয়ার পর আইসিসি টুর্নামেন্টে তাঁর ব্যাটিং পারফরম্যান্সও হতাশার। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ২৮ বলে মাত্র ২৭ রান করেছিলেন ক্যাপ্টেন। একাদশ বাছাইয়ের নানা ভুল তো ছিলই। বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর। ডমিনিকায় প্রথম টেস্ট খেলবে ভারত।

## অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে কানাডা ওপেনে লক্ষ্য-পূরণ

**টরেন্টো, ১০ জুলাইঃ** কানাডা ওপেন চ্যাম্পিয়ন হলেন লক্ষ্য সেন। অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন লি শি ফেংকে হারিয়ে জিতলেন খেতাব। চলতি বছরে এটাই লক্ষ্যের প্রথম টাইটেল জয়। ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের ভবিষ্যৎ বলে ধরা হচ্ছে লক্ষ্যকে। যে প্রতিযোগিতাতেই অংশ নেন, সেখানেই ছাপ ফেলে যান। কানাডা ওপেনে ভারতীয়দের হতাশ করেছিল অলিম্পিকে পদকজয়ী পিভি সিন্ধু। সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেন সিন্ধু। টুর্নামেন্টে একমাত্র ভারতীয় হিসেবে টিকে ছিলেন লক্ষ্য সেন। রবিবার তিনি ফাইনালে ওঠেন জাপানের কেন্টা নিশিমোতোকে হারিয়ে। আজ, ফাইনালে প্রতিপক্ষ লি শি ফেংকে ২১-১৮, ২২-২০ স্ট্রেট গেমে হারিয়েছেন লক্ষ্য। চলতি বছরে লক্ষ্যের এটা দ্বিতীয়

বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর। লক্ষ্যের কেরিয়ারের এটি দ্বিতীয় বিডব্লিউএফ সুপার ৫০০ ইভেন্টে জয়। ২০২২ সালে ইন্ডিয়া ওপেন জিতে প্রথম বার বিডব্লিউএফ সুপার ৫০০ ইভেন্টে জয় পান ভারতীয় শাটলার। কানাডা ওপেনের আগে চলতি বছরে লক্ষ্যের সেরা পারফরম্যান্স ছিল থাইল্যান্ড ওপেনে। তৃতীয় স্থানে শেষ করেছিলেন। কানাডা ওপেনের সেমিতে কেন্টা নিশিমোতোকে স্ট্রেট গেমে হারিয়ে ঝড়ের গতিতে ফাইনালে প্রবেশ করেন। ফাইনালেও সমান দাপট দেখালেন লক্ষ্য। প্রতিপক্ষ লি শি ফেং হলেন অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন। কাজটা সহজ ছিল না তরুণ শাটলারের কাছে। ফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। দুটি গেম জিতে শেষ হাসি হেসেছেন ভারতীয় শাটলার। গতবছর আগস্টে কমনওয়েলথ গেমসের পর এটাই লক্ষ্যের প্রথম খেতাব জয়। ভারতের দ্বিতীয় সিঙ্গলস খেলোয়াড় হিসেবে চলতি বছরে টাইটেল জিতলেন। ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন লক্ষ্য। ফাইনাল জেতার পর সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে তিনি বলেছেন, অলিম্পিক কোয়ালিফিকেশনের বছরে এসে আমার পারফরম্যান্স মনের মতো হচ্ছিল না। এই জয় আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে।

## পাক সরকারের হস্তক্ষেপ
### ক্ষিপ্ত প্রাক্তন পিসিবি প্রধান!

**লাহোর, ১০ জুলাইঃ** পাকিস্তানের বিশ্বকাপ খেলতে আসা নিয়ে নাটক অব্যাহত। পিসিবি আগেই জানিয়েছিল, বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নির্ভর করছে সেদেশের সরকারের উপর। চিঠি পাঠিয়ে পিসিবি বিশ্বকাপ খেলতে আসার অনুমতি চেয়েছে সরকারের কাছে। পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শেরিফ জানিয়েছেন, পাকিস্তানের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। চলতি সপ্তাহে ওই কমিটির বৈঠকের রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। রিপোর্টের উপর নির্ভর করছে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ ভবিষ্যৎ। এদিকে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পাক ক্রীড়ামন্ত্রী বলে দিয়েছেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি চান না ভারতে গিয়ে বিশ্বকাপ খেলুক পাকিস্তান। কারণ ভারতীয় দল এশিয়া কাপ খেলতে পাকিস্তানে আসছে না। পাক ক্রিকেটের উপর সেদেশের সরকারের এই 'হস্তক্ষেপ' মেনে নিতে পারছেন না প্রাক্তন পিসিবি চেয়ারম্যান খালিদ মাহমুদ। পাক সরকারের হস্তক্ষেপে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। ওই কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি। পাক ক্রীড়ামন্ত্রী এহসান মাজারি ছাড়াও সরকারের একঝাঁক মন্ত্রী ওই কমিটিতে রয়েছেন। তবে আশ্চর্যজনকভাবে কমিটিতে নেই পিসিবির কোনও প্রতিনিধি। পাকিস্তান সরকারের এই পদক্ষেপ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে প্রাক্তন বোর্ড চেয়ারম্যান খালিদ মাহমুদ। পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ''সবচেয়ে আশ্চর্যের হল, কমিটিতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কোনও প্রতিনিধি নেই। আমি মেনে নিচ্ছি যে ভারতের পাকিস্তান না আসার কোনও যৌক্তিকতা নেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এমন কিছু হয় না। যদি বলেন ভারতে দল পাঠানোর আগে নিরাপত্তা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি তাহলেও সেটা বোঝা যায়। কিন্তু কেউ যদি খোলাখুলি বলেন যে, ভারত যদি না আসে তাহলে আমরাও দল পাঠাব না, এমনটা হওয়া উচিত নয়।'' খালিদ মাহমুদ পিসিবির চেয়ারম্যান থাকাকালীন ১৯৯৯ সালে ভারত সফরে এসেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট টিম। সেই ঘটনা মনে করিয়ে দিয়ে খালিদ বলেন, ''আমি চেয়ারম্যান থাকাকালীন হুমকি সত্ত্বেও ভারতে দল পাঠিয়েছিলাম। আমরা নিজেরাই আমাদের দলের নিরাপত্তা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেছি। ভারতে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে সরকারকে জানিয়েছিলাম যে, আমরা ভারতে যেতে ইচ্ছুক।''

## স্লট এক, দাবিদার তিন
### রোহিতের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ

**বার্বাডোজ, ১০ জুলাইঃ** ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। এই টেস্ট সিরিজ দিয়ে শুরু হয়ে যাচ্ছে ২০২৩-২৫ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সাইকেল। ডমিনিকার উইন্ডসর পার্কে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ লাল বলের লড়াইয়ের আগে একাদশ বেছে নেওয়াটাই বড় চ্যালেঞ্জ ভারতের সামনে। প্লেয়িং ১১ প্রায় পাকা। শুধুমাত্র একটি স্লট নিয়ে মাথাব্যথা বেড়েছে রোহিত শর্মা, রাহুল দ্রাবিড়দের। কারণ ওই একটি স্লটের জন্য দাবিদার তিন। ৩ নম্বর পেসারের স্লটের দাবিদার জয়দেব উনাদকট, মুকেশ কুমার এবং নভদীপ সাইনি। সকলেই ফর্মের মধ্যে রয়েছেন। ফলে তাঁদের মধ্যে কার উপর ভরসা রাখবেন ক্যাপ্টেন সেটা নিয়ে চলছে জোর জল্পনা। রোহিতদের কাছে তৃতীয় পেসার বেছে নেওয়াটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উনাদকট, সাইনি এবং মুকেশ-তিনজনের সাম্প্রতিককালে পারফরম্যান্স ভালো। গতিতে পরিবর্তন না এনেই লম্বা স্পেল করতে পারেন নভদীপ সাইনি। তাঁকে ছন্দে পাওয়া গিয়েছে। উইন্ডসর পার্কে রোহিতের তুরুপের তাস হতে পারেন তিনি। রঞ্জি ট্রফিতে দারুণ পারফর্ম করা জয়দেব উনাদকট শেষবার টেস্ট খেলেছিলেন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। এই বাঁ হাতি পেসার ক্যারিবিয়ান ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলতে পারেন। ২৯ বছরের বাংলার পেসার মুকেশ কুমারও একাদশে প্রবেশের জোর দাবিদার। সাম্প্রতিককালের পারফরম্যান্সই সেই কথা বলে। ক্যারিবিয়ান সফরে তিন ফরম্যাটেই ডাক পেয়েছেন মুকেশ। ভারতের একাদশে দু'জন স্পিনার নিশ্চিত। রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং রবীন্দ্র জাডেজা। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের কারণে মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে পেস বিভাগে দায়িত্ব বর্তাবে শার্দূল ঠাকুরের উপর। ভারতের কাছে আরও এক স্পিন অলরাউন্ডার রয়েছেন, অক্ষর প্যাটেল। তবে রোহিত বাহিনী হয়তো তিন পেসার নিয়ে মাঠে নামবে। উইন্ডসর পার্কে শেষবার টেস্ট খেলা হয়েছিল ২০১৭ সালে। যেখানে পাকিস্তান তিনদিনের মধ্যে ১০১ রানে জিতে যায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই মাঠে একটি মাত্র টেস্ট ম্যাচ জিতেছে। সেটিও আবার জিম্বাবোয়ের মতো তুলনামূলক দুর্বল দলের বিরুদ্ধে।

## এমবাপের সঙ্গে সমঝোতার খবর অস্বীকার রিয়ালের

**মাদ্রিদ, ১০ জুলাইঃ** মুক্ত খেলোয়াড়দের শান্ত দলবদলে এবার বেশ ভালোই উত্তাপ ছড়াচ্ছেন কিলিয়ান এমবাপে! লিওনেল মেসি মুক্ত খেলোয়াড় হিসেবে পিএসজি ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পরই উত্তাপ ছড়াতে শুরু করেন ফরাসি স্ট্রাইকার। চিঠি দিয়ে তিনি পিএসজিকে জানিয়ে দেন, প্যারিসের ক্লাবটির সঙ্গে চুক্তি নবীকরণ করার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই। আগামী বছর মেয়াদ শেষ করেই ক্লাব ছাড়তে চান। এমবাপের এই চিঠিকে ভালোভাবে নেয়নি পিএসজি। বিশ্বকাপজয়ী এই তারকাকে তারা শর্ত দিয়ে জানায়, থাকতে হলে চুক্তি নবায়ন করতে হবে, নয়তো এবারের দলবদলেই ক্লাব ছাড়তে হবে। ধরে রাখার চেষ্টার পাশাপাশি পিএসজি তাঁকে বিক্রি করতেও উঠেপড়ে লেগেছে। কারণ, এবার তাঁকে বিক্রি করতে না পারলে যে আগামী মরসুমে মুক্ত খেলোয়াড় হয়ে যাবেন এমবাপে। তখন তাঁর দলবদল থেকে পিএসজি কোনো ট্রান্সফার ফি পাবে না। বেশ কয়েকটি ক্লাবের নাম শোনা গেলেও এমবাপেকে কেনার সম্ভাব্য 'ক্রেতা' রিয়াল মাদ্রিদ। আর এমবাপেও সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর ক্লাবটিতে খেলারই স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু পিএসজি এমবাপের পিঠে লাগিয়ে দিয়েছে ২০ কোটি ইউরোর ট্যাগ। এই মুহূর্তে রিয়াল তাঁকে এত দাম দিয়ে কিনতে চায় না। এ বছর এমবাপে কোথাও না গেলে যে তাঁকে মুক্ত খেলোয়াড় হিসেবে ট্রান্সফার ফি ছাড়াই পাবে রিয়াল! এসব যখন চলছে, এর মধ্যেই স্পেনের সংবাদমাধ্যম কাদেনা এসইআর খবর দিয়েছে, এমবাপেকে দলে টানার দৌড়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে রিয়াল। এমবাপের সঙ্গে নাকি ব্যক্তিগত শর্তাবলিতে ঐকমত্যেও পৌঁছেছে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর ক্লাবটি। কিন্তু এ খবর উড়িয়ে দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। এমবাপে-রিয়াল চুক্তিতে কী কী শর্ত থাকছে, কাদেনা এসইআর তাদের খবরে সেগুলোও তুলে ধরেছে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, এমবাপের জন্য চুক্তিপত্র প্রস্তুত করার কাজ শুরু করেছে রিয়াল। এমবাপের জন্য প্রস্তাবিত চুক্তিতে রিয়াল যুক্ত করতে যাচ্ছে ১০০ কোটি ইউরোর রিলিজ ক্লজ। এ ছাড়া এমবাপেকে চোখধাঁধানো বেতনও প্রস্তাব করতে যাচ্ছে ইউরোপের সফলতম ক্লাবটি। যেখানে প্রতি মরসুমে এমবাপেকে বেতন হিসেবে রিয়াল দেবে ৫ কোটি ইউরো। যেটি হলে এমবাপে হবেন রিয়ালের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া খেলোয়াড়। বেতনের বাইরে এমবাপেকে রিয়াল নাকি ৫ বছরের চুক্তির প্রস্তাব দেবে, যা বহাল থাকবে ২০২৮ সালের গ্রীষ্ম পর্যন্ত। কিন্তু মার্কা ও আরএমসি স্পোর্তের খবর দিয়েছে, রিয়ালের কর্তাব্যক্তিরা বিষয়টি নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছেন। এমনিতে পিএসজির ২০ কোটি ইউরোর চাহিদা পূরণ করে এমবাপেকে দলে টানলে বেতন-টেতন মিলিয়ে প্রায় ৪০ কোটি ইউরো খরচ হয়ে যাবে রিয়ালের। এটা রিয়ালের কর্মকর্তাদের মাথায় খুব ভালোভাবেই আছে বলে মার্কা ও আরএমসি স্পোর্তের খবর। এ কারণেই কি না, এমবাপের সঙ্গে বেতন আর ব্যক্তিগত শর্তাবলি নিয়ে সমঝোতার খবরটি উড়িয়ে দিয়েছেন রিয়ালের কর্মকর্তারা!

## মায়ামিতে মেসির ম্যুরালে বেকহামের তুলির আঁচড়

**মায়ামি, ১০ জুলাইঃ** সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলারের আগমন বলে কথা! তর্ক সাপেক্ষে যিনি এই শতাব্দীর সেরা, তাঁকে বরণ করে নিতে মায়ামিজুড়ে সাজ সাজ রব বিরাজ করাই তো স্বাভাবিক, হয়েছেও তা-ই। লিওনেল মেসির যুক্তরাষ্ট্রে আসার ঘোষণার পর থেকেই দেশটির ফুটবল-জগতে শুরু হয়েছে অন্য রকম উন্মাদনা। মেসির জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় ইন্টার মায়ামির সমর্থকেরা। ভক্তদের অপেক্ষার অবসান শিগগিরই হতে চলেছে। সব ঠিক থাকলে আগামীকাল ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেবেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। আর রবিবার তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের খেলোয়াড় হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেবে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাবটি। ক্লাব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় তারকাকে বরণ করে নিতে ইন্টার মায়ামি এখন প্রস্তুত। পিএসজি ছেড়ে মেসির মায়ামিতে যাওয়ার ঘোষণার পর শহরের একটি ভবনের দেয়ালে তাঁর বিশাল ম্যুরাল আঁকা হয়েছিল। মেসির আগমন উপলক্ষে এবার ম্যুরালটিতে নতুন করে রং করানো হচ্ছে। কারুশিল্পীদের এই রং করার কাজ কে দেখভাল করছেন জানেন? স্বয়ং ডেভিড বেকহাম,

ইন্টার মায়ামির সহ-মালিক! বেকহামের স্ত্রী ভিক্টোরিয়া আজ ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও আপলোড করেছেন। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, কারুশিল্পীরা ক্রেনে চড়ে হাস্যোজ্জ্বল মেসির ম্যুরাল রং করছেন আর বেকহাম সেটা তদারকি করছেন। তাঁরা মেসির দাঁতগুলোতে সাদা রং করছিলেন। এ সময় ভিক্টোরিয়াকে বলতে শোনা যায়, ''আমার মনে হয়, ডেভিড (বেকহাম) দারুণ কাজ করছে। আমরা মাত্র কদিন হলো মায়ামিতে এসেছি। কিন্তু সে এসেই এই কাজে লেগে পড়েছে। দেখুন, এটা (মেসির ম্যুরাল) কী বিশাল। এমন কি কোনো কাজ আছে, যেটা ডেভিড বেকহাম পারে না? সে ওখানে (ক্রেনে) চড়েছে রং করার জন্য। যে মানুষটিকে মেসির ম্যুরালের দাঁতগুলো সাদা রং করতে দেখলেন, সেটা বেকহামই ছিল। আমি অভিভূত।'' পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটিয়ে এখন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন মেসি। ধারণা করা হচ্ছে, ইন্টার মায়ামির সঙ্গে তিনি আড়াই বছরের চুক্তি করবেন। ২১ জুলাই লিগ কাপে ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে তাঁর অভিষেক হতে পারে।

## গিল ভাইদের ছিনিয়ে চমক ইস্টবেঙ্গলের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাইঃ** গোলকিপার প্রভসুখন গিলকে কার্যত পাকা করে ফেলল ইস্টবেঙ্গল। দীর্ঘদিন ধরেই এই গোলকিপারকে দলে নেওয়ার জন্য লড়াই চালাচ্ছিলেন লাল-হলুদ কর্তারা। কেরালা ব্লাস্টার্স থেকে বিশাল অঙ্কের ট্রান্সফার ফি দিয়ে গিলকে একপ্রকার নিশ্চিত করল ইস্টবেঙ্গল। গিলকে দলে নিতে ১.২ কোটি টাকা ট্রান্সফার ফি দিল লাল-হলুদ। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে গত মরসুমে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছে কেরালা ব্লাস্টার্স। সেমিফাইনালে রেফারির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে দল তুলে নেয় তারা। শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য বিরাট অঙ্কের জরিমানা করা হয় কেরালা ব্লাস্টার্সকে। মাঠ থেকে দল তুলে নেওয়ার খেসারত দিতে হয়েছে। এ বার টিম করতে হিমসিম অবস্থা তাদের। অনেক ভালো প্লেয়ারকেই ছেড়ে দিচ্ছে। প্রভসুখনের ক্ষেত্রেও বিষয়টা তেমনই। ভারতের মাটিতে ২০১৭ সালে অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ হয়েছিল। সেই বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের সেকেন্ড গোলকিপার ছিলেন প্রভসুখন। ক্লাব ফুটবলে নজর কাড়েন। প্রভসুখনের দাদা গুরসিমরত গিলকেও পাকা করে ফেলেছে ইস্টবেঙ্গল। ২৫ বছরের ডিফেন্ডার গত বছর খেলেছেন মুম্বইয়ে। মূলত ভাইকে টার্গেট করতেই দাদাকে দলে নেওয়ার কাজ করে ইস্টবেঙ্গল। আর তাতেই সফল লাল-হলুদ। মেডিক্যাল টেস্টের পরই গিল ভাইদের নাম সরকারি ভাবে ঘোষণা করতে পারে ইস্টবেঙ্গল।

## সুনীল নারিনকে ক্যাপ্টেন ঘোষণা করল নাইট রাইডার্স!

**মুম্বই, ১০ জুলাইঃ** নাইট রাইডার্স পরিবারের দীর্ঘদিনের সদস্য তিনি। তবে ২০২৩ আইপিএলে চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার সুনীল নারিনকে। পরের মরসুমে কেকেআর তাঁকে বিদায় দিতে পারে বলেও জল্পনা ছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল উল্টো। সুনীল নারিনের উপর অগাধ ভরসা দেখিয়ে তাঁর হাতেই তুলে দেওয়া হল অধিনায়কের গুরু দায়িত্ব। শীঘ্রই আমেরিকায় শুরু হচ্ছে মেজর লিগ ক্রিকেট। এমএলসি-র উদ্বোধনী সংস্করণে দল কিনেছে নাইট রাইডার্স। দলের নাম লস অ্যাঞ্জেলস নাইট রাইডার্স। সুনীল নারিনকে অধিনায়ক করেই মেজর লিগ ক্রিকেটে ঝাঁপাচ্ছে কিং খানের ফ্র্যাঞ্চাইজি। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়র লিগে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলেন নারিন। এ বার মেজর লিগ ক্রিকেটেও নাইট পরিবারের সদস্য তিনি। শুধু সদস্যই নন, অধিনায়কও। লস অ্যাঞ্জেলস নাইট রাইডার্স টিমে নারিন পাচ্ছেন কেকেআর টিমে খেলা বেশ কয়েকজন সতীর্থকে। ২০২৩ আইপিএলে চোটের কারণে খেলতে পারেননি কেকেআরের নিয়মিত অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। তাঁর পরিবর্তে নারিনকেই অধিনায়ক হিসেবে ভাবা হচ্ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত নীতীশ রানার হাতে নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয়। নাইট রাইডার্সের মূল ফ্র্যাঞ্চাইজি কেকেআরকে নেতৃত্ব না দিলেও চলতি বছরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে শুরু হওয়া ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-২০-তে নাইট রাইডার্সের টিমের নেতৃত্ব দিয়েছেন সুনীল নারিন।

## 'মেসিকে মাইকেল জর্ডানের মতো সুরক্ষা দিতে হবে'

**মায়ামি, ১০ জুলাইঃ** যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে এখনো অভিষেক হয়নি লিওনেল মেসির। এমনকি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেনি। কিন্তু মেসি আসবেন-এ ঘোষণাতেই পুরোপুরি বদলে গেছে দেশটির ফুটবল। অথচ কদিন আগেও যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল নিয়ে তেমন কোনো আগ্রহ দেখা যেত না। আর এখন সেই মার্কিন ফুটবলে যেন নতুন রং লেগেছে, অপেক্ষা শুধু মহাতারকার আগমনের। এর মধ্যে মেসিকে ক্লাব সমর্থকদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দিনক্ষণও জানিয়েছে ইন্টার মায়ামি। মেসির আগমন ইন্টার মায়ামিকেই শুধু নয়, উত্তেজনা তৈরি করেছে প্রতিপক্ষ দলগুলোর মধ্যেও। এমএলএসের এক কোচ তো মেসির জন্য বিশেষ নিরাপত্তাও চাইলেন। বিশ্বকাপের পর থেকে মূলত মেসির পিএসজি ছাড়ার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। সে সময় মেসির সম্ভাব্য গন্তব্য হিসেবে বার্সেলোনা, সৌদি ক্লাব আল হিলাল এবং এমএলএসের ক্লাব ইন্টার মায়ামির নাম শোনা যায়। নানা নাটকীয়তার পর মরসুমের শেষ দিকে চুক্তি নবীকরণ না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে দুই পক্ষ। এরপর ইন্টার মায়ামিতে যাওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন মেসি নিজেই। সেই ঘোষণার পর থেকেই ঝড় উঠে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়াজগতে। সেই ঝড়ের রেশ ছড়িয়ে পড়ে স্পনসর, সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে সাধারণ দর্শকদের মধ্যেও। তবে মেসির আগমন নিয়ে উত্তেজনার পাশাপাশি কিছু শঙ্কাও তৈরি হয়েছে। মেসির ইন্টার মায়ামিতে আসার সিদ্ধান্ত সামনে আসার পর মায়ামির ডাচ গোলরক্ষক নিক মার্শম্যান বলেছিলেন, মেসির জন্য ইন্টার মায়ামি এখনো প্রস্তুত নয়। মায়ামির মূল দলের এই গোলকিপারের যুক্তি, ''আমি মনে করি, মেসির আসার ব্যাপারে ক্লাব এখনো প্রস্তুত নয়। আমাদের স্টেডিয়াম অস্থায়ী, লোকে সেখানে ইচ্ছা করলেই মাঠে ঢুকতে পারে। আমরাও কোনও রকম নিরাপত্তা ছাড়া স্টেডিয়াম থেকে বের হই। তাই আমার মনে হয় ক্লাব প্রস্তুত নয়,

যদিও আমি চাই সে আসুক।'' শুধু অবকাঠামোগত সমস্যাই নয়, মাঠে মেসিকে শারীরিকভাবে সুরক্ষা দেওয়া নিয়েও ভাবছেন অনেকে। কেউ কেউ তো মেসির জন্য রেফারিদের কাছ থেকে বিশেষ সুরক্ষা দাবি করলেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এমএলএসের এক কোচ বলেছেন, ''মেসির (মাইকেল) জর্ডানের মতো সুরক্ষা পাওয়া উচিত। তার প্রতিটি আবেদনে সাড়া দেওয়া উচিত।'' মেসিকে বিশেষ নিরাপত্তা দেওয়ার ঘটনা অবশ্য একেবারেই নতুন কিছু নয়। প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়েরা আগেও আর্জেন্টাইন অধিনায়কের বিশেষ সুবিধা পাওয়া নিয়ে কথা বলেছিলেন। বিভিন্ন সময় অভিযোগ করা হয়েছে, মাঠে রেফারি এবং লিগ মেসিকে বিশেষ সুবিধা দিয়ে থাকে। রেফারির ওপর মেসির বিশেষ প্রভাব রাখা নিয়ে অভিযোগকারীদের তালিকায় আছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ও সের্হিও রামোসের মতো তারকারাও। বার্সেলোনায় খেলার সময় মেসি বিশেষ সুবিধা পেতেন উল্লেখ করে আতলেতিকো মাদ্রিদ ডিফেন্ডার ফিলিপে লুইস বলেছিলেন, ''সংবাদমাধ্যম ও লিগ তাকে সুরক্ষা দেয়। আমার বিশ্বাস, তারা চায় না তাদের সর্বকালের সেরা খেলোয়াড় চোটে পড়ুক বা খেলার বাইরে থাকুক।'' এদিকে মেসির এমএলএসে নাম লেখানো নিয়ে কথা বলেছেন রেফারি রবার্ট সিবিগাও। মেসির আগমন রেফারিদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করবে বলে মনে করেন তিনি, ''এটা ডেভিড বেকহাম বা ইব্রাহিমোভিচের স্তরের ব্যাপার নয়। এটা ভিন্ন এক স্তর। রেফারি হিসেবে আপনি কখনো চাইবেন না খেলাটা নষ্ট হয়ে যাক কিংবা কম মেধাবী ও অভিজ্ঞতাহীন খেলোয়াড়ের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে লিওনেল মেসির মতো খেলোয়াড় চোটে পড়ুক।'' এর মধ্যে গত শুক্রবার ইন্টার মায়ামি মেসিকে সমর্থকদের সামনে উপস্থাপন করার দিনক্ষণও জানিয়ে দিয়েছে। মেসিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আয়োজনটি হবে ১৬ জুলাই ইন্টার মায়ামির নিজেদের মাঠে। ক্লাবের পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এই দিনক্ষণ নিশ্চিত করা হয়। আর যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে মেসির অভিষেক হবে ২১ জুলাই। লিগ কাপে মেক্সিকান ক্লাব ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নতুন যাত্রা শুরু করবেন বিশ্বকাপজয়ী মহাতারকা।


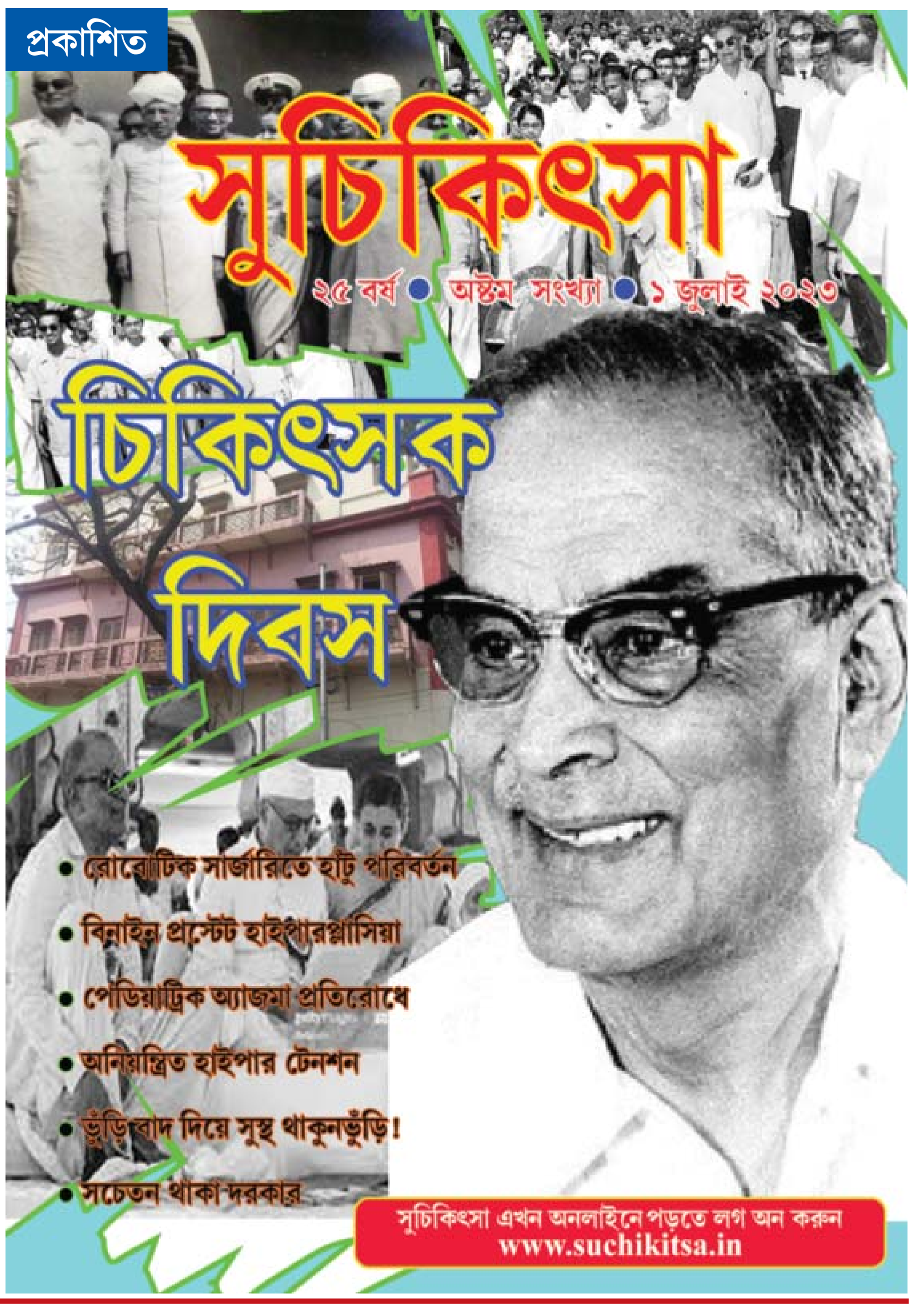



স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্লাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501